This book is part of the Carey Library and Research Centre at Serampore College.

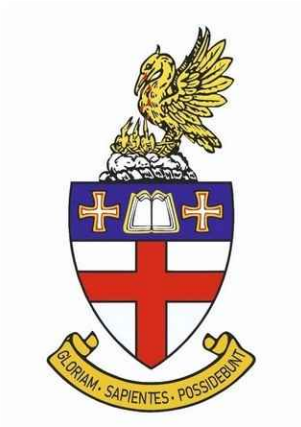

This is a reproduction of a library book that was digitized at the CLRC, Serampore.
The information in this book is freely available to the public and can be quoted with proper reference.

The use of this document may be subject to the Copyright Law of India or to site license or other rights management terms and conditions. The person using this document is liable for any infringement.

কেরী সাহেবের ইতিহাসমালা

ফাদার গ্যতিয়েন

সম্পাদিত

কেরী সাহেবের ইতিহাসমালা

ফাদার হুতিয়েন
সম্পাদিত

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪/৩, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
ফাদার দ্যতিয়েন
শান্তি সদন
৩৪-এ, তেলিপাড়া লেন
কলিকাতা-৪

মূল্য : ৩·৫০

কেরী সাহেবের ইতিহাসমালা

'ইতিহাসমালা'—নামপত্রের বর্ণনানুসারে—শ্রীরামপুর-স্থিত মিশন প্রেস্-এ মুদ্রিত "বিভিন্ন স্থান থেকে সঙ্কলিত, বাংলা ভাষায় রচিত গল্পগুচ্ছের এক সঙ্কলন"। রচয়িতার নাম উইলিয়ম্ কেরী ; মুদ্রণের সাল ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ। অনির্দিষ্ট কারণে গ্রন্থটির প্রসার হয় নি। কেউ কেউ অনুমান করেছেন, ১৮১২ সালের মার্চ মাসের আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডে পুরো স্টকটা গুদামেই নষ্ট হয়েছে। অন্য ব্যাখ্যাও অবশ্য সম্ভাবনা-রহিত হয় : একাধিক গল্প একাধিক কারণে আপত্তিকর ব'লে বিবেচিত হওয়াতে কোনো নীতিবাগীশের আদেশে বোধ হয় বইগুলো ইচ্ছে ক'রেই ভস্মীভূত করা হয়েছে—আর সেইজন্যই হয়তো শুধু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় আর লঙ সাহেবের ক্যাটালোগে নয়, শ্রীরামপুরের "মেমোয়ার্সে" পর্যন্ত গ্রন্থটির কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। শ্রীরামপুরের তথা উত্তরপাড়ার পুস্তকালয়ে ইতিহাসমালার কোনো কপি রক্ষিত হয় নি, হয়েছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের লাইব্রেরিতে [তিনটি কপি] আর জাতীয় গ্রন্থাগারে [একটি কপি]।

গ্রন্থবিবরণ

পুস্তকটির ৩২০-টি পৃষ্ঠা অষ্টপৃষ্ঠার ফর্মা-য় বিভক্ত ; এই চল্লিশটি ফর্মা কিছুটা অনিয়মিতভাবে চিহ্নিত : ক খ গC ঘD ঙE··· ঞJ ঞK ঠL··· যZ রAA লBB ·· হGg ক্ষHH ১কII খ২JJ গ২Kk ঘ২Mm ঙNn চ২Oo। মুদ্রিত টেক্স্টের আয়তন উচ্চতায় পাঁচ ইঞ্চি, প্রস্থে তিন। প্রতিটি পৃষ্ঠায় সতেরোটি পংক্তির জায়গা আছে ; প্রতিটি সম্পূর্ণ পংক্তিতে আছে গড়পড়তায় সাতটি শব্দ। ভূমিকা, পাদটীকা, সূচী—কিছুই নেই।

গ্রন্থটিতে দেড়শোটি 'কথা' কিংবা 'ইতিহাস' আছে। ইতিহাস বলতে কাহিনী বোঝায় : এক দূতকার, এক মহাজনের ইতিহাস ; এক বানর এক মাণিক্য পাইয়াছিল তাহার ইতিহাস ; এক রাজা সুবিচার করিয়াছিলেন তাহার ইতিহাস···। কোন পৃষ্ঠায় গল্পসমাপ্তির পর এক থেকে চার [এমন কি, ১০২-তম গল্পে, পাঁচ] পংক্তির জায়গা অবশিষ্ট থাকলে আরেক গল্প আরম্ভ হয় না, পৃষ্ঠার সেই অংশটুকু ফাঁকা থাকে। একই পৃষ্ঠায় গল্পশেষ ও

গল্পারম্ভ পৃথক্‌কৃত হয় দু-ইঞ্চি-দীর্ঘ অলঙ্কৃত এক রেখার অঙ্কনে। ঐ ধরনের বিভাগকারী রেখার ছ'টি মডেল ৯৭-বার ব্যবহৃত হয়েছে [যথাক্রমে ৩৬, ৩৩, ১২, ৯, ৪, ৩ বার]।

প্রতিটি গল্পের শীর্ষনামে আছে যুগপৎ পরিমাণবাচক সংখ্যাচিহ্ন ও পূরণবাচক সংখ্যাক্ষর : ৩ তৃতীয় কথা ; ৪ চতুর্থ কথা ; ১৫০ পঞ্চাশদধিক শততম কথা। শীর্ষনামান্তে, অনুচ্ছেদান্তে ও গল্পসমাপ্তিতে আছে দাঁড়ির পরে এক উচ্চস্থিত ড্যাস্। ১৬-টি গল্পে, আলাদা অনুচ্ছেদে, ভূমিকা আছে [এক লাইন (৮৯) থেকে ছয় লাইন (৫৭) পর্যন্ত]। ৩৮-টি গল্পে, আলাদা অনুচ্ছেদে, উপসংহার আছে [পাঁচটি শব্দ (৬৩) থেকে উনপঞ্চাশটি শব্দ (৪৯) পর্যন্ত]। কোনো কোনো গল্পসমাপ্তিতে, ভুলক্রমে, অনুচ্ছেদ হয়েছে (৭৭) কিংবা হর নি (১, ১৯)। মাত্র দুটি গল্পে (৪৪, ৫৩) ভূমিকা ও উপসংহার দুটোই আছে। আর আছে দুটি গল্প (২৩, ৫৬) যেগুলি, অন্তঃস্থিত উপগল্প থাকাতে, অনুচ্ছেদেও বিভক্ত।

গল্পগুলির দৈর্ঘ্য ১২-টি পংক্তি (১৩২) থেকে সাড়ে চার পৃষ্ঠা (১৪৬) পর্যন্ত। অধিকাংশ (১১৪-টি) গল্পের শেষে 'ইতি' কথাটা বসানো হয়েছে : প্রথম ৩৯-টি গল্পের দুই-তৃতীয়াংশে 'ইতি' নেই ; ৫০তম থেকে ১৫০তম গল্প পর্যন্ত আছে দশটি মাত্র ইতি-হীন গল্প। একটি গল্পে (৬৮) দুটো ইতি আছে—গল্পাংশের শেষে এবং উপদেশমূলক উপসংহারে।

দাঁড়ি ইতিহাসমালায় ব্যবহৃত একমাত্র যতিচিহ্ন। দুয়েকটি গল্প দাঁড়ি-বহুল হলেও [একটি গল্পে দেখি চারটি লাইনের মধ্যে চারটি দাঁড়ি] অধিকাংশ গল্পে দাঁড়ির সংখ্যা অতিরিক্ত অল্প। একাধিক গল্পে [৯০, ৯১, ৯২, ৯৩ যার মধ্যে পঞ্চাশটি পংক্তি আছে, ৯৪ ··] কোনো দাঁড়ি নেই। উদ্ধৃতির কিংবা জিজ্ঞাসার চিহ্ন কোনোটাই নেই। হাইফেন্-ও নেই—পংক্তির শেষে শব্দ অসমাপ্ত থাকলেও না : করিতে/ছেন, তাহার/দের, প্রভৃতি/ও, বাল/কের, উদ্যমা/দিতে, কিঞ্চি/ন্মাত্র···। শব্দের পুনরাবৃত্তি সংখ্যার দ্বারা প্রকাশিত হয় : পথে২ ভ্রমণ করিতে২।

হসন্তের ব্যবহার আছে [বাক্‌সরস্বতী, গোস্বামিন্···] কিন্তু ক্রিয়াপদে নয় [দেখ দেখ্-এর অর্থে]। কোনো কোনো শব্দের হসন্তহীন ও হসন্ত-সম্বলিত উভয় রূপ মেলে : দয়াবান্ (২৫) কিন্তু দয়াবান (৩৬) ; বলবান্ (২৭, ৩৫) কিন্তু বলবান (৩৬, ৩৯) ; আপদ্ (৫৬) কিন্তু আপদ (৮৮, ১০৮), আপৎ

(৪৯) ; সভাসদ্ (৫৭), সভাসদ (৩২) ; বাদশাহ্ (১৪৭), বাদশাহ (১৪৭)। অনুস্বারের ব্যবহার অনিয়ন্ত্রিত : সম্ভ্রম (১২৭) ও সংভ্রম (৫৭) ; সম্প্রতি (৪১) ও সংপ্রতি (১৪১)। Hiatus-এর বালাই নেই : পোআ, কএক, দুইএর, ভাইর, সিপাইর···। অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে লক্ষণীয় : কোনো কোনো ক্ষেত্রে চন্দ্রবিন্দুর পশ্চাদীকরণ [সিধঁ (২৬), ইহাঁর (৩,৯৬), তাতিঁরা (১৩৮)] কিংবা অপব্যবহার [ভাঁঙ্গিবামাত্র (৮৩), বাঁকি (১৫০)] এবং ঔকারের অপ্রচলিত রূপ [মৈানী (৭৯), জলৈাকা (৪৯)]। রু ও ব্ল অক্ষর শূন্য-হীন [ব-এর মতো]।

মুদ্রণকার্যও ত্রুটিহীন নয় : শব্দগুলির মধ্যে ফাঁক এবং ফাঁকের অভাব কৌতুকপ্রদ [উপহাস চ্ছলে (৩৬), সভাসদ বর্গেরদিগের (৪৭)···]। ভাঙ্গা ফাউন্টের সংখ্যাও অল্প নয় : পসাদ, সামগী, মতপ্রায়, কুকর, ভত্য, বাটা, ভমণ, কট··· [প্রসাদ, সামগ্রী, মৃতপ্রায়, কুকুর, ভৃত্য, বাটী, ভ্রমণ, কটু···]। মুদ্রণপ্রমাদও আছে : সওদার, নিকস্থ, সম্পদান, আশ্বর্যতা, মনুষ্যদি, অনন্দ, মুদ্বিত, অপ্প, কল্যা, তল্বাস, চম্পকরাণ্য, অনাইয়া, নিচয়, স্বছন্দে, পুরুষেত্ব, লক্ষ্মণাক্রান্ত···[সওদাগর, নিকটস্থ, সম্পদবান, আশ্চর্যতা, মনুষ্যাদি, আনন্দ, মুদ্রিত, অল্প, কন্যা, তল্লাস, চম্পকারণ্য, আনাইয়া, নিশ্চয়, স্বচ্ছন্দে, পুরুষত্ব, লক্ষণাক্ষান্ত···]। এছাড়া : চতুর্দিক্ষু (১০৬) চতুর্দিকে-র স্থলে ।

সম্পাদকের বিবেচনায় যে-শব্দরূপ স্পষ্টতই মুদ্রণপ্রমাদজনিত, সেগুলি বর্তমান পুনর্মুদ্রণে সংশোধিত হয়েছে : রাজা প্রত্যেককে (প্রত্যেকে) জিজ্ঞাসা করিলেন (৯৮) ; বিবেচনা করিল যে (হে) ঈশ্বর···দিলেন (৩৫) ['সিংহাসনে বৈশ' (১১৭) বাক্যটি যদিও কেরীর অভিধানমতে শুদ্ধ, 'বশিল' (১১৮) ক্রিয়ারূপটি মুদ্রণপ্রমাদ]। যেখানে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ আছে, সেখানে ইতিহাসমালায় প্রাপ্ত শব্দরূপ অপরিবর্তিত হয়েছে : দুখী (৪), জেষ্ঠ (৮), কনিষ্ট (৮৩), ভাঁঙ্গা (৮৩), প্রায়শ্চিত্য (২৯) [অধিকাংশ গল্পে দুঃখী, জেষ্ঠ্য, কনিষ্ঠ, ভাঙ্গা পাওয়া যায়]। অর্কফলা-সম্বলিত দ্বিগুণিত ব্যঞ্জনবর্ণ সর্বত্রই সরলীকৃত হয়েছে : অর্দ্ধ, ধূর্ত্ত, পূর্ব্ব, ধর্ম্ম, বীর্য্য প্রভৃতি শব্দের পরিবর্তে মুদ্রিত হয়েছে : অর্ধ, ধূর্ত, পূর্ব, ধর্ম, বীর্য···। পুনরাবৃত্তিসূচক চিহ্ন বর্জিত হয়েছে ; যে২, গুন২, ক্ষুদ্র২, করিতে২ প্রভৃতি বাক্যের পরিবর্তে মুদ্রিত হয়েছে : যে যে, গুন গুন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, করিতে করিতে···। সর্বপ্রকার যতিচিহ্ন সংযোজিত হয়েছে : পাশাপাশি-স্থিত দুটি যতিচিহ্নের প্রথমটি নবসংযোজিত চিহ্ন,

দ্বিতীয়টি কেরী-প্রদত্ত দাঁড়ি। সন্তোষজনক না হলেও অনুচ্ছেদের স্বল্পতা রক্ষিত হয়েছে। পাঠকের সুবিধার জন্য শুধু ড্যাস্, বন্ধনী আর উদ্ধৃতির চিহ্ন নয়, শব্দ-মধ্যবর্তী হাইফেন্-ও সংযোজিত হয়েছে : কালিন্দী-কুলে, মহাকুল-প্রসূত, এ-কন্যা, সে-স্থানে··· ['কহিল যে রাজকুমারীকে···' ধরনের বাক্যের তিনটি অর্থ হতে পারে : কহিল যে "রাজকুমারীকে···" ; কহিল, "যে রাজকুমারীকে···" ; কহিল "যে-রাজকুমারীকে···"]।

গল্পগুলির শীর্ষনামও প্রদত্ত হয়েছে।

ইতিহাসমালার ভাষা ও ব্যাকরণ

ইতিহাসমালায় ব্যবহৃত শব্দগুলি সহজবোধ্য। যে-সমস্ত শব্দ—কিংবা শব্দার্থ—অল্প-প্রচলিত, সেগুলির অধিকাংশ কেরীর অভিধানে সঙ্কলিত হয়েছে। শব্দ : দুরিত = পচা ; বাজী = অশ্ব ; অবীরা = স্বামীপুত্রহীনা ; আশয় = উদ্দেশ্য ; বৈশা = বসা ; উন্দূর কিংবা উন্দূরু = মূষিক···। শব্দার্থ : ব্যাপার = ব্যবসা ; সাধু = ব্যবসায়ী ; অধিকার = রাজ্য ; মনস্থ = সঙ্কল্প ; দুর্গ = দুর্গম ; স্বাদু = স্বাদ ; জীবিত কিংবা জীব = জীবন ; ভদ্রাসন = গৃহ ; ভদ্রাভদ্র = শুভাশুভ ; আরাম = উদ্যান ; শাল = বৃহৎ শূল ; অসত্ত্ব = অনুপস্থিতি ; উদাসী = ভিক্ষাকারী সাধু ; সমস্যা = শ্লোকের পাদপূরণের প্রশ্ন ; হিংসা = প্রাণবধ ; সাহিত্য = সাহচর্য ; দুষ্‌খ = দুঃখ ; বিমর্ষ = আক্ষেপ ; টোল = কুঁড়ে ; কুম্ভ = হস্তীর মস্তকের কুম্ভসদৃশ মাংসপিণ্ড···। ইতিহাসমালার কিছু শব্দ কিংবা শব্দার্থ কেরীর অভিধানে পাওয়া যায় না : দেশাটন, তীর্থাটন, ধুরীণ, নিশীশ্বর, সিচ্যমান, অপরন্তু, খেচরান্ন (খিচুড়ি), দুল্যা (দুলে), রাজমেস্ত্রি, সেকচিল্লী, সিন্দ (সিঁধ), সিয়াগোস (lynx), অবানান (অনুচ্চারিত), বিবেকী (বিবাগী), অন্য প্রভৃতি [অন্য হইতে-র অর্থে]···

একই গল্পে একই শব্দের তৎসম ও তদ্ভব রূপ ব্যবহৃত হয়েছে : ভ্রাতা, ভাই ; গর্দভ, গাধা ; মনুষ্য, মানুষ ; মস্তক, মাথা ; রাজ্ঞী, রাণী ; শ্রবণ করিয়া, শুনিয়া···। আরবী-ফার্সি শব্দ অপ্রচুর : বাজার, সহর, মজুর, সিপাই, খত, তল্লাস, জল্লাদ, মুরগী, জবানী, মুনীব, ফৈরাদি, দালান, খালাস, কর্জ, খরিদ, দেওয়ান, ডাকাইত, নালস, তজবীজ, সিয়াগোস, নমাজ···। ইতিহাসমালার লেখক দীর্ঘ-ঈকারের পক্ষপাতী : মুচী, লাঠী, চিঠী, মুনীব, মুরগী, মজুরী, রুটী, দম্পতী, বাটী [বাটী আসিয়া ; এক বাটী দুগ্ধ]··কিন্তু চুরি। অনুকারশব্দ

বিরল : হি হি, ঘঁত২, কুহ২, গুন২, সন২, হাহাকার। 'চা টা' ধরনের বাক্য পাওয়া যায় না ; আছে শুধু 'তর্জন গর্জন' আর 'লম্ফ ঝম্ফ'।

প্রভুতা, কৃষকতা, দাতৃতা, আবৃততা প্রভৃতি শব্দ মেলে—এবং, সংস্কত-ঘেঁষা একটি গল্পে (৫২) সেনাবত্ত্ব, রাজপদবাচ্যত্ব···। পদাঘাত ও পাদাঘাত, উভয় রূপ পাওয়া যায়। 'মহারাজা' কথাটা ইতিহাসমালায় দুবার মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে (৪,৪৩) ; কেরীর অভিধান অনুসারে 'মহারাজ' রূপটা-ই প্রকৃত রূপ। কয়েকটি বানান লক্ষণীয় : ভালূক, কাট [কাঠের অর্থে, যেমন 'সাতে' (সাথে), হটাৎ], নিষ্পীড়ন···ত্বচেতে, চতুর্দিগে [চতুর্দিক হইতে, উত্তর দিকে, কোন দিগে কিংবা কোন দিকে, চতুর্দিক দেখিয়া, দিকপাল]। সরল ও সারল্য এবং শরল ও শারল্য ইতিহাসমালায় ও অভিধানে পাওয়া যায়।

বিশেষ্যের কারক

সম্বন্ধবাচক কারক সম্পূর্ণ নিয়মিত : সপ্তাহের দিবস [অর্থাৎ অষ্টম দিবস], ঐ দুই কৃকলাসের এক কৃকলাস···দানসিন্ধুর দান করিবার নিমিত্তে আপনার প্রাণ-বিয়োগ জন্য দুঃখ-সহিষ্ণুতা (১০৫)···।

চতুর্থীর বিভক্তির জায়গায় দ্বিতীয়ার বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে : ব্রাহ্মণকে কিছু দিল না। একটি গল্পে (৩) 'ব্রাহ্মণেরে' রূপটি মেলে। কেরীর ব্যাকরণ অনুসারে 'দাসেরে' ও 'দাসকে' উভয় রূপ শুদ্ধ।

কেরীর ব্যাকরণে দেখি "বাঘে (কিংবা বাঘেতে) মানুষ খাইয়াছে"। ইতিহাসমালায় আছে : তাহার এক ফল চোরে অপহরণ করিয়াছে ; দেওয়ানের কন্যাকে এই ভূতে পাইল ; আমাকে বৃহৎ এক কৃষ্ণ সর্পে দংশন করিয়াছে ; ব্যাঘ্রাদিতে তাহাকে নষ্ট করিতে পারিলেক না···। একই গল্পে মেলে 'আমরা দুইজন' এবং 'আমরা দুইজনে' [সকলে জানিলেন ; উভয়ে উদ্যত হইল ; উভয়েতে সমানাংশ পাইবা···]।

সম্বোধন সাধারণত—বিশেষ ভাবে স্ত্রীলিঙ্গে—সংস্কতানুযায়ী : কালি, রাণি, কর্ত্রি, সুন্দরি, পুণ্যবতি, ব্রাহ্মণি, প্রেয়সি, প্রিয়ে, খঞ্জননয়নে···হারামজাদি ; বিধাত, রাজর্ষে, উপকারসিন্ধো, গোস্বামিন [স্ত্রীর মুখে স্বামি], ভ্রাতঃ ['ভ্রাত' এবং 'কনিষ্ঠ ভ্রাতা'-ও পাওয়া যায়]। এদিকে রাজা, বন্ধু, এমন কি ভাইরে, বাপু···ব্যবহৃত হয়েছে। 'হে' কথাটা প্রায় সর্বত্রই সংযুক্ত আছে : হে সখা, হে চন্দ্রা, হে দাদা···কিংবা 'দাস হে' [এক জায়গায়, শুধু

'প্রভো']। দুটি গল্পে 'ভো' শব্দটির প্রয়োগ আছে : "ভো পণ্ডিতবর্গ এবং হে নৃপতিকুল" (৫২), "ভো কিজ্ঞতমেরা" "ভো মহারাজ" (৪১)।

দ্বিতীয়াতে বিভক্তির ব্যবহার [ক্ষীণতাকে পায়, পূজ্যতাকে পাইয়া···] এবং বিভক্তির অভাব [সে-হরিণ মারিয়া, যে-কন্যা বিবাহ করিয়াছি, আপন সন্তানটি ক্রোড়ে করিয়া···] কৌতুকপ্রদ। সকর্মক ক্রিয়াপদ ছাড়াও দ্বিতীয়ার বিভক্তি মেলে : 'উপপতিকে সর্পাঘাত হইল' [এমন কি 'আমাকে সদয় হইয়া']।

সপ্তমীতে আছে রাজসংসারে ও রাজসংসারেতে, স্থানে ও স্থানেতে, পথে ও পথেতে · ; একই গল্পে (৭) আছে যুগপৎ ধনেতে, পরধনেতে, লোভেতে, অপাত্রেতে, অধর্মেতে, বিতরণেতে এবং স্থানে, হস্তে, প্রভাবে। গল্পের নায়ক হল 'সুবাহু নামে রাজা' কিংবা 'উগ্রাস্য নামেতে মৃগরাজ' [কিংবা সুশর্মা নাম ব্রাহ্মণ, শ্রুতিধর নামা পণ্ডিত, উগ্রাস্য নামধেয় এক পঞ্চাস্য]। পায়ে-র জায়গায় আছে 'পায়'। বিভক্তির অভাবও মেলে : একই গল্পে আছে 'চর্মকারের বাটী গিয়া' এবং 'ব্রাহ্মণের বাটীতে গেল' ; 'দেশ প্রস্থান করিলেন' এবং 'দেশে প্রস্থান করি'।

তৃতীয়ায় আছে 'লোক দ্বারা' কিংবা 'লোকের দ্বারা' এবং, একই গল্পে (৭৬) 'আপন ব্যবসায় দ্বারা' আর 'আপন ব্যবসায়ের দ্বারা' ; কেরীর ব্যাকরণ অনুসারে উভয় রূপ শুদ্ধ। এছাড়া আছে 'জন্তু কর্তৃক'।

ব্যাকরণকার কেরীর মতে কর্মবাচ্য ক্রিয়ার কর্তা 'হইতে' শব্দটির সাহায্যে প্রকাশিত হয়। ইতিহাসমালায় দেখি : রাণী হইতে এ-কর্ম হইবে না ; তোমার কুকুর হইতে আমার সর্বস্ব রক্ষা হইয়াছে [আমারদের হইতে এ-ধান্য বপন হয় না ; ইহারদিগের হইতে রাজ্য লোপ হইবে]। অপাদানের সেই একই প্রত্যয় স্থানসূচক অর্থেও ব্যবহৃত : সরোবর হইতে আইলাম, মাণিক্যকে ভূমি হইতে লইয়া ··। এছাড়া : 'কোন মনুষ্য হইতে ধর্মশাস্ত্র শুনিয়া' ; এই অর্থে অবশ্য 'প্রমুখাৎ'-এরও প্রয়োগ আছে : লোকপ্রমুখাৎ, পশুরদিগের প্রমুখাৎ··· [এ-ধরনের সংস্কৃত বিভক্তি আরো আছে : মুনির প্রসাদাৎ, দৈব-বশাৎ, ভাগ্যবশাৎ]।

বহুবচনে আছে : ধীবরেরদের, দেবতারদিগের (মৃতবৎসেরদিগকে) [ব্যাকরণে : বন্ধুরদের, বন্ধুরদিগের]। এছাড়া দেখি : অমাত্যবর্গেরা [ব্যাকরণে : ভৃত্যবর্গেরা], পশুগণেরা, সকল সন্ন্যাসিরা, সকল পক্ষিরা, সকল

দেবতারা [কিন্তু মৎস্য সকল, দেবতা সকলের], সকল পশুরা [কিন্তু : ঐ সকল পশুকে, অনেক পশু দেখিয়া], ধীবরেরা সকলে, দশ দিকপালেরা, জন-বারো জ্ঞাতিরা [কিন্তু চারি সন্ন্যাসি], সহস্র সহস্র সর্পেরা [কিন্তু চারি পক্ষি], রাজসমূহেরদিগকে, পাত্রসভাসদপ্রভৃতিরা, পাত্রমন্ত্রিপ্রভৃতিরদিগকে [এ-ধরনের রূপ অবশ্য অতি মুষ্টিমেয়]। আর আছে : "এক গৃহস্থেরা চার ভাই একত্র আছে" (১৩৯)। এ ছাড়া : টোল সকল, দ্রব্য সকল···এবং, এক জায়গায়, টাকাগুলি, বস্ত্রগুলা।

ব্যাকরণকার কেরী লেখেন 'মন্ত্রী' কিন্তু 'মন্ত্রিকে' : দীর্ঘ ঈকার শুধু প্রথমার একবচনে ব্যবহার্য। ইতিহাসমালায়ও নিয়মটা পালিত হয়েছে : তপস্বী, কিন্তু তপস্বির, তপস্বিকে · বনবাসিরা, ধণিগণেরা, হস্তিসমূহকে, মন্ত্রিপুত্র, প্রাণিভক্ষণ···। ব্যতিক্রম আছে : চারি পক্ষি, চারি সন্ন্যাসি···প্রহরি নিযুক্ত করিয়া, মন্ত্রি করিয়া [কিন্তু মন্ত্রী হইয়া] ; ঐ ধনীর (১৪৬)।

কেরীর ব্যাকরণ অনুসারে বলতে হয় : 'গুরুর এবং পুত্রের প্রাণ'। ইতিহাসমালায় এই আদেশটা সর্বত্র পালিত হয় নি : চম্পকের ও নাগকেশরের ডাল, স্ত্রীপুরুষের ও সন্তানাদির ভরণপোষণ, শৃগালের এবং পথিকের সহিত ·· কিন্তু পরিশোধ ও ত্রাণের কারণ, ঐ বৃষ আর হস্তিকে, আপন পত্নী ও পুত্রের সহিত, লক্ষ্মী আর বুদ্ধিতে আত্মবিরোধ, হর্ষ ও লজ্জাতে মগ্ন [অন্যত্র : লজ্জা ও ভয়প্রযুক্ত]। এছাড়া : লবঙ্গমাধবীলতা প্রভৃতি পুষ্পবন (পুষ্পের বন-এর স্থলে)।

বিশেষণ

ইতিহাসমালার বিশেষণগুলি বহুপ্রকার : কৌতুকী, কুপিত, প্রতিপাল্য, শব্দায়মান ; অক্রোধ, সাপরাধ, নিরাকাঙ্ক্ষ ; বলবান, রূপবন্ত ; দয়াযুক্ত, কৌতুকাবিষ্ট, প্রতাপান্বিত, ক্ষমতাপন্ন ; খিন্ন, খেদিত, খিদ্যমান ; নির্বোধ ও নির্বুদ্ধি ; হিংস্র ও হিংস্রক ; তৃষ্ণার্ত এবং সাধারণত তৃষার্ত ; সমুদয় এবং সাধারণত সমুদায় ; নিন্দক ; অস্ত্যবশিষ্ট, সর্বশাস্ত্রবেত্তা, পরমেশ্বরপ্রকাশক, শিষ্যশিক্ষিত, পূর্বপাপকর্মকৃত (মানুষ), পাপে-অনুরাগ-পুণ্য-বিরাগ-শালী (৬৪)···যাবদীয় [যাবতীয় নয়], বড় (মানুষ, অর্থাৎ বড়লোক, যার বিপরীত : ক্ষুদ্র কিংবা ছোট লোক), ছোট-জাতি (কুকুর), ভিজে (চর্ম), পাছু (হইয়া চলিতে লাগিল)। এক জায়গায় দেখি 'ধনাধিষ্ঠাতৃ (কুবের), অন্যত্র 'জ্ঞাতা' [পুংলিঙ্গে]। 'হারাণিয়া মুদ্রা' মানে হারানো মুদ্রা, 'এক ব্যক্তি-

এক রাজার নিকটে অতিশয় প্রীত ছিল' মানে প্রীতিভাজন ছিল। কেরীর ব্যাকরণে উল্লিখিত 'শোকরূপ' (অন্ধকার) আর 'দুর্গতিরূপ' (জল) জাতীয় বিশেষণ পাওয়া যায় না। এমত [যেমত, সেই মত] শব্দটি ইতিহাসমালায় বহু ব্যবহৃত : এমত ব্যক্তিকে ধিক ধিক ; এমত ছল আর কখনও করিব না [ব্যাকরণে : মহাশয় সহসা এমত করিবেন না]।

পুংলিঙ্গের বিশেষণের অন্তাক্ষর সাধারণত দীর্ঘ ঈকার হয় না : একাকি, বিচারার্থি, তদানুযায়ি, প্রতিবাসি লোক, বিদেশি পণ্ডিত, মর্মচ্ছেদি বিরোধ, উপকারি ভৃত্য, ধনি বণিক, কেরলভূমিবাসি রাক্ষস···কিন্তু, ব্যতিক্রম হিসেবে, একাকী, মঙ্গলার্থী, বহূপকারী, মহাধনী বণিক, উত্তরকেশলবাসী রাজা···।

স্ত্রীলিঙ্গের কিছু ব্যবহার আছে : সুধর্মা (সভা), নির্গতা (গজমুক্তা), গুণানুবন্ধা (সম্পত্তি), উত্তমা (বাটী), অসহ্যা (মর্মপীড়া), উপস্থিতা (দয়া), মনোরম্যা (বিদ্যা), সঙ্গতা (কথা), আত্যন্তকী প্রীতি, এতাদৃশী দুর্গতি···। নারী হল উপস্থিতা, প্রাপ্তজীবনা, হরিণীবদনা···। এক জায়গায় দেখি : ব্রাহ্মণব্রাহ্মণী ততোধিক দুঃখিতা হইলেন।

বিশেষণ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হতে পারে : হে অধমেরা, তাহার জ্যেষ্ঠ, যুবা বৃদ্ধকে কহিল, তোমার অজ্ঞাতে, মহারাজের অবর্তমানে, সুস্থিরেতে থাকিতে, নিষ্কণ্টকে রহিব, নিয়মিতের বৈলক্ষণ্য···।

টি, টা, কতক

দুটিমাত্র গল্পে ছাড়া [১৩৮ এবং বিশেষভাবে ১৫০] টি ও টা প্রত্যয়ের ব্যবহার অতি সীমিত : এক রাজা, দুই যক্ষ, তিন শৃগাল, চারি সন্ন্যাসি, পাঁচ মাণিক্য···এক ব্যাধের নিকটে এক ব্রাহ্মণ ; এক অরণ্যে এক জলাশয় আছে ; এক ক্ষুদ্র লোকের এক স্ত্রী ; কোন এক নগরে এক ঘাটের উপর এক ব্রাহ্মণ এক শত টাকার এক তোড়া বস্ত্রে রাখিয়া···। ব্যতিক্রম বিরল : একটা বড় বিল, চারটি টাকা, দশটা মস্তক, একজন কায়স্থ [ব্যাকরণে আছে : দশজন মজুরকে], একখানি অপূর্ব বন, দুইখানি স্বর্ণের ইষ্টক ; বৎসটি, পুত্রটি, সন্তানটি ; একটি একটি করিয়া। 'তুমি আমার একটি সন্তান' মানে একটিমাত্র সন্তান।

'কথক' [কথক দিবস, কথক নির্ভয় হইয়া, কথকগুলি মন্ত্র, কথগুলি লোক, কথকগুলিন কুকুরশাবক···] 'কতক' কিংবা 'কত'-র চেয়ে বেশি প্রচলিত [কতক স্থানে, কতক ভাঙ্গিয়া, কতকগুলি দ্রব্য, কতগুলি বানর]।

কত-র অর্থে ব্যবহৃত সেই 'কথক' কেরীর অভিধানে কিংবা ব্যাকরণে পাওয়া যায় না। ইতিহাসমালায় 'কতি' শব্দটিও মেলে: কতি কতি নদনদীনগর-গিরিগহন (৬৩)।

ব্যাকরণে আছে: খানিক দুগ্ধ, ঘরখান, আম গোটা তিনেক, অনেকগুলিন সন্তান···; ইতিহাসমালায়: খানিক জল, বস্ত্র একখান [অধিকখান, অধিকাংশখান], গোটা চর্বিশেক মৎস্য, তাঁহার সন্তানসন্ততি অনেকগুলিন···।

ইন্‌ভার্শন-এর ব্যবহার আছে: কন্যা দুইজন, পথিক কথকগুলি, বস্ত্র একখান, জল এক কুম্ভ [কিন্তু: এক কলসী জল], ক্ষণেক কাল, দিনেকের পর, জন্তু সকল; বড় এক গর্ত।

-ই এবং -ও প্রত্যয়ের অভাব নেই: দুঃখী কেহই ছিল না; কেহও করিতে পারে না; সেও রাজাকে কিছুই কহিতে পারে না; সেই চোর গৃহ প্রবেশ করিলেই ডাকাইতেরাও পুরী প্রবেশ করিল; বড়ই প্রতি; তোমার বড়ই দুরবস্থা হইল। ইকারও পাওয়া যায়: আজি, আমারি মত, সেই ধন সকলি (সকলি মরা বটে), সকলেরি, তখনি [এছাড়া: মারি খাইয়া]।

সর্বনাম

কেরীর ব্যাকরণ অনুসারে 'আপনি' কথাটার অর্থ হল ভবান, Your Honour, প্রথম পুরুষে ব্যবহার্য। ইতিহাসমালায় দেখি: শুন, আমি আপনারদিগের প্রধান পুত্র (৮); হে মহারাজ, আপনি···প্রতিপালন কর (৬৪); যদি আপনি প্রতিশ্রুত হন···আমাকে দিবা (৯৭); অনেক কাল পর্যন্ত তোমার নিকট আছি কিন্তু আপনি···দিলেন না (১)। এছাড়া: আপনি যাইয়া করিব; আপনি অদৃশ্য হইয়া থাকিবা; তুই আপনার কর্ম কর···। ঐ সর্বনামের নিয়মিত রূপ ছাড়া [নবনীত আপনাতে উত্তাপ লাগিলে···] আপনকার, আপনকারদিগের, আপনকে, এমন কি 'আপন-কাকে'-ও পাওয়া যায়।

"কেহ" মধ্যম পুরুষেও ব্যবহৃত হয়: বাটী কেহ আছে কিনা? (১৪৬)।

একই কথাবার্তায় একই ব্যক্তিকে উদ্দেশ ক'রে সাধারণ ও তুচ্ছ বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে: তুই আইলি না···তুমি যদি আইস (৬)। একই বাক্যে সাধারণ এবং সম্মানাত্মক বিভক্তি মেলে: ইঁহাকে ধরিয়া এখানে আনিলাম; ইহার বিচার করিতে আজ্ঞা হউক (২৩)। সম্মানাত্মক বিভক্তির ব্যবহার কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিস্ময়কর: আমার এই রক্ত ইনি আমার সহিত

জন্মিয়াছেন (১০০) ; একদিন তাহার ঘরে শুভ কার্য উপস্থিত হইল, তাঁহার কারণ রাজা প্রত্যূষে…(৮৫)।

ষষ্ঠীর বহুবচনে সর্বনামের [কেরীর ব্যাকরণে নির্দিষ্ট] দুটি রূপ মেলে : আমারদের গুণসূচী, আমারদিগের কি চিন্তা ; তোমারদের কাহারও অধিকারে, তোমারদিগের আর ভি ভয় ; তাহারদের যাথার্থ্য, তাহারদিগের যাথার্থ্য…।

সম্প্রদান কারকের বিভক্তি বিরল [কাহারে কহিব ; তোরে বারণ করিয়াছি]। সাধারণত দ্বিতীয়ার বিভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে : তাহা আমাকে বিক্রয় কর ; সে ব্যাঘ্রকে আমাকে দেখাও।

কোনো কোনো জায়গায় লেখক সর্বনাম ব্যবহার না ক'রে বিশেষ্য পুনরাবৃত্ত করেছেন : "চন্দ্রাবলোক নামে এক রাজা থাকেন। সে-রাজা পাত্র-মিত্রপণ্ডিতসৎকবি ইত্যাদি লইয়া সর্বদা আমোদ করেন। সে-রাজা বড় বিদগ্ধ। যে-সময়ে রাজা সভাস্থ হইয়া থাকেন, সেই সময় এক বানর প্রত্যহ রাজাকে পাঁচ মাণিক্য দেয়। রাজা বানরকে…" (১০৩)।

সর্বনামের 'চলিত' ব্যবহারও মেলে : তাহা যাহা হউক ; সে কি ; সে যে হউক ; যে হউক…।

অব্যয়

'যদ্যপি' কথাটার তিনটি অর্থ আছে—যদি, যদিও, পাছে : যদ্যপি ইহা হইতে রক্ষা করিতে পারি তবে দরিদ্রতা দূর হইবার বিষয় বটে (৪) ; তুমি যদ্যপি শূর ও কৃতবিদ্য হইয়াছ, তথাচ তুমি যে-বংশ-জাত, তাহার ক্ষমতা এ নহে (৮) ; যদ্যপি আমাকেও নষ্ট করে অতএব এমত মনুষ্য রাখা উচিত নহে (১৮)।

কেরীর অভিধানে 'যদি' শব্দটির অন্যতম অর্থ হল 'যেহেতু' ; ইতিহাস-মালায় তার উদাহরণ পাওয়া যায় : যদি তুমি মনুষ্য-জন্ম পাইয়া এমন উত্তম ধন উপার্জন করিলা না, অতএব তবে…(১৯) ; যদি ভাগ্যবশাৎ তোমার দর্শন পাইলাম…(১৭) ; যদি তাহারদের সহিত সাক্ষাৎ না হইল, তবে তোরদিগকে সংহার করিব (৫০)।

'এজন্যে', 'সেজন্যে' [এবং 'কিজন্যে' ; 'জন্য' ক্ল[illegible] বার মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে (১০২, ১০৫)] 'কেননা' অব্যয়গুলির অভাব নেই। 'বলিয়া' দুবার মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে : "হে মহারাজ, আমি চুরি ক'রলাম বলিয়া আমার প্রাণ বধ করিতে আদেশ করিলেন" ; "আপন পুত্র বলিয়া জানিল"। 'বলিয়া'-র

পরিবর্তে 'একারণ'-এর প্রয়োগ আছে : আমি দয়ালু একারণ কাহাকেও কিছু কহি না (৩৬) ; প্রস্তর-করণক (৯০)। 'প্রযুক্ত' কথাটার ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য : দুর্দিনপ্রযুক্ত ; ব্রাহ্মণবধপ্রযুক্ত [অর্থাৎ বধ করার ভয়ে] ; রাজার নিদ্রা প্রযুক্ত [অর্থাৎ রাজা নিদ্রিত ব'লে] ; আর কপাল সহকারে দৈব ঘটনা অনিবার্য প্রযুক্ত বাদশাহ··· ; পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মনুষ্য সকলেই কালের বশ এই প্রযুক্ত ঐ পুত্রের গর্ভধারিণীর মরণ হইল।

'কোথা' আর 'কোথায়' দুটি রূপ পাওয়া যায় [সে-লোক কোথা ? কোথায় গিয়াছে ?] ; 'ইতিমধ্যে' আর 'ইতোমধ্যে' দুটি রূপ মেলে। এছাড়া : প্রথম, প্রথমে, প্রথমত, প্রথমতঃ, প্রতমতো [তুলনীয় : প্রত্যক্ষতো, ইতস্ততো, রাগবশতো···]। একই গল্পে (১২৫) দেখি : অনন্তর, তদনন্তর, পরে, পশ্চাৎ, তাহার পর ; একই গল্পে (৩২) তারপর ও তাহার পর। অন্যত্র আরো আছে : তৎপর, তৎপরে, (কিছু দিন) ব্যাজে, (কিঞ্চিৎ কাল) গৌণে, (কিছু কাল) ব্যতীতে।

Postposition-এর সঙ্গে বিভক্তি থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে : কল সহিত এবং কলের সহিত (১৬) ; মৃগয়া জন্যে এবং অংশের জন্যে (৪৩) ; বিশ্রাম কারণ, শিক্ষার কারণ ; আপন নিকটে, আপনকার নিকটে ; রাজ সমীপে, রাজার সমীপে, আত্মগৃহ সমীপে, বাটীর সমীপে ; রাজসাক্ষাৎ, রাজার সাক্ষাৎ । এছাড়া : বন মধ্যে, এক মহারণ্য মধ্যেতে, সখী সঙ্গে, আপন অগ্রে, মাসাবধির পর, পরমেশ্বর সন্নিধানে ; মৃগ প্রতি ধাবমান (মূষকের প্রতি ধাবমান), সর্প প্রতি দৃষ্টিপাত, স্ত্রী প্রতি কুপিত··· ।

একই গল্পে (১১০) দেখি "দেবতা স্থানে প্রেরণ করিলেন" এবং "ঐ ব্যক্তির স্থানে যে-ধনার্পণ করিয়াছ"। 'স্থানে' কথাটার দুটি অর্থ আছে : 'নিকটে' [পণ্ডিতের স্থানে কালযাপন] এবং 'নিকট হইতে' [তাহার স্থানে ধন যাচ্ঞা করিবা ; তাহারদের স্থানে কর গ্রহণ করিয়া] ; শেষোক্ত অর্থ কেরীর ব্যাকরণেও পাওয়া যায়। 'কাছে' ও 'ঠাঁই' অব্যয়েরও অল্প ব্যবহার আছে : পুত্রের কাছে (১৪০) তোমার কাছে (১৪৪) ; সিপাইর ঠাঁই [ব্যাকরণে : তাহার ঠাঁই]।

আরও আছে : বিনাপরাধে, পুরন্দরের প্রায়, আহারার্থ [কিংবা যুদ্ধার্থে], শশকের দিগে। 'অন্তর' এবং 'পূর্বক'-এর যথেষ্ট প্রয়োগ আছে : মুখ-

প্রক্ষালনান্তর, সাধনাপূর্বক, সন্তানহীনতাপূর্বক···। "তাহার সর্বাবয়ব সুন্দরের নিমিত্ত" মানে : সর্বাবয়বের সৌন্দর্যের কারণে।

ক্রিয়াপদ

ইতিহাসমালায় নামধাতুর প্রাদুর্ভাব নেই; 'জিজ্ঞাসা' ক্রিয়াপদটা একমাত্র বহু প্রচলিত নামধাতু [একই গল্পে 'জিজ্ঞাসিল' এবং 'জিজ্ঞাসা করিল' দুটি রূপ মেলে ; 'উত্তরিল' কোথাও পাওয়া যায় না]। এছাড়া আছে : চিন্তিয়া, প্রবেশিয়া, প্রসবিয়া, বর্জিতে, দর্শে না, শিক্ষিতেন, পলাইতেছিল।

'লম্ফ প্রদান করিয়া', 'কূপ দৃষ্ট করিয়া' কিংবা 'তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য রাজা জ্ঞাত নহেন' ধরনের সংস্কৃত রূপ অল্প। 'বাংলা' ধাতু অত্যধিক : দৌড়িল, আচ্ছাড়িল ; চসিতে, চাটিতে, কান্দিতে ; বাঁধিয়া [কিংবা বান্ধিয়া], চুষিয়া, চাখিয়া, মাখিয়া, ভাঙ্গিয়া, বেচিয়া, পুঁতিয়া, কাঁপিয়া, সাঁতারিয়া, যুড়িয়া [করযোড় : অন্তঃস্থ য লক্ষণীয়]···। ণিজন্ত রূপও বিরল নয় : দেওয়াইলে, ছাড়াইস, ফেলাইলেক, বাঢ়াইয়া [বাড়াইয়া নয়], আনাইয়া, পোড়াইয়া, ডাকাইরা, (প্রতিমা) গঠাইয়া, ঘুচাইবামাত্র, (আমাকে) পঁহুছাও···।

ক্রিয়াপদের বিভক্তি আগাগোড়া 'সাধু' [ব্যতিক্রম : হবেক, পাবে] এবং কেরীর ব্যাকরণ-অনুযায়ী। প্রথম পুরুষে : কহিবে, কহিবেক ; কহিল, কহিলেক। মধ্যম পুরুষে : দিবা ; করিবা ; ছিলা ; করিতেছিলা ; হইয়াছিলা ; করিয়াছিলা···। অনুজ্ঞায় : কর ও করহ, দেহ ও দেও [থাকহ, চলহ, আনহ ; নিত্যবৃত্ত বর্তমানেও 'করহ' পাওয়া যায় (৩০)] এবং দিও, যাইও [হইও না, কহিও না, থাকিও না] ; দে, যা [কিন্তু—সহন্ত ছাড়া—শুন, কর, দেখ ; কেরীর ব্যাকরণ অনুসারে হসন্তের প্রয়োজন আছে]; যাউক, দেউন, পাঠাউন। একাধিক স্থলে দেখি সাধারণ ও সম্মানার্থক বিভক্তির মিশ্র ব্যবহার : অগ্নিশর্মা বলিলেন, অগ্নিশর্মা দিল না (৫১) ; হংস কহিল, হংস কহিলেন (২৯) [এছাড়া : তোমাকে দিবেন, শীঘ্র চলুন (১০)]।

নাই, নহি, নহে, নয়—নেতিবাচক এই চারটি রূপ ইতিহাসমালায় আছে : তাঁহারা গৃহে নাই, আমার অদৃষ্টে ধন নাই, তোর লজ্জা নাই, বিলম্বে প্রয়োজন নাই··· ; উত্তম হয় নাহি, উপায় নাহি, ইহাতে কোনো বিচারের অপেক্ষা নাহি··· ; এ-দোষ তোমার নহে, এমত কখনও নহে, ধনতুল্য কোন বস্তু নহে, মর্মচ্ছেদি বিরোধ কর্তব্য নহে··· ; লোভ করা ভাল নয়, সে-স্থানে সল্লোকের

বাস উপযুক্ত নয়, স্বস্থান ত্যাগ করা কদাচ কর্তব্য নয় ·· [ব্যাকরণে আছে : "আমার কিছু টাকা নয়" (!)]।

সম্মানাত্মক বিভক্তির ব্যবহার কোথাও কোথাও অপ্রত্যাশিত : সর্প দিলেন, সিংহ বাস করেন, প্রতিমা থাকেন, বিন্ধ্য পর্বত ছিলেন, সম্পত্তি আগমন করেন, ভূমি শস্য দেন, শশী পৃথিবীমণ্ডল দীপ্ত করেন, বিদ্যা অমূল্য রত্ন হন।

ক্রিয়ার 'বিশেষ্য'-রূপের দৃষ্টান্তের অভাব নেই : করা আবশ্যক, উঠিবার সময়, করামাত্র, করিবামাত্র, তাহারদের শাক তোলা সাঙ্গ হইলে পর, সেইরূপ করাতে, তাঁহারদের থাকাতে, তাহা করাতে আমার কি মহত্ত্ব, সন্দেহ-নিরাস জন্মাতে, লওনে, হওনেতে, যাওনের উদ্যোগ, সামর্থ্য হওনের কি পথ ··।

শুধু 'ইলে' ও 'ইতে' নয়, 'অত'-ও অসমাপিকা-বিভক্তি মেলে : নামিলে পর, নিকটে আসিতেই, স্তব করিতে করিতে ; মহারাজার গুণানুবাদ শ্রবণ করত ঐ নগরে থাকিলেন, মাংস ভোজন করত হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ হইল [ব্যাকরণবিদ কেরীর মতে 'অত' এবং 'ইতে' বিভক্তি যথাক্রমে ক্রিয়ার কর্তার সঙ্গে এবং ক্রিয়ার কর্মের সঙ্গে সম্পর্ক প্রকাশ করে ; তিনি দৃষ্টান্ত হিসেবে দিয়েছেন : ভিক্ষা করত বসিত ; তাহাকে আসিতে দেখিলাম]। একটি গল্পে (৮১) দেখি : "দুঃখ প্রকাশ করিতে উচিত" [অন্যত্র আছে : ইহাকে নষ্ট করা উচিত ; বঞ্চনা করা উচিত হয় ; তপস্যা করা উচিত নয় ; এমত মনুষ্য রাখা উচিত নহে]।

'ইয়া' বিভক্তির ব্যবহারের প্রাচুর্য লক্ষণীয় : উলটিয়া পড়িয়া ভাঙ্গিয়া ফেলুন (৯১) ; অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাপারগ হইয়া পিতৃনিকটে আসিয়া সর্বজনাদৃত হইয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন (২৩) ; ইহা নিশ্চয় করিয়া, দেশান্তরে গিয়া আলস্য ত্যাগ করিয়া, দিবারাত্রি শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া, সর্ববিদ্যাসরিৎপারগ হইয়া, স্বদেশে আসিয়া, রাজ দ্বারা ভূমিগোস্বর্ণ বহুতর পাইয়া, পরিজন পালন করিয়া, পিতাকে ধর্মকর্ম করাইয়া, সর্বজনমান্য হইয়া, পুরন্দরের প্রায় কাল-যাপন করিতে লাগিলেন (২৪)।

অসমাপিকার সাহায্যে গঠিত যুক্ত-ক্রিয়াপদের যথেষ্ট ব্যবহার আছে : লিখিয়া দিয়া, কহিয়া দেই, ফেলিয়া দিল, মুক্ত [কিংবা দূর] করিয়া দিব, আনিয়া দিবা, ছাড়িয়া দিলেন, প্রস্তুত করিয়া দেউন ; মুখে করিয়া লইয়া,

সমান অংশ করিয়া লও ; বান্ধিয়া রাখিয়া, তোরে সুখী করিয়া রাখিয়াছি, পূরিয়া রাখ ; কহিয়া গেল, ফিরিয়া গিয়াছে ; রাখিয়া আসুন ; মারিয়া ফেলিয়া ; চাহিয়া দেখি, চাখিয়া দেখ। এছাড়া : মারাপড়িল [এক শব্দে], পাক করিতে দিয়া···।

ইডিয়ম্-এর অভাব নেই : টোল ফেলাইল, পঞ্চত্ব পাইলেন, লাঙ্গল চসিতে, প্রাণে না মরিয়া··। কোনো কোনো ইডিয়ম্ অধুনা-অপ্রচলিত : ঘোষণা দিলেন, পুরস্কার করিব, প্রাণদণ্ড করিব, তাহাকে বিস্তর প্রসাদ করিলেন, মৃতকল্পের ন্যায় রাত্রি প্রভাত করিলেন, পরের দুঃখ সহিষ্ণুতা করিতে পারেন না, বেদনার স্বাস্থ্য হইল। এছাড়া : বিদ্যা করা, রাজ্য করা, মর্যাদা করা, "প্রাণদান দিয়া" (কিন্তু "জীনদান করামাত্র")। কোনো কোনো ইডিয়ম্ আবার আধুনিক : তাহাকে সঙ্গে করিয়া ; আমার ভোজনেচ্ছা তো গেলই ; উনি যাহা করেন আমি তাহাতে আছি···।

বাক্যবিন্যাস

ইতিহাসমালায় পরোক্ষ উক্তির ব্যবহার অতিশয় অল্প : তাহাকে কহিবা, তাহার বাটীর সমীপে যে-সরোবর···(১৭) ; আমার রাজার সভাতে এক গণক আসিয়া কহিয়াছে যে আমার মৃত্যু যে-অধিকারে হইবেক সে-অধিকার ভস্ম হইবেক (১১৩)। প্রায় সব জায়গায়ই দেখি : আপন স্বামিকে কহিল যে আমি ভিন্ন হইব ; ব্রাহ্মণ এক মুনির বাটীতে গিয়া কহিল যে আমি অতিথি ; রাজপুত্রকে এই পত্র লিখিল যে তোমার কুকুর···। "তুমি কহিও যে আমার কর্তা উনি" মানে : তুমি ব'লো যে আমি তোমার কর্তা।

অন্যোন্যনির্ভর বাক্যাংশ অচেনা নয় : যে-লোক···সে-ব্যক্তি, যে-মানুষ··· সে-লোক ; যাহার বিদ্যা ও বুদ্ধি নাই তাহার জীবন বৃথা ; তুমি যে-রাক্ষসীর ভয়েতে পালাইতেছ সে-রাক্ষসী আমি ; যে-স্থানে হরিণ ছিল, সেই স্থানের চারিদিগে। অনেক গল্পে কিন্তু দেখি : অবশিষ্ট দুইখানি স্বর্ণের ইষ্টক ছিল, তাহা লইয়া [অর্থাৎ : অবশিষ্ট যে-দুইখানি] ; সর্পকে মারিয়া ইহার উদরের মধ্যে অনেক স্বর্ণ আছে, তাহা লইব [অর্থাৎ : যে-সমস্ত স্বর্ণ] ; অধমজাত পঙ্ক তাহাতে জাত যে-পদ্ম [অর্থাৎ : অধমজাত যে-পঙ্ক] ; এক ব্যক্তি দিতেছে তাহাকে যে বারণ করে [অর্থাৎ : যে-ব্যক্তি দিতেছে··]।

ইন্‌ভার্শন-এর কিছু কিছু নিদর্শন মেলে : তোমাকে আমি··· ; আমি হরিণ তোমাকে দেখাইব ; তুমি কেন ক্রন্দন কর ; তুমি যদ্যপি কৃতবিদ্য হইয়াছ ;

গাত্র মার্জন কেন কর ; এই অন্তঃকরণে চিন্তিয়া ; ইহা ঐ বনস্থ এক বৃদ্ধ বানর দেখিয়া···।

'যদি' আর 'যেন' প্রত্যয়ের সঙ্গে নেতিবাচক অব্যয় ক্রিয়াপদের আগে বসে : যদি সাক্ষাৎ না হইল [এছাড়া : যে-যে হাটে কেহ ক্রয় না করিত, তাহা··(১০১), প্রস্তর করণক যে তোমাকে চূর্ণ না করিল, এই তোমার মঙ্গল (৯০) ; আমি স্ত্রী হইয়া না করিয়াছি কি ? (১৩৯)]। মুষ্টিমেয় ব্যতিক্রম আছে : যদি ধন উপার্জন করিলা না (৯) ; রক্ষা করিবা, যেন কিছু ক্ষতি হয় না (৮৪)। এদিকে 'যদি' আর 'যেন' অনেক জায়গায় উহ্য থাকে : ইহাতে বিলম্ব না হয় [অর্থাৎ : ইহাতে যেন] ; যে-কোন মতে এখানে না আসিতে পারে [অর্থাৎ : এখানে সে যেন] ; আজ্ঞা হয়, তবে ·· ; এমত প্রতিপন্ন হয়, তবে··· ; বিরোধে কর্মসিদ্ধি না হয়, প্রীতিতে নিবারণ করিব [অর্থাৎ : বিরোধে যেহেতু] ; তুমি আমার জীবন দান করিবা, তোমাকে আমি নষ্ট করিব না।

কোনো কোনো স্থলে ক্রিয়াপদের কর্তা অপ্রকাশিত : পণ্ডিত সর্বদা রাজপুত্রের সঙ্গেই থাকেন, তথাপি বিদ্যাভ্যাসে মনঃ সংলগ্ন করেন না [উহ্য : রাজপুত্র] ; পরে তাহারাও তদনুযায়ি করিলে গায়ক নিরুপায় হইয়া রোদন করিতে করিতে চলিল এবং কএকটা কুকুর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছাড়িয়া দিল তদ্ভয়-প্রযুক্ত বিবেচনা করিল যে···['তাহারা' ছাড়িয়া দিল, 'গায়ক' বিবেচনা করিল]।

অতএব পরকে অতি প্রত্যয় করিবে না (১৪৮), হে মহারাজ, সকল লোককেই হিত বাক্য কহিবেক, কাহাকেও অহিত কহিবে না (৩১); যদি বিদ্যা হয়, তবে ত্যাজ্য হইলেও পূজ্যতাকে পাইয়া সুখে কাল যাপন করে (৫৯) ; সরল ব্যক্তির সহিত সারল্য করিবেক, শঠ ব্যক্তির সহিত শাঠ্য করিবেক (১১০); কোন কর্ম বিবেচনা না করিয়া অকস্মাৎ করিবেক না (৫৬)—এই সমস্ত বাক্যের ক্রিয়াপদের বিভক্তি প্রথম পুরুষের : কর্তা অনির্দিষ্ট [তুলনীয় : ফরাসি on]। "আপনার বধের জন্যে আপনি বিনয় করে না" মানে : নিজের বধের জন্য কেউ নিজে বিনয় করে না।

কেরীর ব্যাকরণ অনুসারে যে-ধরনের ক্রিয়াপদ-ব্যবহার অশুদ্ধতা-দুষ্ট, ইতিহাসমালায় তার নিদর্শন মেলে : তাহার হস্তদ্বয় কাঁপিয়া ক্ষুর ভূমিতে পড়িল ; মহারাজ কাননে গিয়া এক মৃগের উপর বাণ নিঃক্ষেপ করিতে

তাহাকে না লাগিয়া এক ব্যাঘ্রীকে লাগিয়া শরাঘাতে পুত্র নির্গত হইয়া ব্যাঘ্রীর মরণ হইল…[এছাড়া আছে : স্মরণ হইয়া স্তব্ধ হইল ; প্রসব হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেক]। একাধিক বাক্যে আরও অদ্ভুত গঠনরীতি প্রত্যক্ষ করি : চোরেরা তথা আসিয়া একজন একজনকে কহিল ; বৃদ্ধ ও যুবা শৃগাল ভয়েতে পলায়ন করিয়া যুবা বৃদ্ধকে কহিল ; রাজা রাজ্য সমর্পণ করিয়া আপনারা তীর্থযাত্রা করিলেন ; ব্যাঘ্র সন্তুষ্ট হইয়া উভয়ের মিলন হইল।

'আমি এ কর্মক্ষম নহি' মানে : আমি এ-কর্মে সক্ষম নই ; 'তুমি যে বংশজাত, তাহার ক্ষমতা…' মানে : তুমি যে-বংশে জাত ; 'এক পথিমধ্যে' মানে : এক পথের মধ্যে। আরও আছে : তাহা দৃষ্টিমাত্রেই ; তাহা শ্রবণে ; তাহা শ্রবণান্তর ; এক চোরের সরদারের বাটী [অর্থাৎ : চোরের এক সরদারের] ; আমারদের সপরিবারকে বধ করিবেন…।

বাক্যবিন্যাসের মধ্যে লক্ষণীয় : এ বড় মন্দ যে ধনাশাতে জ্ঞাতি নির্ধন করা [অনুবাদের গন্ধ আছে] ; ঐ কালে ঐ ব্যাধ কর্তৃক শৃগালের ভয়েতে পৃথিবীর গহ্বরেতে লুক্কায়িত কতকগুলিন কুকুরবালক ছিল [অর্থাৎ : ব্যাধ কর্তৃক লুক্কায়িত হয়েছিল] ; এক তপস্বিকে দেখিলেন যে সে-তপস্বী… [অর্থাৎ : এমন এক তপস্বীকে দেখলেন যিনি…] ; আমি বারণ করিয়াছিলাম যে আমার সহিত বিবাদ করিলে তোমার প্রাণ যাইবে [অর্থাৎ : বারণ ক'রে বলেছিলাম] ; সর্পের বৃত্তান্ত যেমত দেখিয়াছিলেন, সেই মত কন্যার মাতাকে বলিলেন যে, এ-বিষয়ে আমাকে দিতে হইবেক [অর্থাৎ : সেই মত বলিলেন এবং আরও বলিলেন যে…]।

ইতিহাসমালা ও সংস্কৃত

ইতিহাসমালায় ছয়টি সংস্কৃত উদ্ধৃতি আছে [আর একটা হিন্দুস্থানি বাক্য : ভাইরে, হুয়া ঘর খুআ (৭৪)]। তার মধ্যে আছে দুটি শ্লোক : যুষ্মৎকৃতে খঞ্জন-মঞ্জুলাক্ষি শিরোমদীয়ং যদি যাতি যাতু ; লূনানি নূনংজনকাত্মজায়ৈ দশান-নেনাপি দশাননানি (১২) ; যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরা পুরী, রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং ন সদিদং জগদিত্যধারয় (১০৯)। আর আছে চারটি প্রবাদ : গল্পের ভূমিকায় "আহারোপি মুনুষ্যাণাং জন্মনা সহ জায়তে" (৮৭) এবং "ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র, ন বিদ্যা নচ পৌরুষং" (৪৪) ; গল্পের উপসংহারে "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি" (১৪২) ; গল্পের মধ্যে "নরাণাং মাতুলক্রমঃ" (৩৩)।

পাঁচটি গল্প সংস্কৃতঘেঁষা : দুটি গল্প সহজবোধ্য (৪১, ৬৩), তিনটি গল্প কঠিন (৪৮, ৫২, ৬০)। আর আছে সেই চতুর্থ গল্পটি যার ভাষা সহজ ও প্রাঞ্জল, ভূমিকা কিন্তু অসম্ভব রকম জটিল ও দুর্বোধ্য। আরো কয়েকটি গল্পে দেখি বর্ণনাত্মক দীর্ঘ সমাস [পুন্নাগনাগকেশরাগুরুভণ্ডীরাশোকশোভিত বনসুন্দরীগণ-বিলাসিতাত্যন্তমনোহর দ্বিরদাস্পদ বন (২৩)], বর্ণনাত্মক বিশেষণ-বাহুল্য [নিপুণ, মহাবল, পরাক্রান্ত, আজানুবাহু, গজস্কন্ধ, কম্বুগ্রীব, কবাটবক্ষঃ, সূর্যবৎ-তেজস্বী, সিংহপ্রতাপ মীরধ্বজ নামে এক রাজা (১০); ধনমান্য গুণি-গণাগ্রগণ্য বদান্য দীনশরণ্য প্রজাপালনতৎপর করুণাসাগর বিবিধধনধাম বীরসিংহ-নাম রাজা (৬৩)] কিংবা প্রয়োজনবোধে, তোষামুদে সংলাপাংশ [হে মহারাজ, আপনকার শৌর্যবীর্যগাম্ভীর্যোদার্যাদি, নানা প্রকার রাজগুণেতে পৃথিবীমণ্ডলে কীর্তিপতাকা উড্ডীয়মানা হইয়াছে (১০৭)]।

অপ্রচলিত সন্ধির নিদর্শন মেলে : বাট্যাদি, হস্তীত্যাদি, বিপদ্যুক্ত, নদ্যুত্তীর্ণ, বহূপকারী, অত্যন্তোদ্বিগ্ন, যুদ্ধাক্ষম, সল্লোক, বৃহত্তাম্রপাত্র··· । সন্ধির অভাবও দেখা যায় : পূর্ব-আনীত, পাত্র-আদি, মাতা-আদি [কিন্তু পুত্রদারাদি] আর সন্ধির অপপ্রয়োগ : পুনর্দেবতা, পুনরন্য এবং পশ্চাজ্জগন্মাতা (১০৯), একাম্র কাননে (৭২)। একই গল্পে (৬৩) রাত্রিঞ্চর ও রাত্রিচর উভয় রূপ পাওয়া যায়।

'পঞ্চমবর্ষীয়' (১৯,১২৬) এবং 'চতুর্থাংশের একাংশ' (১৩৫) অশুদ্ধ। অর্ধেক, দিনেক, ক্ষণেক প্রভৃতি অর্ধ-তদ্ভবের ব্যবহার আছে।

লিখনশৈলী

ইতিহাসমালার উদ্দেশ্য ভাষাশিক্ষণ, সাহিত্যসৃষ্টি নয়। আর তবু সাহিত্যপ্রয়াসের লক্ষণ আছে ব'লে মনে হয়—যেমন, একই গল্পে বিভিন্ন প্রতিশব্দের প্রয়োগ : টাকা, তঙ্কা, মুদ্রা (১১); নগরী, পুরী, সহর (১২৫); রাজা, মহারাজ, ভূপাল, নৃপতি, ভূপতি (৪৩); সন্ন্যাসী, উদাসীন, যোগী (২৬); দাস, সেবক, ভৃত্য (৪৬); শিবা, শৃগাল, বঞ্চক, জম্বুক (৩৫); পশুরাজ, মৃগরাজ, মৃগেন্দ্র, পঞ্চাস্য (৬২); বানর, মর্কট, শাখামৃগ (৭১); সিংহবৎস, সিংহবালক, কুকুরপুত্র, করিশাবক (৮)··। এছাড়া ৩৯-তম গল্পে যে উনচল্লিশটি পুষ্পের নাম দেওয়া হয়েছে, সেগুলির তালিকার উদ্দেশ্যও বোধ হয় বিশুদ্ধ উদ্ভিদ্-বিদ্যা-শিক্ষণ নয়।

একাক্ষর প্রযোজক অব্যয় অতিব্যবহৃত হয়েছে : বিপত্তারণ ও মর্যাদা ও

কৌলীন্য ও ধর্মার্থ (৭), ব্যাধ চিরকাল প্রাণিহিংসক ও খর্ব ও কৃষ্ণবর্ণ ও রক্তলোলুপ ও পিঙ্গলকেশ ও অতি ভয়ঙ্কর-মূর্তি (২৫)। এর মধ্যে কি বাইবেলীয় কোনো প্রভাব আছে? হিব্রু ভাষায় সংযোজক প্রত্যয় অবশ্য ব্যবহার্য [দৃষ্টান্ত-স্বরূপ : 'যিহোশূয়ের গ্রন্থের' চতুর্থ অধ্যায়ের ২১-৩২ পদে সাতচল্লিশটি শব্দের মধ্যে চৌত্রিশটি শব্দ সংযোজক প্রত্যয় সম্বলিত]। একাক্ষর অব্যয়ের প্রাচুর্য অবশ্য সব জায়গায় সমানভাবে খারাপ লাগে না ["রাজপুত্রের মস্তক যোড়া লাগিল ও প্রাণ পাইল ও সকলে চমৎকৃত হইল" (১২)] ; বরং বৈচিত্র্যসৃষ্টির উদ্দেশে বিভিন্ন অব্যয় ব্যবহার ক'রে লেখক বোধ হয় খুব বেশি সফল হন নি [নলিতা-শাক ও শঙ্খ এবং চুল আর খানিক জল (২১) ; তোমরা রূপবন্ত ও গুণবন্ত আর মহাকুলপ্রসূত এবং বিখ্যাতবীর্য (৫১)]। সফল হয়েছেন যখন সাহস ক'রে তিনি সংযোজক অব্যয় একেবারে বর্জন করেছেন [রাজপুত্র অতি কৃশ, শালকাষ্ঠ অতিশয় স্থূল (২৬)] কিংবা তার পরিবর্তে ইন্‌ভার্শন অবলম্বন করেছেন [তুমি গুরুলোক, মান্য তুমি, অগ্রে চল (৯)]।

যে-সব গল্প ততটা উপদেশাত্মক নয় যতটা কাহিনীপ্রধান, সেগুলির ভূমিকা ও উপসংহারের সারল্য উপভোগ্য। গল্পারম্ভে : এক রাজার দুই সন্তান, কিন্তু উভয় মূর্খতম। রাণী পতিব্রতা। পরে রাজা···(৫৯) ; চন্দ্রপ্রভা নামে এক নগরী। তাহাতে সোমসুন্দর নামে এক রাজা। তাহার কন্যা শশিপ্রভা। সে-কন্যা ·· (১২) ; এক দেশে এক বণিক অতি ঐশ্বর্যবান ছিল, সর্বপ্রারেই সুখী। বাটীর ব্যবহারিক পাত্র প্রায় তাবৎ স্বর্ণরূপময়·· (৯১)। গল্পশেষে : এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী নিরুত্তর হইয়া গেল (২২) ; গায়ক তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিল (৭৩) ; শশক বুদ্ধিবলে আপন প্রাণ রক্ষা করিল (৭) ; দেওয়ানের কন্যা সুস্থা হইল (১০৬) ; ···বলিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল (১৩৯)। গল্পশেষে শ্লেষও আছে : হে মহারাজ, এখন পৃথিবীর মধ্যে কিছুদিন রাজত্ব কর (১১৭) ; আর আছে অবশ্য চিরপ্রচলিত সেই "সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিল" (১৪৩), পরমসুখে কাল যাপন করিলেন (১৪১)।

লহনা ও খুল্লনার গণ্ডীকৃত গল্পে এক ত্রিপদী থেকে গিয়েছে : দিবা তারে অন্নকষ্ট, করিবা যৌবন নষ্ট, রাখাইবা তাহারে ছাগল (১১২)। শেষ গল্পটির শেষ পংক্তিগুলির কাব্যরূপও স্পষ্ট : মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা, চিলে নিলে দু গণ্ডা, বাঁকী রহিল ষোল···।

ইতিহাসমালার গল্পগুচ্ছ

কোনো কোনো গল্পের কুশীলব অনাম্নী, কাল ও স্থান অনির্দিষ্ট : এক দেশে এক রাজা ছিলেন···এক নগর মধ্যে অতিশয় ধনবান এক বণিক ছিল··· কোন এক নগরে এক ঘাটের উপর এক ব্রাহ্মণ···। অধিকাংশ কাহিনীর ঘটনাস্থল : উত্তরদেশ, দক্ষিণদেশ, পূর্বদেশ, মধ্যদেশ [পশ্চিমদেশের উল্লেখ নেই] কিংবা মগধ, সিংহল, বিন্ধ্য, কাশ্মীর, সুরঙ্গ, কান্যকুব্জ দেশ···। আর বঙ্গভূমি : গৌড়ে ছিল এক নির্বোধ পথিক, রাঢ়ে ছিল এক পলাতক ব্রাহ্মণ।

সেই সব দেশে পর্বত আছে [বিন্ধ্য, চন্দ্রশেখর, চন্দ্রদ্বীপ, চিত্রকূট···], নদী আছে [কাবেরী গোদাবরী, কালিন্দী, ঘর্ঘরা···], আছে অরণ্য [দণ্ডক, চম্পক, দিরদাস্পদ, গোলা···]। নগরের নামও শ্রুতিমধুর : পদ্মাবতী, শোভাবতী, চন্দ্রপ্রভা, সূর্যপ্রভা ; হস্তিনা, চন্দনপুর, হিঙ্গুলা, অম্রলিপ্তিকা···। আর আছে শান্তিপুর, যেখানে বাস করে এক মূর্খ তাঁতীদম্পতি।

কুশীলব

ন্যূনপক্ষে পঁচিশটি গল্পে খ্রীষ্টীয় সাহিত্যে বহুপ্রচলিত 'ঈশ্বর' কথাটার প্রয়োগ আছে ; একটা বক্তব্য কিন্তু খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী নয় : সে-ব্যক্তিও আপনার তপস্যার দ্বারা ঈশ্বরেতে লীন হইলেন (১০০)। তখনকার দিনে প্রটেস্টাণ্ট মহলে অব্যবহৃত 'ভগবান' শব্দও ঈশ্বরের প্রতিশব্দরূপে দুটি গল্পে (৮৩, ১০২) পাওয়া যায়। দেবতাদের মধ্যে আছেন সমুদ্র(৩) ও সূর্যদেব (৯৫), কুবের (৭), শিব (১৪৫) ও ইন্দ্র (১১৯), জগদীশ্বরী দুর্গা (১০৯) ও কালী (১২) [ভদ্রকালী (৯৭), শ্মশানকালী (১০৫)]···। ভগবতী (১৪১) ও ভাগবতী (১১৪) নামও মেলে। আর আছে যক্ষ (১৮, ৩৭, ৫৮), ভূত ও বেতাল ; রাক্ষস (১০, ৬৩, ৬৫, ১৩৬) ও রাক্ষসী (১, ৮৬)।

এক তৃতীয়াংশ গল্পে রাজার ভূমিকা আছে। নামে তাঁরা প্রতাপচন্দ্র, প্রতাপসিন্ধু, প্রতাপসিংহ ; বীরসিংহ, অজিতসিংহ, বিক্রমসিংহ ; সোমসুন্দর, মদনসুন্দর ; মণিচূড়, চন্দ্রচূড় ; বীজধ্বজ, দানসিন্ধু, মুকুটমণি, চন্দ্রাবলোক ; ধর্মপালক, প্রজারঞ্জন ; কপটশীল, কলিপ্রিয়···তাঁদের কেউ কেউ সম্রাট (১১৯, ১২০), কেউ কেউ বাদশাহ (৮৮, ১০৮, ১৪৭)। নৈতিক গুণে রাজা বুদ্ধিমান (১০৩) কিংবা মূর্খ (২৬) ; শ্রুতিধর (৭৯), কৌতুকী (৩৩), সঞ্চয়ী (৫৮), তপস্বী (১০০) কিংবা স্বার্থত্যাগী ও পরদুঃখকাতর (১০৫) ; লোভী (৯৩), কপট (৭৮)

কিংবা অধার্মিক (৬৪)। রাজা সভাসদদের প্রশ্ন করেন (৪১) ও শিক্ষা দেন (৫৯), বিচার করেন (১১০, ১২৩…) ও প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দেন (১৮), রাক্ষস বধ করেন (১০), পুত্রলাভ করেন (৯৫), সুমতিপ্রাপ্ত হন (৯৭), পুরস্কার হিসেবে "কন্যা ও অর্ধেক রাজ্য দেন" (১০৬) পণ্ডিত কিংবা মন্ত্রীর কাছে বরণ করেন পরাজয় (৭, ৭৯, ১১৫)…।

রাজসভায় আছেন মন্ত্রী [মনোরঞ্জন বুদ্ধিপতি…], পণ্ডিত [শ্রুতিধর, বুদ্ধিশেখর, দীর্ঘদর্শী ; বিদ্যার্ণব, বিদ্যাবিনোদ ; শিবশর্মা, উৎপন্নবুদ্ধি, প্রাজ্ঞবর ; বিদ্যাপতি, বাক্‌সরস্বতী…] ও ভাঁড় (৪৬)। আর আছে রাজকুমারী [শশিপ্রভা, চিত্রলেখা, সর্বাঙ্গসুন্দরী…] ও রাজকুমার [বীরবাহু, সুবর্ণকেতু ·]।

এক ষষ্ঠাংশ গল্পে ব্রাহ্মণের ভূমিকা আছে। নামে তাঁরা প্রতাপেশ্বর, অগ্নিস্বামী, বিষ্ণুপদ, রুদ্রশর্মা, দুর্গাদাস, হরিদত্ত, সুতপা…। তাঁরা কেউ পূজক (১১৪), কেউ ঘটক (১৬), কেউ জ্যোতির্বিদ (৪, ৯৬) ; তাঁরা বুদ্ধিমান (২৪), ঈশ্বরপরায়ণ (৫৪), উদার (৪৯), চতুর (১০৭)। কেউ কেউ ভাগ্যবান (৫৪), অনেকে কিন্তু হতভাগ্য (৪৪), বারবার প্রতারিত (৭৬, ৮৫)। তাঁরা অধিকাংশই দরিদ্র, কোনো উপায়ে ধনী হতে পারেন না (৩, ১৭…) ; মধ্যে মধ্যে তবু চোরের হাত থেকে রক্ষা পান (১১, ১১১)। ব্রাহ্মণ ছাড়া আছেন সন্ন্যাসী (৬৫), যোগী (১৭), ব্রহ্মচারী (৬৪)।

অন্যান্য জাতেরও উল্লেখ আছে : কায়স্থ (৭৮), ক্ষত্রিয় (১৮, ১৪৮), বৈশ্য (২৩)…। আছে বণিক, সওদাগর, সাধু, মহাজনের [ধনপতি, হিরণ্যগুপ্ত…] প্রায় কুড়িটি গল্প ; ব্যাধের গল্পের সংখ্যাও কম নয় (২৫, ২৮, ৩৪, ৪৭, ৫৫, ৮২, ১৩০)। কৃষক (১০৪, ১১৯, ১২৩), নাপিত (৭৬, ১৩৫), জেলে (৩১, ৮৫) ও কাঠুরিয়ার (৮৭, ১১৯) একাধিক গল্প আছে। তাছাড়া দেখি : মুচি (১৪২) ও তাঁতী (১৩৮), গায়ক (৭৩) ও ভাট (১০৫), গোয়ালা (১১), পেয়াদা (১১), সিপাই (৭৪,১৩৮), কোটাল (৩৮), স্বর্ণকার (৩৮), রথকার (৬), তৈলকার (১৫), মালাকার (৬৯)…। আছে দ্যূতকার (৮৯, ১২২) ও জুয়াচোর (১৪৬), চোর (৩৮, ৪৯, ৭৩, ১১১, ১২৩, ১৩৭, ১৪৫…) ও দস্যু (৯২, ১১৮) আর বেশ্যা (৩২, ৩৯, ১০০)।

ত্রিশাধিক গল্পে আছে নায়িকা নারী : রাণী (৪, ৩২, ১৩৭, ১৪৩), রাজকন্যা (২২, ৪০ ; বিবাহ ৯৫, ১৪১ ; স্বয়ংবর ১২, ১০৪), ব্রাহ্মণী (১৭, ৫১, ৯৬, ১১১), বণিকপত্নী (৫৬, ১০২, ১১০, ১২২, ১২৫, ১৪৪), কৃষকপত্নী (১৫০), দেওয়ানের

কন্যা (১০৬), মন্ত্রীর মাতা (১৪৫), চুলের স্ত্রী (৫৩), ক্ষত্রিয়ের স্ত্রী (১৪৮) ··। কারও কারও নাম আছে : লাবণ্যবতী বেশ্যা, রত্নপ্রভা বণিকপত্নী, রূপবতী ব্রাহ্মণকন্যা, লহনা ও খুল্লনা। কেউ বুদ্ধিমতী (২২, ১১১, ১৫০), কেউ নির্বোধ (১৭, ৯৬, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৫, ১৪৮) ; কেউ পতিব্রতা (৯৩, ১২২), কেউ অসতী (৬, ১২৫) ; কেউ কলহপ্রিয়া (১০৬, ১১২)···।

ঐতিহাসিক চরিত্র অল্প : কালিদাস (১২), প্রতাপাদিত্য (৪৬, ৬৪), রূপ ও সনাতন গোস্বামী (১০৯), আকবর ও বীরবর [অর্থাৎ বীরবল] (১৪৭)।

চল্লিশটিরও বেশি গল্পের কুশীলব শুধুই জন্তু-জানোয়ার [৮, ৯, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৫, ৩৬, ৪৫, ৪৭, ৫০, ৬১, ৬২, ৬৬, ৬৮, ৭০, ৭১, ৭২, ৮৪, ১১৬, ১১৭ ; এছাড়া একটা উপগল্প (২৩)] কিংবা মানুষ ও পশু [১৩, ১৫, ১৬, ৩৪, ৪২, ৪৩, ৫৮, ৬৯, ৭৫, ৮২, ৯০, ৯৩, ১০২, ১০৩, ১০৭, ১৩০, ১৪২, ১৪৪, ১৪৯ ; এছাড়া একটা উপগল্প (৫৬)]।

পশুরাজ সিংহের নাম বিবাদভঞ্জক (৪৩) কিংবা উগ্রাস্য (৬২); সে ধৈর্যশীল (৩০) কিংবা অত্যাচারী (১১৭), হস্তীকে আক্রমণ করে (৫৩, ৬৬), শৃগালের দ্বারা প্রতারিত হয়।

ব্যাঘ্রের নাম উগ্রবীর্য (৬২) কিংবা রাহুত (৭১), নেকড়ের সঙ্গে বিবাদ করে (৪৩), শৃগালের কাছে একাধিকবার পরাজিত হয় (১৩, ৫০, ৮৪)। ব্যাঘ্রীরও কথা আছে (১৬, ৪৩, ৫০, ৮৮)।

শৃগালের নাম জম্বুভণ্ড (৮৪) ; সে অতি চতুর (১২, ২০, ৫০, ৮৪, ১১৬ ; এছাড়া সিয়াগোস, ৭১)। একটি গল্পে কিন্তু সে পরাজিত হয় (৬২) ; হঠকারিতা (৩৫) কিংবা মূর্খতার জন্য (৯) প্রাণ ত্যাগ করে।

অনেক গল্পে হস্তীর উল্লেখ আছে, তার ভূমিকা কিন্তু গৌণ (৫, ৩৫, ৪২, ৫৩, ৬৬, ৭১, ৭৪, ৭৫, বিশেষত ১৫) ; আর আছে বানর (১৪, ৪২, ৪৫, ৪৭, ৭১, ৯০, ১০৩), মৃগ (৪৩, ৪৮, ৮২, ৮৪,), কুকুর (৩০, ৩৯, ৬৬, ৭৩, বিশেষত ১৪০), বলদ (১৫, ১৪৫), নকুল (৫৬), মূষিক (২৭, ৭০, ১৪৯)।

হিমরক্ত পশুর মধ্যে আছে সর্প (২৭, ২৮, ৫৪, ৫৮, ৬৯, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ১০৭), কুম্ভীর (২৩, ৪৫, ১০৮, ১১৬), কৃকলাস (৪২), ভেক (৭৫), মৎস্য (৮৪, ১৩৮, ১৫০)। পক্ষীর গল্প আছে (২০, ২৮, ২৯, ৩৬, ৮২, ১০২), বিশেষভাবে শুকের গল্প (৬১, ৭০, ৭২, ৭৮)। কীটও আছে : ভ্রমর (৬৮, ৮২), মশক (৯৬)···।

উদ্ভিদ্-জগৎ অনুপস্থিত নয় : পুষ্পোদ্যান (৩৯), কেতকী (৬৮), নারিকেল (৬১) কুষ্মাণ্ড (৯৬), কাঁঠাল (৯৮)···। মাণিক্য-বিষয়ক একাধিক গল্পও আছে (৯০, ৯৯, ১০৩)।

গল্পের নীতি ও তাৎপর্য

একাধিক গল্পের আছে উপগল্প (৩১, ৫৬, ১০৪); একাধিক গল্পে আবার কোনো আখ্যায়িকা-ই নেই (৬০, ৬৭, ১৩২)। ৭২-তম গল্প ৬১-তম গল্পের পূর্বানুবৃত্তি : ভুক্তভোগী শুক চাতককে জানায় তার নিজের অভিজ্ঞতার কথা। বিভিন্ন গল্পে বিষয়বস্তুর সাদৃশ্য লক্ষণীয় : উপেক্ষিত গজমুক্তা (৫৩) কিংবা মাণিক্য (৯০); "নলের দ্বারা জলপান" (৪৫, ১০৮); উপকারককে হত্যা (৫৬, ১৪৪); একজনের চাল, আরেকজনের উপরিচাল এবং তাদের মিলন (১৩৭, ১৪৬); জেলেদের কাণ্ড ["কোথায় মৃত শরীর অন্বেষণ করিব" (৩১); "এই ক্ষণে শব কোথা পাইব" (৮৫)]; আপন প্রতিবিম্ব দেখে অপমৃত্যু ["ব্যাঘ্র এ-কূপের মধ্যে আছে" (৮৪); "আমার শত্রু জলে আছে" (১১৬)]।

ইতিহাসমালার অধিকাংশ কাহিনী উদ্দেশ্যমূলক। উপসংহারে দেখি : ইহার (৩), এ-কথার (৫০), এই কথার (৭১) তাৎপর্য এই···; এ-কথার অভিপ্রায় এই··· (৩৫)। অনেক গল্পের শেষ বাক্যের প্রথম শব্দ-ই "অতএব" : অতএব বুঝি (২৭), অতএব বলি (২৮), অতএব সকলকে কহিতেছি (৫৩), অতএব কহি, সকলে শ্রবণ কর (৮), অতএব পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন (৯৮,১১০), অতএব পণ্ডিত কর্তৃক কথিত আছে (১০৭), অতএব বিদ্যা থাকিলে (১)···। ৪৫শ গল্পে নীতিটা দুবার দেওয়া হয়েছে।

নীতি শুধু [ঈশপের মতো] উপসংহারে নয়, কিন্তু [ফেদ্রুসের মতো] ভূমিকায়ও পাওয়া যায় : ···তাহার কথা এই (৯৬); ···তাহার উদাহরণ এই (৯৫); এই কথা যে প্রসিদ্ধ আছে তাহার বিস্তারিত এই (৪৪, ৮৭)। গল্পের মধ্যেও কিছু নীতি মেলে : ধন নাই যাহার, জাতি নাই তাহার (১২৫)।

কোনো কোনো গল্পের নীতি অতি সংক্ষিপ্ত : বুদ্ধি যাহার, বল তাহার (৯৮), অত্যন্ত লোভ করা ভাল নয় (১০২), সংগ্রাম শিক্ষা করা আবশ্যক (৫৩)। কোনো কোনো গল্পের নীতি অনুচ্চারিত : ইতি গুণপ্রশংসা (৪), ইতি খলের ইতিহাস (২)···। নীতি উপমা-ছলেও প্রকাশিত হতে পারে : অঙ্গার সাতবার ধৌত করিলেও তাহার কালিমা কখনও যায় না (৯২);

হস্তিসমূহকে নষ্ট করিয়া আপন উদর পূরণ করে যে-সিংহ, সে দৈবাৎ ক্ষুধাপীড়িত হইলেও আহারার্থ মূষিকের প্রতি ধাবমান হয় না (১২৭)।

অনেক গল্পের উদ্দেশ্য—বিদ্যার মাহাত্ম্য-কীর্তন : বিদ্যার রাজভয় ও চৌর-ভয় ও অগ্নিভয় ও বণ্টন ও বিদেশ-লওনে প্রয়াস নাই (৭ ; ১৯, ২৩, ২৪, ৫৭)। এছাড়া : বিদ্যা থাকিলে তাহার উপযুক্ত সম্মান অবশ্য হয় (১) ; বিদ্যা ও বুদ্ধি না থাকিলে মনুষ্য অবশ্য বিপত্তিগ্রস্ত হয় (১০৮) ; সকলের কর্তব্য যে, নানা যত্নে বিদ্যাশিক্ষা করিবেক (৫৯) ; বিদ্যোপার্জন কর, যাহাতে ইহকালে ও পরকালে সুখানুভব করিবা (৬০) ; পণ্ডিত বিদ্যা দ্বারা সর্ব দেশে পূজনীয় (৩৭) ; ক্লেশপূর্বক পাঠ না করিলে বিদ্যা হয় না (১৯)।

"যদি সামান্য পুরুষও বিপৎকালে সাহসী হয়, তবে সে অবশ্য আপৎ হইতে উত্তীর্ণ হয়"(৫০) ; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে "যে-কর্ম উপায়ের দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহা পরাক্রমে হয় না (৪৫), "চাতুরী-পাণ্ডিত্যাবলম্বিরা বিপৎ-কালেও শত্রুর মস্তকারোহণ করিয়া বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হন" (১০৭)। সেই চতুর 'উপায়' আবার সব সময় যথেষ্ট নয় : "ধূর্তের কাছে ধূর্ততা ব্যতিরেকে কর্মসিদ্ধি হয় না" (৭৯), "সরল ব্যক্তির সহিত সারল্য করিবেক, শঠ ব্যক্তির সহিত শাঠ্য করিবেক" (১১০)।

এদিকে "ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র, ন বিদ্যা নচ পৌরুষং…" (৪৪) ; "পৌরুষ হইতে দৈব অবশ্য বলবান" (২৭), "অদৃষ্ট না মানিয়া অধিকাশা করিলে" (৬১) সর্বনাশ হয়। ৯৬-তম গল্পের ভূমিকা : "অদৃষ্টে সম্পত্তি না থাকিলে কোন প্রকার হয় না" এবং তার উপসংহার : "ধন—অদৃষ্ট না থাকিলে—শত শত চেষ্টা করিলেও হইতে পারে না।" কপালগুণে (২০), গ্রহবৈগুণ্যে (৭৭) কিংবা দৈবাধীন (১০৭) বিপদ ঘটে ; "মনুষ্য সকল কালের বশ" (৮৭), "দৈব ঘটনা অনিবার্য" (৮৮)।

বংশের প্রভাবও অনিবার্য (৮) আর 'দুঃসময়ও' মানতে হয় (২০)। এছাড়া 'কর্মফল' তো আছেই (২৫) : "সংসারে লোকেরা পূর্বকৃতকর্ম-ক্রমে শুভাশুভ ফলভাগী হয়" (১৭), যেমন সেই জাতিস্মর বৃষ (১৫), সেই জাতিস্মরা রাজকন্যা (৪০), সেই পতিব্রতা বণিকপত্নী : "আমার পূর্বপুণ্যে তোমার দর্শন পুনর্বার পাইলাম" (১২২)।

ঈশ্বরকেন্দ্রিক গল্প অল্প : বিপৎকালে ঈশ্বরকে একান্তচিত্তে স্মরণ করিলে সে-বিপৎ হইতে মুক্ত হয় (৫৪ ; ৩) ; ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন, তাহার

কোনরূপ আপৎ হয় না (৭০) ; ঈশ্বর-নির্মিত যে-কর্ম, কোন প্রকারে তাহার অন্যথা হয় না (৯৫) ; প্রাণিরদিগের রক্ষার্থে পরমেশ্বরের কেমন ইচ্ছা, তাহা কহা যায় না (২৮)। একমাত্র ৮৭-তম গল্পে বাইবেলীয় ভাষার আভাস মেলে : ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দৃষ্টি তাহার প্রতি ছিল···ঈশ্বরের প্রেরিত দূত সদা তাহাকে রক্ষা করিলেন।

ইতিহাসমালার পরামর্শ : "ছোট লোককে মুখ দেওয়া ভাল নয়" (১০৩) ; "ক্ষুদ্র লোকের ধন হইলে" (১৪৯) অহঙ্কার হয় ; ছোট লোককে হিত বাক্যও কহিবে না" (৩১) ; "ক্ষুদ্র লোককে হিতাহিত কিছুই বলিবে না" (৮৫)। নেতিবাচক উপদেশ আরো আছে : "অসদ্‌গুরুর নিকট কদাচ যাইবা না" (২৩), "পূর্বপাপকর্মকৃত মনুষ্যের প্রতি বিশ্বাস বিনাশ-কারণ অবশ্য হয়" (১১৮), "বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে সমূলে নষ্ট হয়" (৪৩), "মর্মচ্ছেদি বিরোধ কর্তব্য নহে" (৫৮), "যেখানে বিরোধ হয়, সেখানে বিবেচক লোকেরা থাকিবে না" (৪২), স্ত্রীকে "অতি প্রত্যয় করিবে না" (১৪৮), বিবেচনা না ক'রে কিংবা রাগোন্মত্ত হয়ে কোনো কাজ করিতে নেই (১২৯, ৩৫)।

নীতিহীন কিছু কিছু গল্প আছে ; এছাড়া আছে একটা স্থূল [রাজা ও ভাঁড়ের স্বপ্ন (৪৬)] আর কয়েকটা 'দুর্নীতি-গল্প' : ৩৯-তম গল্পের নায়িকা একজন বেশ্যা ; ১২৫-তম গল্পের বণিকবধূ টাকার লোভে আত্মদান করতে প্রস্তুত ; পত্নী (উপপতির আদেশে) স্বামীর (৬) এবং বন্ধু বন্ধুর (তাকে প্রতারণা ক'রে) গলা কাটে (৭৬) ; রাজাকে হত্যা ক'রে রাণী বেশ্যার জীবন যাপন করে (৩২)। আর আছে 'দুষ্টের প্রার্থনায় কৃপণ অন্ধ' গল্পে (৮০) পরমেশ্বরকে নিয়ে অসহ্য ফাজলামি।

ইতিহাসমালার একাধিক গল্প প্রশ্নাত্মক [পণ্ডিতপদ-বাচ্য কে ? (৪১), কি লক্ষণাক্রান্ত পুরুষ হইলে পণ্ডিত কর্তৃক রাজপদ-বাচ্য হন ? (৫২)] কিংবা 'সমস্যাত্মক' [রাক্ষসীর ধাঁধা (১), রাজকন্যার স্বয়ংবর (১২)]। প্রহেলিকাত্মক গল্পের মধ্যে দেখি : বণিককন্যার সঙ্কেত (২১), চতুরক্ষরের পুষ্পের নাম (২২), রাক্ষসীর চেয়ে পাপী (৮৬), দাতার নরকপ্রাপ্তি, গ্রহীতার মৃত্যু (১৩৪), নবনীতের চেয়ে কোমল, অমৃতের থেকে গরল (১৩৬)। আর আছে গোয়েন্দাগিরির গল্প : গোয়ালার গ্রেপ্তার (১১), রমণী ও কাঁঠাল-চোর (৯৮), কৃষক ও চোরের রাজবিচার (১২৩)। চাতুর্যের গল্প অত্যধিক : জলের দাম, কূপের ভাড়া (৮৯), মনুষ্যও বানর হয় (১৪), আকাশে মন্দির (৭৮), মন্ত্রী

অনুপযুক্ত না মিথ্যাবাদী? (৮১), সুবর্ণ ধান্যের বপন (৩৮), বৃদ্ধবৃদ্ধার মৃত্তিকাপাত্র (৯১)···।

হাস্যরসেরও অভাব নেই: রাজা ও ভাঁড়ের স্বপ্ন (৪৬), নির্বোধ তাঁতী-দম্পতি (১৩৮), মন্ত্রীর মাতা ও বলদের লেজ (১৪৫), কৃষকপত্নীর গণনায় মাছের হিসেব (১৫০)···। Black humour-ও আছে: "শব পাই কোথায়?" (৩১ এবং ৮৫), "রাজকুমার অতি কৃশ, শাল অতি স্থূল" (২৬)।

গল্পগুলির উৎস

ইতিহাসমালা "বিভিন্ন স্থান থেকে সঙ্কলিত" হয়েছে। কোনো কোনো গল্পে খাঁটি ভারতীয় সুর বাজে: পঞ্চত্ব পাইলেন, গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া··· গালবাদ্য করিতে···দশ মাস গর্ভবতী···তোমার কপাল পুড়িয়াছে···। কোনো কোনো কাহিনীতে আবার বৈদেশিক আমেজ থাকতে পারে: "মস্তকে করাঘাত করিয়া" রোদন (৮৫ এবং ১৩৩), "পুত্রের মস্তকোপরি হস্ত অর্পণ করিয়া" শপথ (১১০); এছাড়া "ভূমিতে বরফ পতিত হইয়া প্রস্তরবৎ হইয়াছিল" (৭৩)। পঞ্চতন্ত্রের গল্প আছে—যেমন 'বেজির মৃত্যু, পুত্রের রক্ষা' (৫৬)। 'মনুষ্যও বানর হয়' (১৪) গল্পটির আসল রূপ ছিল অন্য: "তলাদণ্ডটা মূষিকে খেয়ে ফেলেছে···" লক্ষ্মণের এই কৈফিয়তের উত্তরে নাড়ুক বলে: "এক শ্যেন তোমার বালকটিকে অপহরণ করেছে।" 'মন্দবুদ্ধির স্বপ্নভঙ্গ' (৭৪) গল্পটির নায়ক মাথার উপর ঘট বসিয়ে পথ চলে; পঞ্চতন্ত্রের নায়ক মাথার উপর ঘট ঝুলিয়ে রেখে বিছানায় শোয় [গল্পটির প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিভিন্ন রূপ আমি অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করেছি]। আকবর ও বীরবল (১৪৭), লহনা ও খুল্লনা (১১২), চোরচক্রবর্তী (১৪৫) প্রভৃতির গল্প অবশ্যই ভারতীয়।

"দুষ্টের প্রার্থনায় কৃপণ অন্ধ' (৮০) লাতিন কবি আভিয়ানুস্-এর 'ঈর্ষালু ও লোভী' গল্পটির ভাবানুবাদ; 'উপেক্ষিত গজমুক্তা' (৫৩) এবং 'রাজকুমারের মাণিক্য, বানরের উপেক্ষা' (৯০) গল্পদ্বয়ের উৎস ফ্রেদ্রুস-এর এক কাহিনী; সেখানে দুলের পত্নী এবং বানরের স্থলে দেখি একটা মোরগ। 'হংসীর সুবর্ণ ডিম্ব' (১০২) ঈশপীয় গল্প [তুলনীয়: 'সর্প ও মালাকার' (৬৯)। 'কুম্ভীর-অধ্যুষিত সরোবরে জলপান' (১০৮) গল্পে উল্লিখিত সেই বহির্গামী পদচিহ্নের অভাব ঈশপীয় তথা ভারতীয় সাহিত্যে পাওয়া যায়; নায়ক হল সিংহ ও (খেঁক)শিয়াল। 'কূপে ব্যাঘ্রের প্রতিবিম্ব' (৮৪) এবং 'সরোবরে সিংহের প্রতিবিম্ব' (১১৬) গল্পদ্বয়ের উৎস হল 'নদীতে কুকুরের প্রতিবিম্ব' ঈশপীয়

গল্প ; সেই গল্পে নায়ক নিজের মূর্খতায় (কোনো শিয়ালের প্ররোচনায় নয়), লোভবশত (হিংসার জন্য নয়) প্রাণত্যাগ করে। 'সিয়াগোসের ঔষধে ব্যাঘ্রের আরোগ্য' (৭১) গল্পের উৎস ঈশপীয় ; ঈশপের গল্পে খেঁকশিয়াল সিংহকে বলে জ্যান্ত নেকড়ের ছাল ছাড়িয়ে সেই ছাল গায়ে পরিধান করতে। 'এক হরিণের তিনটি প্রার্থী' গল্পে (৪৮) সলোমন-সুলভ বিচার মেলে ; বাইবেলীয় কাহিনীতে [রাজাবলী, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় অধ্যায়] দুটি মেয়ে বলে : শিশুটি আমার··· ।

আরও অনেক গল্পের উৎস-সন্ধান গবেষকের পক্ষে শ্রমসাধ্য হতে পারে, কিন্তু তার উপযোগিতা আপেক্ষিক। কেরী নিজেও বোধ হয় জানতেন না, গল্পগুলির স্ফূর্তি কোথা থেকে। কোনোটা হয়তো শৈশবে শেখা, কোনোটা শুনেছিলেন বাঙ্গালী পাড়া-পড়শির বা পণ্ডিতদের মুখে··· । উৎস-মূল্য নয়, গল্পগুণের বিচারেই সেগুলিকে তিনি গ্রন্থের মধ্যে স্থান দিয়েছিলেন।

লেখকটি কে ?

উনিশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বঙ্গদেশবাসী সাহেব-সম্প্রদায় যে-সমস্ত বাংলা গ্রন্থ প্রকাশ, সঙ্কলন ও সম্পাদনা করেছিলেন, সেগুলির রচনাকার্যে যে-অনামা বেতনভোগী সহকারীবৃন্দ সাহায্য করেন, সেই বাঙ্গালীদের নাম ও পরিচয়, অনেক ক্ষেত্রে, অজ্ঞাত। ফলে শুধু যে তাঁরা স্বোপার্জিত মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এমন নয়, তাঁদের মনিবদের বিষয়েও এক অমীমাংসিত সন্দেহ থেকে যায় : বাংলা সাহিত্য—প্রকৃতপক্ষে—ওঁদের কাছে কতখানি ঋণী ?

ইতিহাসমালার লেখকটি—কিংবা লেখকগোষ্ঠী—কে ? নামপত্রে দেখি : "ইতিহাসমালা। / or / A COLLECTION / of / STORIES/in/THE BENGALEE LANGUAGE./collected from various sources," একটু নিচে, ফুল্‌স্টপ্‌-চিহ্নিত sources-এর তলায় বিভাজক রেখার দ্বারা সুস্পষ্টভাবে পৃথক্‌কৃত হয়ে উল্লিখিত হয়েছে : By W. CAREY, D. D.। By-এর বৃহদাকার আদ্যক্ষর লক্ষণীয়। বৈয়াকরণের দৃষ্টিতে এই collected এবং সেই By W. CAREY দুটি বাক্যাংশ অসম্পর্কিত। কেউ যদি প্রমাণ করতে চান গ্রন্থটি কেরীর দ্বারা 'সঙ্কলিত' হয় নি, কিংবা কেরীর দ্বারা 'রচিত' হয়েছে—ঐ দুটি প্রস্তাবের সমর্থনে কিংবা বিপক্ষে পুস্তকটির নামপত্রে কোনো অভ্রান্ত যুক্তি তিনি পাবেন না।

বিশেষজ্ঞেরা বলবেন—শব্দকোষ ও লিখনশৈলী বিচার ক'রে—পুস্তকটির রচনায় কজনের হাত আছে : ৯৯-তম গল্পে "ঐ" কথাটা ষোলবার ব্যবহৃত হয়েছে ; ১১০-তম গল্পে "স্থানে" কথাটা [নিকটে-র অর্থে] সাতবার ; ১০৯-তম ও ১১০-তম গল্পে "পশ্চাৎ" কথাটা যথাক্রমে পাঁচ আর ছয়বার ; কোনো কোনো বাক্যাংশ একাধিক গল্পে ব্যবহৃত হয়েছে (গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া···স্বাধীন করিয়া তাহাদের স্থানে কর গ্রহণ করিয়া···)। আর আছে "অতএব কহি" আর "অতএব বলি"-র রকমফের : অধিকাংশ গল্পে শুধু কহা ক্রিয়াপদটা ব্যবহৃত হয়েছে [২৬, ৩৪, ৫০ ও ৭১-তম গল্পে যথাক্রমে ১২, ১১, ১১ আর ১৪ বার], কয়েকটি গল্পে শুধু বলা [৫১ ও ৬৫-তম গল্পে যথাক্রমে ৫ আর ৪ বার] ; অনেক গল্পে আবার উভয় ক্রিয়াপদ মেলে : "স্বামির দোষ না কহিয়া চোরের দোষ বলিল" (১২২) [৪৩-তম গল্পে ছটি কহা, একটি বলা ; ৮৪-তম গল্পে আটটি বলা দুটি কহা···]।

কোনো কোনো গল্পে লিখনশৈলীর কিছু কিছু বৈসাদৃশ্যও থাকতে পারে। আর তবু, সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিতে, ইতিহাসমালার ভাষা, মোটের উপর, আগাগোড়া এক [যদিও বোধ হয় শেষভাগের গল্পগুলি অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ] ; তাই এ-অনুমান সম্ভবত অসঙ্গত নয় যে গ্রন্থটির প্রধান রচয়িতা একজনই। জিগ্যেস করি : এমন প্রাঞ্জল ভাষায় এতগুলি গল্প ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে লিখতে পারতেন, এমন কি কোনো বাঙ্গালীর নাম সাহিত্যেতিহাসের নাম-তালিকায় মেলে ? এদিকে ইতিহাসমালার রচয়িতা যদি কোনো বিদেশী হন, তাহলে তিনি বোধ হয় কেরী ছাড়া আর কেউ হতে পারেন না [অন্য কেউ হলে পুস্তকের নামপত্রে তাঁর কি কোনো উল্লেখ থাকত না ?]।

কিন্তু 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' গ্রন্থের কৃত্রিম ভাষার জন্য যিনি মূলত দায়ী, ইতিহাসমালা-রচনার মতো ক্ষমতা ও সাহস কি তাঁর ছিল ?

আসলে 'কেরী-বাইবেলের' ভাষাকে আদৌ বাংলা বলা চলে কিনা, সে-বিষয়ে গুরুতর সন্দেহের অবকাশ আছে। কেরী 'বাংলা বাইবেল' প্রণয়ন করেছেন বটে, 'বাংলায়' বাইবেল অনুবাদ করেন নি, করেছেন এক হিব্রু-বাংলা অপভ্রংশে ! ··প্রশ্ন করা যেতে পারে : ঐ ধরনের মিশ্র-ভাষায় যদি কেউ লেখেন, তা থেকেই কি প্রমাণিত হয় বিশুদ্ধ ভাষার উপর তাঁর দখল নেই ?···না কি বলতে হবে ভানুসিংহের পদাবলীর রচয়িতা প্রভাতসঙ্গীতেরও লেখক নন ?

কেরী-বাইবেল বিশুদ্ধ বাংলা হয় নি—সেটা কিন্তু প্রধানত সাহিত্যিক কারণে নয়, একান্ত ধর্মতাত্ত্বিক কারণেই। কেরী যে-ব্যাপ্টিস্ট সম্প্রদায়ের সভ্য ছিলেন, তার মতানুসারে বাইবেলের প্রতিটি শব্দ যেন ঈশ্বরের মুখ থেকে নিঃসৃত বাণী। আজকালকার দিনে অবশ্য খ্রীষ্টানদের সাধারণ বিশ্বাস এই যে, বাইবেলের রচয়িতা একাধারে পরমেশ্বর তথা মানুষও বটে : বাইবেল পুরোপুরি পরমেশ্বরের, আবার পুরোপুরি মানুষেরও। সেই মানবীয় লেখক-গোষ্ঠীর কোনো তুলনা যদি দিতে হয়, তবে "ঈশ্বর লেখক, তাঁরা লেখনী" না ব'লে আমরা বরং বলব [উপমাটা যদিও ত্রুটিহীন নয়] "ঈশ্বর হলেন রাজা, তাঁরা হলেন রাজদূত" : শব্দগুলি তাঁদেরই [তাঁদেরই মুদ্রাদোষ, তাঁদেরই ভ্রান্ত ব্যাকরণ···], বক্তব্যটা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের। ভারতীয় সংস্কৃতিতে দেবভাষা-ই নাকি দেবদেবীদের ভাষা ; হিব্রু কিন্তু ঈশ্বরের ভাষা নয়।

উল্লিখিত সূক্ষ্ম পার্থক্য কেরী হয় জানতেন না, নয় মানতেন না ; তাই তাঁর কাছে আক্ষরিকতার এত মূল্য! তাঁর অনুবাদের (প্রথম সংস্করণের) এক নমুনা দেখুন : "ফারোঙা স্বপ্ন দেখিল দেখ সে ডাণ্ডাইয়াছে নদীর কিনারায় দেখ নদী হইতে উঠিল সুন্দর হিষ্টপুষ্ট সাতটা গাভী ও চরিতে লাগিল ধারের উপর দেখ তাহার পরে আর সাতটা গাভী··· ।" এই 'দেখ' শব্দটির অপপ্রয়োগ নিছক এক হিব্রুয়ানা—কিং জেম্‌স্‌-এর অনুবাদেও যা রক্ষিত হয়েছে : "and behold he stood by the river...and behold there came out of the river...and behold seven other kine... । কিংবা ধরুন বাইবেলের প্রথম দুটি পদ : "প্রথমে ঈশ্বর সৃজন করিলেন স্বর্গ ও পৃথিবী। পৃথিবী শূন্য ও অস্থিরাকার হইল এবং গভীরের উপরে অন্ধকার ও ঈশ্বরের আত্মা দোলায়মান হইলেন জলের উপর··· ।" এই অদ্ভুত শব্দবিন্যাস হিব্রু-অনুযায়ী ; সে যে কত অ-বাংলা, কেরী তা অবশ্যই জানতেন। বাইবেলের ভাষার ইতরতা স্বেচ্ছাকৃত।

যিনি বাংলা অভিধান মম্পাদন করেছেন, বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছেন, বাংলা 'কথোপকথন' সঙ্কলন করেছেন, যিনি—তাঁর স্বভাবসিদ্ধ বিনয় ও নম্রতা সত্ত্বেও—সরলভাবে স্বীকার করেছেন বাংলা ভাষা তিনি ভালোই আয়ত্ত করেছেন, তিনি কি, ইচ্ছা করলেই, অ-বাইবেলীয় ভাষায় লিখতে পারতেন না ?···

এদিকে স্বীকার করতে হয়, কেরী তাঁর ব্যাকরণে উদাহরণ-স্বরূপ যে-সমস্ত বাক্য উদ্ধৃত করেছেন সেগুলোর মধ্যে ইতিহাসমালার প্রাঞ্জলতা পাওয়া যায় না। তাহলে?

বলতে ইচ্ছা করে: কেরী সাহিত্যিক ছিলেন না, ইতিহাসমালা রচিত হয়েছে শুধু ভাষা শেখাবার জন্য, সাহিত্য সৃষ্টি করার জন্য নয়। রচনাকালে কেরী এমন একজনের সাহায্য পেয়েছেন যিনি—কেরীর এবং সম্ভবত নিজেরই অজান্তে—সত্যিকার সাহিত্যিক ছিলেন। আমার অনুমিতি এই যে ইতিহাস-মালার উৎকর্ষের জন্য দায়ী সেই অচেনা বাঙ্গালী সন্তান; পুস্তকটি 'প্রকাশিত' না হওয়াতে বাংলা দেশ তথা জগৎ তা জানল না। ঐ "কেরী সাহেবের মুন্সি" আর লিখলেন না কেন? অপমৃত্যু, অকাল-বিবাহ, বিদেশগমন, কর্মপদপ্রাপ্তির জন্য?··· ঔপন্যাসিকেরা বলবেন। সাহিত্যিকেরা কিন্তু স্বীকার করবেন: এমন এক বলীয়ান লেখক, উৎসাহ পেলেই, বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে পারতেন, তাঁর পথনির্দেশে বাংলা সাহিত্য ত্বরান্বিত পদক্ষেপে সাবালকতার পথে অগ্রসর হয়ে যেতে পারত। তাই আমি ঐ বঙ্গজ লেখকটিকে জানাই গুণমুগ্ধ এক বিদেশীর শত শত নমস্কার।

ফাদার দ্যতিয়েন

সূচী

১. রাক্ষসীর ধাঁধা, পণ্ডিতের সমাধান—রাজ্যের বিপদ্‌ভঞ্জন।
২. মনুষ্য-মাংসের স্বাদ—খলেশ্বরের সর্বনাশী অভিসন্ধি।
৩. ব্রাহ্মণী গর্দভী, ভিক্ষুক নির্ধন—দিব্য চক্ষুর ব্যর্থতা।
৪. অন্তঃপুরে জ্যোতির্বিদের কাণ্ডজ্ঞান—রাজারাণীকে তিনি বাঁচান।
৫. হস্তীকে জীবনদান—আর তার হাতে চার ভাইয়ের মৃত্যু।
৬. পত্নী ও উপপতি—পত্নীর হাতে পতি-হত্যা।
৭. কুবেরের বিচার—পণ্ডিতই ঠিক বলেছেন : ধনের চেয়ে বিদ্যা বড়।
৮. সিংহপত্নীর দত্তক পুত্র—কুকুর সিংহবৎসের সমতুল্য নয়।
৯. শশকের বুদ্ধিবলে শৃগালের প্রাণনাশ—ব্যাঘ্রের কবলে।
১০. মৃগরূপী রাক্ষস-বধ—সিংহরূপী রাজার হাতে।
১১. বিচারকের কৌশলে গোয়ালার গ্রেপ্তার—স্নানরত ব্রাহ্মণের টাকা-চুরি।
১২. স্বয়ংবরে রাজপুত্রের অর্ধশ্লোক উচ্চারণ—ও তাঁর শিরশ্ছেদ।
১৩. পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্র ও নির্বোধ পথিক—শৃগালের কৌশলে পথিক মুক্ত।
১৪. মনুষ্যও বানর হয়—প্রতারক বণিকের স্বর্ণ যদি তাম্র হয়।
১৫. জাতিস্মর বৃষের মুক্তিলাভ—জাতিস্মর হস্তীর পরাজয়ে।
১৬. ব্যাঘ্রের বিবাহ—ব্রাহ্মণের ঘটকালিতে।
১৭. ব্রাহ্মণ পরিবারের বরত্রয়ের ব্যর্থতা—সুন্দরী ব্রাহ্মণী শূকরীতে পরিণত।
১৮. বীরসেনের ভেক-শিকার বিতস্তি-প্রমাণ ধনুকে—এবং তাঁর অপমৃত্যু।
১৯. ব্রাহ্মণপুত্রের সুমতিলাভ—পিতার কাছে বিদ্যার মূল্য-উপলব্ধি।
২০. কপালগুণে ভৃত্যের ভ্রান্ত সমাচার—ময়ূর নয়, কাক কিংবা পেচক।
২১. বণিককন্যার সঙ্কেত—রাজপুত্রের কাছে মন্ত্রীপুত্রের ভাষ্য।
২২. চতুরক্ষরে পুষ্পের নাম—মন্ত্রীর প্রশ্ন, রাজকুমারীর উত্তর।
২৩. শৃগাল ও সপ্ত কুম্ভীরশিশু—পিতার উপদেশে বৈশ্যপুত্রের সুমতিলাভ।
২৪. বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণতনয়—বিদ্যাধন অবিভাজ্য।
২৫. করকাঘাতে দয়ালু ব্যাধের মৃত্যু ও স্বর্গলাভ—ব্রাহ্মণ-বালকের রক্ষা।
২৬. রাজকুমার অতি কৃশ, শাল অতি স্থূল—নির্বোধ রাজার অপমৃত্যু।
২৭. সর্প ও মূষিক—"পৌরুষ হইতে দৈব্য অবশ্য বলবান"।
২৮. সর্পের আগমনে কপোতদম্পতির রক্ষা—ব্যাধ ও শ্যেনের অপমৃত্যু।
২৯. মূর্খ বকেরা ও রাজহংস—শামুক না থাকলে কি লাভ?

৩০. কুকুরের আস্ফালন ও সিংহের ধৈর্য—নিম্নজাতদের নিধন অনুচিত।
৩১. কৈবর্তদের হাতে হিতাকাঙ্ক্ষীর অপমৃত্যু—"হিত বাক্যও কহিবে না"।
৩২. হাঁড়ি ভাঙে, রাণী হাসে—পতিহন্ত্রী, ব্যভিচারিণী, গণিকা রাণী।
৩৩. নরাণাং মাতুলক্রমঃ—সুতরাং রাজার কথাটাও যথার্থ।
৩৪. ব্যাধ ও ভল্লুকের চর্ম—আর ব্রাহ্মণের চারটি টাকা।
৩৫. শৃগালের করিমস্তকভোজনেচ্ছা—এবং অপমৃত্যু।
৩৬. পেচক ও কলিঙ্গ পক্ষী—"আত্মশ্লাঘা কর্তব্য নহে"।
৩৭. বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে—"রাজা আপন দেশে পূজনীয়"।
৩৮. সুবর্ণ ধান্যের বপন—আপন কৌশলে চোরের প্রাণরক্ষা।
৩৯. লাবণ্যবতীর উদ্যানে ব্রাহ্মণের পুষ্পচয়ন—বিরোধে কার্যসিদ্ধি হয় না।
৪০. হরিণী-বদনা রাজকন্যা—মন্ত্রিপুত্রের সাহায্য মনুষ্যাকার-প্রাপ্তি।
৪১. পণ্ডিতপদ-বাচ্য কে ?—"শমদমনিয়মাদিগুণবিশিষ্ট, তিনিই পণ্ডিত"।
৪২. হস্তীর চিকিৎসা—বানরের অপমৃত্যু।
৪৩. নেকড়িয়া ও ব্যাঘ্রের রুটিখণ্ড—আর সিংহের বিচার।
৪৪. ব্রাহ্মণের দুর্ভাগ্য—রাজসভায় মান পায়, ধন পায় না।
৪৫. পুষ্করিণীতে বানরের জলপান—কুম্ভীরের পরাজয়।
৪৬. রাজা ও ভাঁড়ের স্বপ্ন—দুজনে দুই কুণ্ডে পতিত।
৪৭. বানরের কৌশলে পশুদের রক্ষা—ব্যাধদের হাত থেকে।
৪৮. এক হরিণের তিনটি প্রার্থী—মন্ত্রীর সলোমন-সুলভ বিচার।
৪৯. ব্রাহ্মণবালকের অপহরণ—আর তার চোরের রক্ষা।
৫০. শৃগালের কাছে ব্যাঘ্রের পরাজয়স্বীকার—ব্যাঘ্রীর পরামর্শে।
৫১. রূপবতীর তিনটি পাণিপ্রার্থী—তাদের সাধনা ও কলহ।
৫২. রাজপদবাচ্য কে—ভ্রান্ত উত্তর ও যথার্থ উত্তর।
৫৩. উপেক্ষিত গজমুক্তা—"কুলফল-ভ্রমে"।
৫৪. সর্প ও ব্রাহ্মণ—"হে ঈশ্বর, রক্ষা কর"।
৫৫. ব্যাধবালকের অপমৃত্যু—ব্যাঘ্রের উদরপূরণ।
৫৬. বেজির মৃত্যু, পুত্রের রক্ষা—আর লক্ষ মুদ্রার এক শ্লোক।
৫৭. শিলার ওজন—এক সের কি এক পোয়া ?
৫৮. রাজার সঞ্চিত ধন—এবং সর্প আর যক্ষ।
৫৯. অন্নপাত্রে গোময়-ভস্ম—দুই রাজকুমারের সুমতিলাভ।

৬০. বিদ্যোপার্জন কর—একজন বিজ্ঞের উপদেশ।

৬১. শুক ও নারিকেল—চঞ্চু ভঙ্গ।

৬২. ব্যাঘ্র ও সিংহের মিত্রতা—শৃগালের শাস্তি।

৬৩. রাক্ষসের উদরে রাজা—এবং নিষ্ক্রমণ।

৬৪. অধার্মিক রাজার পরাজয়—পণ্ডিতের নির্দেশে।

৬৫. দুই রাক্ষসের মিত্রতা—কন্যার আবির্ভাবেই সর্বনাশ।

৬৬. হস্তীর উপর সিংহের লম্ফ—কুকুরের তাড়নায় পলায়ন।

৬৭. কিসে তৃপ্তি হয়—নীতি ও বেদান্তশাস্ত্রের উত্তর।

৬৮. ভ্রমর ও মধুশূন্য কেতকী—শোচনীয় পরিণাম।

৬৯. সর্প ও মালাকার—মালাকারের পুত্রের লোভ।

৭০. মূষিকের দয়ায় শুকশাবকদের রক্ষা—সারীর মৃত্যু।

৭১. সিয়াগোসের ঔধধে ব্যাঘ্রের আরোগ্য—আর বানরের লাঞ্ছনা।

৭২. চাতকের প্রতি শুকের পরামর্শ—"এক কালে আমি…"।

৭৩. চোরের হাতে গায়কের নিপীড়ন—ও রক্ষালাভ।

৭৪. মন্দবুদ্ধির স্বপ্নভঙ্গ—"ভাই রে হুআ ঘর খুআ"।

৭৫. ভেকের আস্ফালন—পথিকের উপদেশ।

৭৬. নাপিতের চুরি, ব্রাহ্মণের মৃত্যু—নাপিতপুত্রের বিবাহ।

৭৭. বন্ধুর বিফল পরামর্শ—লোকটি ভিক্ষা চাইল না।

৭৮. আকাশের মন্দির—কপট রাজার ধূর্ত মন্ত্রী।

৭৯. রাজার অজানা শ্লোক—পণ্ডিতের ধূর্ততা।

৮০. দুষ্টের প্রার্থনায় কৃপণ অন্ধ—একই বরের দ্বিগুণ ফল।

৮১. মন্ত্রী অনুপযুক্ত কি মিথ্যাবাদী—রাজাকে চতুর উত্তরদান।

৮২. কলহংসের নিনাদে হরিণের রক্ষালাভ—ব্যাধের তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট।

৮৩. স্বপ্নে দেখা পানের বাটা—রাজার পুত্রের উপদেশ।

৮৪. কূপে ব্যাঘ্রের প্রতিবিম্ব—অপরাধী শৃগালের কৌশল।

৮৫. মৃতদেহ পাই কোথায়—ধীবরদের সমস্যা ও সমাধান।

৮৬. রাক্ষসীর চেয়ে পাপী কে—নাবিকপত্নীর প্রশ্ন, পণ্ডিতের উত্তর।

৮৭. বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চোষণে জীবন-রক্ষা—কাঠুরিয়ার পুত্র রাজচক্রবর্তী।

৮৮. ব্যাঘ্রী-পালিত রাজকুমার—নৌকাডুবির পরে।

৮৯. জলের দাম, কূপের ভাড়া—দ্যূতকার ও মহাজনের বিচার।

৯০. রাজকুমারের মাণিক্য, বানরের উপেক্ষা—ফলভ্রমে।
৯১. বৃদ্ধবৃদ্ধার মৃত্তিকাপাত্র—পৌত্রের প্রতিকার।
৯২. সন্ন্যাসীদলে দস্যু—"আমার স্বভাব যায় না"।
৯৩. ব্রাহ্মণ ও সুবর্ণ সর্প—লোভী রাজার শাস্তি।
৯৪. সর্পের দংশন, মাতার প্রহার—বিফল-মনোরথ ব্রাহ্মণ।
৯৫. রাজকন্যার জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—ভিক্ষুকের সঙ্গে পরিণয়।
৯৬. সুবর্ণ মশক ও কুষ্মাণ্ড—ব্রাহ্মণীর ব্যর্থতা।
৯৭. রাজার পুত্রলাভ, সন্ন্যাসীর শিরশ্ছেদ—রাজপুত্রের হস্তে।
৯৮. রমণী ও কাঁঠাল-চোর—রাজার কৌশল।
৯৯. মাণিক্যের কাছে বালকের প্রার্থনা—পিতামাতার দৃষ্টিশক্তি হোক।
১০০. রাজার তপস্যায় দিকপালদের ভয়—আর ব্রহ্মার আশ্বাস।
১০১. রাজার প্রতিজ্ঞাপালনে লক্ষ্মীর পলায়ন—ধর্ম কিন্তু রক্ষা করে।
১০২. হংসীর সুবর্ণ ডিম্ব—বণিকদম্পতির অতিলোভ।
১০৩. রাজসভায় বানরকে চাবুকাঘাত—"ছোট লোককে মুখ দেওয়া ভাল নয়"।
১০৪. নির্বোধ কৃষক ও স্বয়ংবরা রাজকন্যা—বুদ্ধি বড় না লক্ষ্মী বড় ?
১০৫. দুই রাজার কটাহ-পতন—স্বার্থত্যাগী রাজা ও পরদুঃখকাতর রাজা।
১০৬. মাতা কলহপ্রিয়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভূত—কনিষ্ঠটি রাজজামাতা।
১০৭. নাগলোকে চতুর ব্রাহ্মণ—সর্পরাজ ও রাজকন্যা।
১০৮. কুম্ভীর-অধ্যুষিত সরোবরে জলপান—রাজপুত্রের সুমতিলাভ।
১০৯. সিদ্ধ রূপ, সাধক সনাতন—ব্রাহ্মণের গৃহের পুনঃপ্রাপ্তি।
১১০. মিথ্যাবাদীর জিম্মায় স্বর্ণের ইষ্টক—বণিকপত্নীর অদ্ভুত শপথ।
১১১. ডাকাতের হাতে চোর—ব্রাহ্মণের গৃহে।
১১২. লহনা ও খুল্লনার কলহ—ধনপতির জাল চিঠি।
১১৩. শোভন বুদ্ধি থাকলে মৃত্যু ঘটে না—চতুর প্রাচীনের প্রাণরক্ষা।
১১৪. দেবী-রাক্ষসীর নরবলি—পূজকের পলায়ন ও আশ্বাস।
১১৫. মন্ত্রীর গৃহে রাজার নিমন্ত্রণ—"পৃথিবীর মধ্যে মিষ্ট কি ?"
১১৬. সিংহের প্রতিবিম্ব, শৃগালের প্রতিশোধ—সরোবরে সিংহের লম্ফপ্রদান।
১১৭. অত্যাচারী সিংহ ও চতুর শশক—"পৃথিবীর মধ্যে কিছু দিন রাজত্ব কর"।
১১৮. দস্যু-সাধুর প্রতিপালনে মৃগবৎসেরা—ও তাদের অপমৃত্যু।
১১৯. কৃষক সম্রাট আকাশে ওড়ে—আর কাঠুরিয়াদের মোট বয়।

১২০. সম্রাট ও আতরাধার—বড় লোকের "ক্ষুদ্র কর্ম"।
১২১. রাজার সরোবরে কয়েদীর কৌশল—দিল না দুধ, দিল জল।
১২২. পত্নীহত্যায় উদ্যত বণিক—পত্নীর রক্ষালাভ।
১২৩. কৃষক ও চোরের রাজবিচার—নদীতীরে তাদের স্বীকারোক্তি।
১২৪. উপকারী ভৃত্য ও কৃতঘ্ন ভৃত্য—বণিকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপদেশ।
১২৫. বণিকবধূর সতীত্ব-পরীক্ষা—"ধন নাই যাহার, জাতি নাই তাহার"।
১২৬. রাজা-ই পিতৃমাতৃহীনের পিতা—অপত্যহীন নৃপতির পোষ্য পুত্র।
১২৭. সিংহ মূষিকের প্রতি ধাবমান হয় না—বণিকপুত্র নিন্দনীয় নয়।
১২৮. দেবতাদের অনুরোধে বিন্ধ্যপর্বত প্রবঞ্চিত—অগস্ত্য-যাত্রা।
১২৯. পণ্ডিতপুত্র শ্বশুরালয়ে প্রেরিত—বণিককে শিক্ষাদানের জন্য পুরস্কৃত।
১৩০. আহত হরিণের বিলাপ—নিজের রক্তই মৃত্যুর কারণ।
১৩১. "ধন পদরেণুতুল্য, ভূমিও তুচ্ছ"—রাজার দুঃখের প্রকৃত কারণ।
১৩২. সমুদ্রে বিষ, পঙ্কে পদ্ম—"কেবল সদ্বংশজাত, ইহাতে বড় হয় না"।
১৩৩. নাগলোকে অপহৃত ব্রাহ্মণপুত্র—তার পিতামাতার প্রতি নাগের দয়া।
১৩৪. দাতার নরকপ্রাপ্তি, গ্রহীতার মৃত্যু—ধীবর ও মৎস্য।
১৩৫. রাজনাপিতের সঙ্গে রাজপুত্রের ষড়যন্ত্র—রাজার রাজ্যত্যাগ।
১৩৬. নবনীতের চেয়ে কোমল, অমৃতের থেকে গরল—রাক্ষসীর প্রহেলিকা।
১৩৭. ধূর্তের চাল, চোরের উপরিচাল—রাণীর সর্বস্ব লুণ্ঠন।
১৩৮. নির্বোধ তাতীদম্পতির বারোজন প্রতিবেশী—তিনটি মাছ আর সিপাই।
১৩৯. মেজো বৌয়ের এক কলসী সুঁই—পঞ্চাশ হাজার টাকা।
১৪০. রাজপুত্রের কুকুর আর কৃতজ্ঞ বণিকপুত্র—প্রভুর হাতে কুকুরের মৃত্যু।
১৪১. তপস্বী রাজকুমার, আহারনিদ্রা-বিরহিতা রাজকন্যা—তাদের বিবাহ।
১৪২. মুচির পক্ষী, মুনির পক্ষী—"সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি"।
১৪৩. কূপে পরোপকারী, বৃক্ষে রাণীর ভূত—পরমন্দকারীর কাণ্ড।
১৪৪. বণিকপত্নীকে শুকের পরামর্শদান—ইক্ষুরোপণ আর গোলা-ভর্তি স্বর্ণ।
১৪৫. মন্ত্রীর মাতা ও বলদের লেজ—শিববেশী চোরের কৌশল।
১৪৬. বন্ধুর বিক্রয়, নমাজ-পড়া ব্রাহ্মণ—ও তার প্রতিশোধ।
১৪৭. গাধা কি কখনও ঘোড়া হয়—আকবর, বীরবল ও ধর্মান্তর।
১৪৮. "তুমি একবার ব্যাঘ্র হও"—ক্ষত্রিয় মানুষখোর।
১৪৯. মূষিকের গর্তে টাকা—রাজার আবিষ্কার।
১৫০. কৃষকপত্নীর গণনায় মাছের হিসাব—ছিল চব্বিশ, থাকল এক।

182.Mc.81.2.

ইতিহাসমালা।

OR

A COLLECTION

OF

STORIES

IN

THE BENGALEE LANGUAGE.

COLLECTED FROM VARIOUS SOURCES.

By W. CAREY, D. D.
Teacher of the Sungskrit, Bengalee, and Mahratta Languages, in the College of Fort William

College of Fort William

SERAMPORE:
Printed at the Mission Press.
1812.

SP 1/64

এই কথাতে অতি আহ্লাদিত হইয়া মন্ত্রিকে যথেষ্ট প্রসাদদিবারা পুরস্কার করিলেন ইতি।—

১১৬ ষোড়শাধিক শততম কথা।—

এক সিংহ কোন আশ্চর্য্য কাননে গিয়া অনেক প্রকার জন্তু মৃগয়া করিয়া বৃক্ষ মূলে বিশ্রাম করিতেছেন। কিন্তু ঐ স্থানে সবৎসা এক শৃগালী গর্ত্তের মধ্যে থাকে সে বৎস লইয়া আহারার্থ উঠিবামাত্র সিংহ কঠোর শব্দ করিল তাহাতে শৃগালী প্রাণ ত্যাগ করিল কিন্তু দৈবাৎ বৎসটি রক্ষা পাইল। তৎপরে শৃগাল এই ব্যাপার দূর হইতে দেখিয়া ও কুপিত হইয়া মনে বিবেচনা করিল যে ইহাকে অবশ্য বঞ্চনা করা উচিত হয় নতুবা বধক নামের মহিমা আমাহইতে যায় আর আমি স্বজাতির মধ্যে বড় অপমান

ইতিহাসমালা

(১৮১২)

১. রাক্ষসীর ধাঁধাঁ, পণ্ডিতের সমাধান

বিন্ধ্য দেশে বীরপুর নগরে বীরসিংহ নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার সভাতে শ্রুতিধর নামা সর্বশাস্ত্রবেত্তা এক পণ্ডিত থাকেন॥ এক দিবস তিনি রাজাকে কহিলেন যে, "হে মহারাজ, আমি অনেক কাল পর্যন্ত তোমার নিকটে আছি; কিন্তু আপনি আমার বিদ্যা বিবেচনা করিয়া কিছু ধনাদি দিলেন না, এ-কারণ আমার দীনত্ব দূর হয় না। যদি আপনি আজ্ঞা দেন, তবে আমি একবার অন্য দেশে যাই॥" রাজা আজ্ঞা দিলেন যে, "এক মাসের অধিক থাকিও না॥" পরে সেই পণ্ডিত আপন বাটী হইতে সুরঙ্গ দেশে সুশর্মা-নাম ব্রাহ্মণের বাটীতে গিয়া অতিথি হইলেন। সেই দেশে সুবাহু নামে রাজা থাকেন। তাঁহার সভাতে এক রাক্ষসী আসিয়া সমস্যা দেয়॥ রাজা সমস্যা পূরিতে না পারিয়া এক-এক মনুষ্য প্রত্যহ রাক্ষসীকে দেন। ইহাতে রাজ্য অনেক নষ্ট হইল॥ রাজা কাতর হইয়া আপন রাজ্যে ঘোষণা দিলেন যে, "যদি কেহ এই রাক্ষসীকে নিবারণ করিতে পারে, তবে আমি তাহাকে পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা দিব॥" এই কথা শুনিয়া সুশর্মা ব্রাহ্মণ আপন গৃহে আসিয়া কহিলেন॥ শ্রুতিধর-নাম পণ্ডিত তাহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন যে, "আমি রাক্ষসী নিবারণ করিব॥" সুশর্মা এই কথাতে অতি তুষ্ট হইয়া রাজাকে কহিলে রাজা অনুমতি দিলেন॥ পরে সন্ধ্যাকালে সেই পণ্ডিত রাজবাটীতে এক গৃহে থাকিলেন॥ প্রথম রাত্রি এক-প্রহরের সময়ে রাক্ষসী সমস্যা দিলে পর পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ সমস্যা পূরিয়া দিলেন। এইরূপ আর-তিন প্রহরে তিনবার সমস্যা দিল, তাহাও পূর্ণ পাইয়া রাক্ষসী সে-রাজ্য ত্যাগ করিলেক॥ পর দিবস প্রাতঃকালে রাজা দূত পাঠাইয়া দেখিলেন যে পণ্ডিত বসিয়া আছেন। পশ্চাৎ পণ্ডিতকে আনাইয়া পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা দিয়া বিদায় করিলেন॥ পণ্ডিত আপন দেশে আইলেন॥ অতএব বিদ্যা থাকিলে তাহার উপযুক্ত সম্মান অবশ্য হয়॥

২. মনুষ্য-মাংসের স্বাদ

কোনো সাধু লোক ব্যবসায়ের নিমিত্তে সাধুপুর নামে এক নগরে যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে অতিশয় তৃষ্ণার্ত হইয়া কাতর হইলেন। নিকটে লোকালয় নাই, কেবল এক নিবিড় বন ছিল। তাহার মধ্যে জলের অন্বেষণে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে তথাতে এক মনুষ্য একাকী রহিয়াছে॥ ঐ সাধু তাহাকে দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তুমি কে? তোমার বসতি কোথায়?।" সে কহিলেক, "আমার নাম খলেশ্বর, আমার নিবাস সাধুপুর গ্রামে॥" এই কথা শুনিয়া সাধু বিবেচনা করিলেন ঃ এ ব্যক্তি সাধুপুর-নিবাসী; ইহা হইতে সাধুপুরের সকল বৃত্তান্ত জানিতে পারিব॥" পরে সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তুমি কি নিমিত্তে এতাদৃশ ভয়ানক কাননে রহিয়াছ?।" খলেশ্বর উত্তর করিলেক যে, "সর্প, ব্যাঘ্র, ভালুকাদি হিংস্র জন্তু আমাকে ভক্ষণ করিবেক—এই আশয়েতে এই বনে প্রত্যহ বসিয়া থাকি॥" তিনি কহিলেন যে, "শরীরের দ্বারা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সাধিত হয়; এমত উত্তম দেহ অনর্থক জন্তু-কর্তৃক নষ্ট করিবার জন্যে এত ক্লেশ কেন পাইতেছ?।" সে কহিলেক, "ইহার কারণ এই যে, হিংস্র জন্তু-সকল আমার মাংস ভোজন করিলে মনুষ্য-মাংসের স্বাদু জানিয়া নগরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অন্য অন্য মনুষ্য-সকলকে খাইবেক॥" সাধু এই কথা শ্রবণ করিয়া বিচার করিলেন যে, এমত খলের দেশে গমন করিলে অচিরে বিপত্তিগ্রস্ত হইব॥" পরে তথায় না গিয়া সেখান হইতে দেশান্তরে ব্যবসায়ার্থে প্রস্থান করিলেন॥ ইতি খলের ইতিহাস॥

৩. ব্রাহ্মণী গর্দভী, ভিক্ষুক নির্ধন!

কোন নগরে প্রতাপেশ্বর নামে এক ব্রাহ্মণ দারিদ্র্যদশাতে বড় কাতর হইয়া মনে চিন্তা করিলেন যে, 'সমুদ্র রত্নাকর; ইহার উপাসনা করিলে অবশ্য ধন পাইব।' ইহা স্থির করিয়া অনেক দিন সমুদ্রের আরাধনা করাতে সমুদ্র প্রসন্ন হইয়া ব্রাহ্মণেরে এক দিব্য চক্ষু দিয়া কহিলেন যে, "তুমি এই দিব্য চক্ষু নাসিকোপরি রাখিয়া যাহাকে মনুষ্যাকার দেখিবা, তাহার স্থানে ধন যাচ্ঞা করিবা॥" পরে ব্রাহ্মণ সেইরূপ করিয়া প্রথমতো গৃহে গিয়া দেখিলেন যে, এক গর্দভী শয়ন করিয়া রহিয়াছে॥ ঐ শয়িত গর্দভীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আমার ব্রাহ্মণী কোথায়?" সে কহিল যে, "আমি তোমার ব্রাহ্মণী॥" ব্রাহ্মণ কহিলেন যে, "এমত কখনও নহে, যদি তুমি আমার ব্রাহ্মণী হও, তবে কখনও স্পর্শ করিব না।" এই কথোপকথনের পর

গ্রামোপান্তে গিয়া বৃক্ষমূলোপবিষ্ট এক উদাসীনকে মনুষ্যরূপী দেখিয়া তাহার স্থানে কিঞ্চিৎ ধন যাচ্ঞা করিলে উদাসীন কহিলেন যে, "আমি ভিক্ষুক ; ধন কোথায় পাইব ? আমার নিকটে এক ঔষধ আছে, তাহা-ই লও। ইহার গুণ এই : ইহা সেবন করিয়া অনেক পরিশ্রম করিলে শ্রান্ত হয় না এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণা-রহিত হয় ॥" ব্রাহ্মণ ঐ ঔষধ সেবন করিয়া মনে করিলেন যে, "আমার অদৃষ্টে ধন নাই, বৃথা এত শ্রম করিলাম। এইক্ষণে ঈশ্বরারাধনা করি।" পরে, সেইরূপ করাতে, অল্পকালেই ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে সংসার-পাশ হইতে মুক্ত হইলেন ॥ ইহার তাৎপর্য এই—লোক অত্যন্ত ধন চেষ্টা না করিয়া যদি ঈশ্বরের আরাধনা করে, তবে তাবৎ দুঃখ হইতেই মুক্ত হইতে পারে ইতি ॥

৪. অন্তঃপুরে জ্যোতির্বিদের কাণ্ডজ্ঞান

ধনহীন জ্যোতির্বিৎ কোন ব্যক্তি দুখী হইয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন যে, নিত্য ব্রহ্মরূপ-পরমৈশ্বর্য আর মণি-মুক্তা-প্রবাল-স্বর্ণ-রূপ্যাদি—এতাদৃশ মহারত্ন-দ্বয়ের অন্যতরাবলম্বন ব্যতিরেকে পৃথিবীস্থ লোকেরদের উপায়ান্তর নাই। কিন্তু কাল-স্বভাবেতে প্রবৃত্তির ন্যূনতা—আর দীর্ঘকাল-পর্যন্ত-বহুতর ক্লেশসাধ্য আদ্যরত্নে মনঃসংযোগ হওয়া দুর্ঘট। অতএব দ্বিতীয় বিষয়াভিলাষী হইয়া এক মহামহেন্দ্র রাজার নগরে অবতীর্ণ হইলেন, আর তথাকার মনুষ্যেরদের সহিত আলাপ-করত এবং মহারাজার গুণানুবাদ শ্রবণ করত ঐ নগরে থাকিলেন ॥ একদিন আপণ গৃহে নরপতির ভদ্রাভদ্র গণনা করিয়া বুঝিলেন যে, "রাজার অত্যন্ত বিপদ উপস্থিত হইবেক, যদ্যপি ইহা হইতে রক্ষা করিতে পারি, তবে দরিদ্রতা দূর হইবার বিষয় বটে।" ইহা স্থির করিয়া ঐ ভূপতির নিকটে আত্মগুণ প্রকাশেতে তাদৃশ প্রতিপত্তি জন্মাইলেন যে, দিবারাত্রির মধ্যে জ্যোতির্বিদের কুত্রাপি গতিবিধি বারণ নাই ॥ তদন্তর একদিন অন্তঃপুরে মহারাজ রাণীর সহিত সুখালাপ করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে জ্যোতির্বিদ ঐ বিপৎকাল উপস্থিত জানিয়া রাণীকে ক্রোড়ে করিয়া বহিরাগমন করিবামাত্র, ভূপতিও তৎক্ষণাৎ খড়্গ লইয়া গণককে নষ্ট করিতে বাহির হইলেন। সেই কালে অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া পড়িল ॥ তখন গণক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল যে, "হে মহারাজ, পশ্চাৎ অবলোকন করুন ॥" রাজা ভগ্নালয়-দর্শনেতে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঐ ব্যক্তির প্রশংসা বিস্তর করিলেন আর তাহার দৈন্যদশা এমনি দূর করিলেন যে, তাহার সন্তানসন্ততি-ক্রমে কখনও দৈন্যের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না ॥ ইতি গুণপ্রশংসা ॥

৫. হস্তীকে জীবনদান

কাশ্মীর দেশে বিষ্ণুপদ নামে এক ব্রাহ্মণ—তাহার চারি পুত্র। ঐ চারিজন সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত আর চারি ভাইর বড়ই প্রীতি। এক দিবস ঐ চারিজন নির্জন স্থানে থাকিয়া বিচার করিলেন যে, "আমরা অনেক শাস্ত্র পড়িয়া বিদ্যা করিলাম, কিন্তু মৃত জীব যাহাতে প্রাণ পায়, এমত বিদ্যা শিক্ষা করিব।" ইহা মনে করিয়া চারিজন দেশান্তরে চলিলেন। অনেক দেশাটন করিতে করিতে এক অরণ্যের মধ্যে এক তপস্বিকে দেখিলেন যে সে-তপস্বী মৃত জন্তুর অস্থি আনিয়া একত্র করিয়া মন্ত্র পড়িয়া সে-জন্তুকে প্রাণদান দিয়া ছাড়িয়া দিলেন। এমত দেখিয়া সে-চারিজন তপস্বির নিকটে থাকিয়া অনেক দিবস তপস্বির সেবা করিলেন॥ তাহারদের সেবাতে তপস্বী সন্তুষ্ট হইয়া তাহারদিগকে কহিলেন যে, "তোমরা এখানে কি-কারণ আছ?।" সে-চারিজন বলিল যে, "আমরা কিছু বিদ্যাশিক্ষার কারণ এখানে আছি॥ তপস্বী বলিলেন, "কি-বিদ্যা শিক্ষা করিবা?।" তাহারা বলিল, "আমারদিগকে মৃত জন্তু বাঁচাইবার বিদ্যা দান করুন॥" তপস্বী অঙ্গীকার করিয়া সে-চারিজনকে চারি মন্ত্র দিলেন॥ প্রথম জ্যেষ্ঠকে অস্থি-সঞ্চার-মন্ত্র দিলেন, দ্বিতীয়কে মাংস-শোণিত-সঞ্চার-মন্ত্র দিলেন, তৃতীয়কে কেশাদি-সঞ্চার-মন্ত্র দিলেন, চতুর্থকে জীবদানের মন্ত্র দিলেন॥ চারিজন চারি মন্ত্র পাইয়া অরণ্যে গমন-করত পথের মধ্যে এক মৃত হস্তির অস্থি দেখিয়া কহিলেন যে, "আমরা ঐ হস্তিকে বাঁচাই।" ইহা বলিয়া প্রথম অস্থি যুড়িয়া মন্ত্র পড়িতে অস্থি সঞ্চার হইল; দ্বিতীয় মাংস-শোণিতের মন্ত্র পড়িয়া মাংস-শোণিত সঞ্চার করিলেন; তৃতীয় চর্মকেশাদি সঞ্চার করিলেন, চতুর্থ জীবদান করামাত্রে হস্তী জীবিত পাইয়া সে-চারিজনকে শুণ্ডে ধরিয়া শিলাতে আচ্ছাড়িল। এই চারিজন প্রাণ ত্যাগ করিল ইতি॥

৬. পত্নী ও উপপতি

এক রথকার অপূর্ব এক রথ নির্মাণ করিয়া আপন স্ত্রীকে কহিল যে, "তুমি সাবধানপূর্বক গৃহে থাকহ, আমি এই রথ বিক্রয় করিয়া অন্য দেশ হইতে আসিব। আমার বিলম্ব প্রায় মাসাধিক হইবেক।" ইহা কহিয়া স্ত্রীর নিকটে বিদায় লইয়া শুভ লগ্নে রথ লইয়া দেশান্তর গমন করিয়া এক নগরে উপস্থিত হইল॥ রথকার বাটী হইতে গমন করিলে পর ঐ স্ত্রী আপন স্বেচ্ছা-ক্রমে ঐ নগরের একজন ধনবানের পুত্রের সহিত ভ্রষ্টা হইল। সে উপপতির

সহিত অহর্নিশি ক্রীড়া-কৌতুকে কাল যাপন করে; প্রত্যহ উপপতির বাটীতে থাকে।। তাহার পতি প্রায় মাসাবধির পর রথ বিক্রয় করিয়া অনেক মুদ্রা লইয়া আপন আলয়ে আইল। তাহার স্ত্রী বহুমতে স্বামিকে সেবা দ্বারা সন্তুষ্ট করিল; সে-দিবস উপপতির নিকট সে যাইতে পারিল না।। পর দিবস সে উপপতির নিকটে গেল, তাহাকে দেখিয়া উপপতি অত্যন্ত কোপান্বিত হইয়া স্ত্রীকে অনেক নিগ্রহ করিয়া কহিল, "তুই কল্য কি-জন্যে আমার নিকটে আইলি না?।" সে কহিল, "কল্য আমার স্বামী বাটীতে আসিয়াছেন, এজন্যে আমি আপনকার নিকটে আসিতে পারি নাহি; অদ্য অপরাধ ক্ষমা করুন।।" উপপতি কহিল, "তুমি যদি আপন স্বামিকে নষ্ট করিয়া আইস, তবে তোমাকে ক্ষমা করিব।।" দুষ্টা স্ত্রী আপন পতি বধ করিতে স্বীকার করিয়া সে-স্থান হইতে আপন বাটী আসিয়া দেখে—পতি নিদ্রা যাইতেছে। তাহার নিকটে অল্পে অল্পে আসিয়া তাহার গলদেশে ছুরিকা প্রদান করিয়া তাহার প্রাণবধের সমাচার উপপতির নিকটে দিল। সে তাহা শ্রবণ করিয়া ঐ স্ত্রীর প্রতি তুষ্ট হইয়া আপন নিকটে তাহাকে রাখিল।।

৭. কুবেরের বিচার

পদ্মাবতী-নাম নগরীতে মুকুটমণি নামা এক রাজা থাকেন। তিনি কৃষি, বাণিজ্য, প্রজাপীড়ন, হিংসাদি বিবিধোপায় দ্বারা অপরিমিত ধন সঞ্চয় করিয়া ও ধনাশা হইতে নিবৃত্ত না হইয়া এক দিবস সভামণ্ডলীস্থ পণ্ডিতামাত্য প্রভৃতিকে কহিলেন যে, "ধনতুল্য কোন বস্তু নহে। ধন হইতে আপদ-নিস্তার ও সম্মান ও কৌলীন্য ও উত্তমদ্রব্য-ভোগ প্রভৃতি হয়। অতএব ধনাধিষ্ঠাতৃ কুবের দেবতার সহিত মিত্রতা হইলে প্রচুর ধন মিলিতে পারে। যদি কেহ কুবের দেবতার সহিত মিত্রতা করাইতে পারে, তবে তাহাকে লক্ষ সুবর্ণ দি।।" রাজার এই বাক্য শুনিয়া তাঁহার সভাস্থ কবিশেখর নামে পণ্ডিত কহিলেন যে, "হে মহারাজ, ধন হইতে বিদ্যা উত্তম বস্তু। বিদ্যা হইতে বিপত্তারণ ও মর্যাদা ও কৌলীন্য ও ধর্মার্থকামমোক্ষ-রূপ চতুর্বর্গ-প্রাপ্তি হয়। আর বিদ্যার রাজভয় ও চৌরভয় ও অগ্নিভয় ও বণ্টন ও বিদেশ-লঙ্ঘনে প্রয়াস নাই; কিন্তু ধনের এ-সকল আছে। আর বিদ্যার বিতরণেতে ক্ষয় নাই, বরং অতিশয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়; ধন ব্যয় করিলে নষ্ট হয়।।" ইত্যাদি বিদ্যা-প্রশংসা-বাক্য শুনিয়া রাজা ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পণ্ডিতের কেশাকর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণ শাণিত খড়্গ হস্তে

লইয়া শিরচ্ছেদন করিতে উদ্যত হইলে, পণ্ডিত ভীত হইয়া কহিলেন, "হে মহারাজ, আমি এই পণ্ডিতসমাজ-শোভিত সভামণ্ডলীতে কুবের দেবতাকে আহ্বান করি; তুমি এক মুহূর্তে ক্ষমা কর।" ইহা কহিয়া নানাবিধ গদ্যপদ্য-রচনাতে কুবেরের স্তব করিতে করিতে ঐ স্থানে অন্তরীক্ষে থাকিয়া কুবের কহিলেন, "হে পণ্ডিত, তুমি কি-কারণ স্তব করিতেছ?।" পণ্ডিত কহিলেন, "এই রাজা তোমার সহিত মিত্রতা করিতে চাহেন॥" তখন কুবের কহিলেন, "সভাস্থ লোকেরা, শুন, ধন-লোভেতে যে মিত্রতা করা, সে কি? পরধনেতে যে ঐশ্বর্য করা, সে কি? অপাত্রেতে যে বিতরণ করা, সে কি? পরের নিমিত্ত যে অতিশয় দুঃখ, সে কি? বিদ্যাহীন হইয়া অধর্মেতে যে ধনসঞ্চয় করা, সে কি?।" রাজা কুবেরের এই সকল বাক্য শুনিয়া পণ্ডিতের পাদাবনত হইয়া কহিলেন যে, "হে পণ্ডিত, তোমার বিদ্যার প্রভাবে কুবের দেব সাক্ষাৎ হইয়া কথোপকথন করিলেন; অতএব বুঝিলাম, বিদ্যা-ই উত্তম বস্তু, ধন অত্যন্ত তুচ্ছ। ধনেতে আমার কিছু প্রয়োজন নাই।" ইত্যাদি বাক্যেতে পণ্ডিত প্রসন্ন হইলেন॥ অনন্তর রাজা ঐ পণ্ডিতের স্থানে ব্রহ্মবিদ্যোপাসনাতে কাল যাপন করিতে লাগিলেন ইতি॥

৮. সিংহপত্নীর দত্তক পুত্র

কোন এক মহারণ্যে এক সিংহ সস্ত্রীক হইয়া বসতি করেন, কিন্তু সন্তান-হীনতা-পূর্বক সর্বদা উদ্বিগ্ন। দৈবাৎ সগর্ভা এক কুকুরী ঐ বনে উপবিষ্টা হইয়া সিংহপত্নীর সহিত সাহিত্য করিয়া বাস করিলেক॥ কিয়দ্দিবসানন্তর কুকুরী অনেক কষ্টে প্রসব হইয়া আপনি প্রাণ ত্যাগ করিলেক। সিংহভার্যা কুকুরপুত্রকে মাতৃহীন দেখিয়া দয়াপ্রযুক্ত এবং আপনারও সন্তান নাই এ-জন্যেও স্বামির আজ্ঞা লইয়া দত্তক পুত্র করিলেক॥ কুকুর উহারদিগের উচ্ছিষ্ট মাংস ভোজন-করত হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ ও সিংহসহবাস-করত কৃতবিদ্য ও শূর হইল এবং আপনাকে সিংহপুত্র জ্ঞানেতে দাম্ভিক হইল॥ কিছু দিন গেলে সিংহের ঔরস-জাত এক সন্তান হইল॥ দ্বিতীয় দিবস সিংহদম্পতী দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া আহারার্থ বন প্রবেশ করিলেক। সিংহবৎস বন মধ্যে এক করিশাবক দেখিয়া তাহার কুম্ভ বিদারণ করিয়া রক্তপানে তৃপ্ত হইয়া বসিলেক। কুকুরবৎস আপন পিতামাতার ভুক্তাবশিষ্ট আহার করিয়া তত্রাগত হইল॥ তদনন্তর কুকুর সিংহপুত্রকে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃজ্ঞানেতে দাম্ভিকতা-রূপে জিজ্ঞাসিল, "হে ভ্রাতঃ, আহার

কি করিলা?" সে কহিল, "আপনি কি আহার করিলেন?" কুকুর কহিল, "পিতামাতার ভোজনাবশিষ্ট মাংস খাইয়া তৃপ্ত আছি॥" তৎপর সিংহবালক কহিল, "হে জেষ্ঠ ভ্রাতঃ, আমরা উচ্ছিষ্টভোক্তা নহি, কিন্তু স্ববাহুবলোপার্জিত করিকুম্ভরক্ত পান করি…" এইমত নানা প্রকার বাক্য দ্বারা উপহাস করিলেক। কুকুর তাহাতে রুষ্ট হইয়া পিতামাতার নিকটে যাইয়া রোদন করত কহিল, "শুন, আমি আপনারদিগের প্রধান পুত্র; আমাকে উত্তম বিদ্যা শিক্ষা না করাইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে হস্তিবধাদি বিদ্যা শিক্ষা করাইয়াছেন!!" সিংহী উত্তর করিলেক, "শুন, বৎস, কনিষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় দিবসের, অতএব বিদ্যাভ্যাসের সময় উহার হয় নাই, তবে করিবধ করিয়া পান করা উহার কুলধর্ম। এজন্যে তুমি ক্রুদ্ধ হইও না, কেননা তোমাকে শতবার শিক্ষা করাইলেও ইহাতে সাহস হইবেক না। তুমি যদ্যপি শূর ও কৃতবিদ্য হইয়াছ, তথাচ তুমি যে-বংশজাত, তাহার ক্ষমতা এ নহে। অতএব এজন্যে ম্লান হইও না।" এই উত্তর শুনিয়া কুকুর দম্ভচ্যুত হইয়া নতবদনে রহিল॥

অতএব কহি, সকলে শ্রবণ করঃ যদি কোন অধম-বংশজাত ব্যক্তিও উত্তম সংসর্গে থাকিয়া কৃতবিদ্য হয়, তথাচ তাহার বংশাধিক ক্ষমতা ও উত্তমতা প্রায় হয় না॥

৯. শশকের বুদ্ধিবলে শৃগালের প্রাণনাশ

এক শশককে ব্যাঘ্র ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে সে-শশক ভয়েতে শৃগালের গর্তে প্রবিষ্ট হইল। সে-গর্তে শৃগাল ছিল। শশককে তাড়াইবার সময় শশক কহিলঃ "হে মাতুল, আমাকে তোমার নিকটে রাজা পাঠাইয়াছেন। এই বনে সিংহ মহারাজ অতি বড় বৃদ্ধ হইয়াছেন, তিনি তীর্থাটন করিতে যাইবেন, এ-নিমিত্তে আমাকে কহিলেন, 'শৃগালকে আমার নিকটে আন, তাহাকে রাজ্যাধিকার দিয়া আমি তীর্থাটন করিতে যাইব॥' অতএব আমি তোমার নিকটে আসিয়াছি, তুমি চল।" ইহা শুনিয়া শৃগাল বড় হৃষ্ট হইয়া কহিল, "হে ভাগিনেয়, শুভ যাত্রা কর!" তখন শশক কহিল, "তুমি গুরুলোক, মান্য তুমি, অগ্রে চল।" ইহা শুনিয়া শৃগাল অগ্রগামী হইলে শশক মনে বিচার করিল, গর্তের ধারে ব্যাঘ্র বসিয়া আছে, তাহাকে দেখিলে শৃগাল নির্গত হইবে না। পুনর্বার উপায় করিয়া কহিল, "হে মাতুল, তুমি আমার দিগে মুখ কর।" মাতুল-ভাগিনেয় দুইজন কথোপকথন করিতে করিতে "যাই"

এই বাক্য শুনিয়া শৃগাল গর্তের দ্বার পশ্চাৎ করিয়া শশকের দিগে মুখ করিয়া পাছু হইয়া চলিতে লাগিল। গর্তের দ্বারের নিকট হইতে ব্যাঘ্র শৃগালকে ধরিয়া ভক্ষণ করিল। শশক বুদ্ধিবলে আপন প্রাণ রক্ষা করিল॥

১০. মৃগরূপী রাক্ষস-বধ

শাম্বর দেশে নিপুণ, মহাবল, পরাক্রান্ত, আজানুবাহু, গজস্কন্ধ, কম্বুগ্রীব, কবাটবক্ষঃ, সূর্যবৎ-তেজস্বী, সিংহপ্রতাপ মীরধ্বজ নামে এক রাজা চক্রদ্বীপ পর্বতে বসতি করিতেন। তাঁহার নিত্য ক্রিয়া এই ঃ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্মান্তর নানাবিধ যজ্ঞীয় মৃগবধ করিয়া অতিথি-পূজন করিতেন॥ এক দিবস হম্বী নামে এক মায়াবী রাক্ষস সেই-বনে আসিয়া মৃগরূপ ধারণ করিয়া অভিনব তৃণ ভক্ষণ করিতেছে। পরে সেই রাজা মৃগয়া-বিহার করিতে তদ্বনে গমন করিয়া সেই মৃগ দর্শন করিয়া তাহার বধোপায় চিন্তা করিলেন ঃ "কি রূপে ইহাকে বধ করি? এ অতি তেজস্বী ও বায়ুবেগ-গামী—বাণেতে অবধ্য। অতএব সিংহরূপ ধারণ করিয়া ইহার বধ কর্তব্য॥" পরে রাজা সিংহরূপ ধারণ করিয়া মৃগের নিকটে গমন করিলেন। সেই রাক্ষস সিংহ দেখিয়া নিজ রূপ ধারণ করিলেক। রাজাও স্বকীয় রূপ ধারণ করিয়া সেই রাক্ষসের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া রাক্ষসকে নষ্ট করিলেন॥

১১. বিচারকের কৌশলে গোয়ালার গ্রেপ্তার

কোন এক নগরে এক ঘাটের উপর এক ব্রাহ্মণ এক শত টাকার এক তোড়া বস্ত্রে রাখিয়া স্নান করিতে জলে নামিলে পর, ডুব দিয়া উঠিয়া দেখে ঃ আপন বস্ত্রে তঙ্কার তোড়া নাই। ইহাতে বড় দুঃখী হইয়া এই স্থানের বিচারকর্তার স্থানে নিবেদন করিলে তিনি আপন অন্তঃকরণে বিবেচনা করিয়া আজ্ঞা দিলেন এবং পাঁচজন পেয়াদা ও দুইজন কোড়াবরদার তাহার সাতে দিয়া আজ্ঞা করিয়া দিলেন ঃ "যে-স্থানে ব্রাহ্মণ তঙ্কার তোড়া রাখিয়াছিল, সে-স্থানে পেয়াদারা ঘিরিয়া থাকহ এবং তথা কোড়া ক্ষেপণ করহ॥" তারপরে তাহারা সেইমত করিল। যে টাকা লইয়াছে সে একজন ভারি জলবহা গোয়ালা। সেই স্থানে আসিয়া বলিল যে, "তোমরা এই স্থানে কোড়া মারিলে কি তোমারদের টাকা পাইবা?" তখন পেয়াদারা

বলিল, "আমরা টাকা পাইবার ফিকির করিতেছি, তুই কি-মতে জ্ঞাত হইলি?" এই কহিয়া তাহাকে কর্তার সাক্ষাৎ লইয়া প্রহার করিলে গোপ সে-টাকা ফিরিয়া দিল॥ এই কৌশলে তথাকার বিচারকর্তা কাঙ্গালি ব্রাহ্মণের হারাণিয়া মুদ্রা দেওয়াইলে ব্রাহ্মণ বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন॥

১২. স্বয়ংবরে রাজপুত্রের অর্ধশ্লোক উচ্চারণ

চন্দ্রপ্রভা নামে এক নগরী। তাহাতে সোমসুন্দর নামে এক রাজা। তাহার কন্যা শশিপ্রভা। সে-কন্যা অনেক শাস্ত্র পড়িয়া গুণবতী হইল এবং কালীর আরাধনা করিয়া দেবীকে প্রত্যক্ষ করিল॥ দেবী তাহাকে বর দিতে চাহিলেন। সে-রাজকন্যা এই বর মাগিল, "হে কালি, আমার অনেক শাস্ত্রে বিদ্যা হইয়াছে, আমি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি: যে আমাকে শাস্ত্রের বিচারে পরাজিতা করিবে, তাহাকে আমি বিবাহ করিব; কিন্তু যে-রাজপুত্র আমাকে শাস্ত্রে পরাজিতা না করিয়া বলাৎকার করিবে, তাহার তৎক্ষণাৎ মস্তক-ছেদন হইবে—তুমি এ-বর দেও।" দেবী বলিলেন, "তথাস্তু"॥ কন্যা দেবীর স্থানে বর পাইয়া আপন পিতাকে কহিল, "দেশে দেশে আমার স্বয়ম্বরের নিমন্ত্রণ দেও॥" রাজা কন্যার স্বয়ম্বরের বার্তা দেশে দেশে সকল রাজারদিগকে দিলেন এবং স্বয়ম্বরের অতি মনোহর স্থান নির্মাণ করিলেন॥ এবং সকল দেশ হইতে রাজপুত্রেরা আসিয়া কন্যার স্থানে শাস্ত্রের বিচারে পরাস্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে যায়। এই প্রকারে অনেক রাজপুত্র হারিয়া গেলে পরে, কাঞ্চী নগরের রাজার পুত্র সুবর্ণকেতু ঐ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া তথা গিয়া উপস্থিত হইলেন॥ রাজা সমাদর করিয়া রত্ন-সিংহাসনে বসাইয়া কন্যাকে আনিলেন॥ কন্যা ও রাজপুত্রের পরস্পর বিচার হইল॥ বিচারে কন্যা পরাজিতা হয়। এই সময় রাজপুত্র অস্থির হইয়া কন্যাকে ধরিবার উপক্রম করিবামাত্র কন্যা কহিল, "হে রাজপুত্র, আমাকে স্পর্শ করিও না, তোমার মস্তক-ছেদন হইবে।" তাহাতে রাজপুত্র এই শ্লোকার্ধ বলিলেন, "যুষ্মৎকৃতে খঞ্জনমঞ্জুলাক্ষি শিরোমদীয়ং যদি যাতি যাতু॥" এই অর্ধ শ্লোকের অর্থ এই: হে খঞ্জননয়নে, তোমার কারণ যদি আমার মস্তক যায়, তবে যাউক। ইহাই বলিয়া কন্যাকে স্পর্শ করিবামাত্র রাজপুত্রের মস্তক ছিন্ন হইয়া ভূমিতে পড়িল॥ তখন রাজকন্যা উদ্বিগ্না হইয়া কালীর

আরাধনা করিল॥ কালী প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন, "রাজপুত্র যে-শ্লোকার্ধ করিয়াছে, তাহার আর-অর্ধ পূর্ণ হইলে রাজপুত্র প্রাণ পাবে॥" ইহা শুনিয়া রাজকন্যা রাজপুত্রের মস্তক এবং শরীর লইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। যেখানে পণ্ডিতসমূহ দেখে, সেখানে যায়। কিন্তু কেহও শ্লোক পূর্ণ করিতে পারে না॥ কথক দিনের পরে কন্যা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সভায় উপস্থিতা হইল ও সকল বৃত্তান্ত তাহার-দিগকে বলিল। তাহারা কেহ কিছু বলেন, তাহাতে রাজপুত্র প্রাণ পায় না। পরে মহাকবি কালিদাস এই শ্লোকার্ধ পূর্ণ করিলেন: "লূনানি নূনং-জনকাত্মজায়ৈ দশাননেনাপি দশাননানি॥" ইহার অর্থ এই: রাবণ সীতার নিমিত্তে আপনার দশটা মস্তকও কাটিয়াছিল। ইহা বলিতেই রাজপুত্রের মস্তক যোড়া লাগিল ও প্রাণ পাইল—ও সকলে চমৎকৃত হইল। পরে কন্যা সে-রাজপুত্রকে বিবাহ করিয়া সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিল॥

১৩. পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্র ও নির্বোধ পথিক

গৌড় দেশে সঞ্জীবক নগরের পথিমধ্যে এক ব্যাঘ্র অনেক কালাবধি বদ্ধ আছে। সেই পথেতে একজন বৃদ্ধ পথিক যাইতেছিল॥ তাহাকে দেখিয়া সে ব্যাঘ্র কহিল, "হে পথিক, তুমি বৃদ্ধ হইয়াছ এবং ধার্মিক; আর তোমাকে পরোপকারি দেখিতেছি। আমি এই পিঞ্জরে অনেক দিবসাবধি বদ্ধ হইয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণায় পীড়িত হইতেছি; অতএব তুমি সদয় হইয়া এই পিঞ্জর হইতে আমাকে মুক্ত করিয়া রক্ষা কর॥" পথিক তাহা শুনিয়া কহিল, "তুমি ব্যাঘ্র, হিংস্রক জন্তু; এবং তোমায় আমায় খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ। তোমাতে আমার বিশ্বাস কি?" ইহাতে ব্যাঘ্র কহিল, "আমি সত্য কহিতেছি যে, তুমি আমার জীবন দান করিবা, তোমাকে আমি নষ্ট করিব না॥" পথিক সে-কথায় ভ্রান্ত হইয়া পিঞ্জরদ্বার মুক্ত করিয়া ব্যাঘ্রকে বাহির করিবামাত্র ব্যাঘ্র কহিল, "শুন, হে পথিক, আমি পশুজাতি [আমার সত্য-মিথ্যাতে কি ধর্মাধর্ম?] ও অতিশয় ক্ষুধিত···অতএব তোমাকে ভক্ষণ করিয়া আত্মজীবন রক্ষা করি॥" পথিক ইহা শুনিয়া উত্তর করিল যে, "আমি তোমার উপকার করিয়াছি, অতএব সহসা আমাকে নষ্ট না করিয়া একজন মধ্যস্থ কর। তাহার বিচারে যদি ভক্ষণ করিবার যোগ্য হই, তবে ভক্ষণ করিও।" ব্যাঘ্র তাহা স্বীকার করিয়া সে-স্থান হইতে দুইজনই গমন করিয়া পথিমধ্যে এক শৃগালকে দেখিয়া

তাহাকে কহিল, "হে জম্বুক, তুমি মধ্যস্থ হইয়া আমারদের এক বিষয় বিচার কর॥" শৃগাল ব্যাঘ্রের ভয়ে গর্তে প্রবিষ্ট হইয়া কহিল, "কহ তোমারদের কি বৃত্তান্ত।" তখন ব্যাঘ্র সকল বৃত্তান্ত শৃগালের সমীপে কহিল॥ শৃগাল তাহাকে উত্তর করিল যে, "তুমি কি-মত বদ্ধ ছিলা? তাহা না দেখিয়া বিচার করিতে পারি না। যদি তোমাকে পূর্বমত দেখিতে পাই, তবে বিচার করিতে পারি।" ব্যাঘ্র তাহা স্বীকৃত হইয়া সে-স্থান হইতে শৃগালের এবং পথিকের সহিত পিঞ্জরের নিকটে আসিয়া পিঞ্জর মধ্যে পুনর্বার প্রবিষ্ট হইল॥ পথিক পূর্বমত পিঞ্জরদ্বার রুদ্ধ করিয়া ব্যাঘ্রকে বদ্ধ করিল॥ শৃগাল তখন পথিককে কহিতে লাগিল, "হে নির্বুদ্ধি পথিক, এই দুষ্ট ব্যাঘ্রের উপকার তুমি করিয়া আপন প্রাণ নষ্ট করিয়াছিলা; এমত কর্ম কখনও করিও না। যাহার দুষ্ট স্বভাব তাহার প্রসন্নতাও ভয়ঙ্কর, তুমি কি জান না?" শৃগাল পথিককে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া স্বস্থানে গমন করিল॥

১৪ মনুষ্যও বানর হয়…

ধনদত্ত নামা মহাধনী এক বণিক থাকে। তাহার বন্ধু হরিদত্ত এক বণিক অতিশয় নির্ধন। তাহার দুঃখেতে কাতর হইয়া ধনদত্ত কহিল, "হে মিত্র, আমি ব্যাপারের নিমিত্ত তোমাকে লক্ষ মুদ্রা দেই। তুমি এই মুদ্রাতে ব্যাপার করিয়া যে-লাভ পাইবা সে-লাভধন তুমি লইয়া আমার মূলধন আমাকে দিবা॥" ইহা কহিয়া ধনদত্ত লক্ষ রূপ্য মুদ্রা দিল। হরিদত্ত ঐ মুদ্রা লইয়া সুবর্ণ ক্রয় করিয়া ধনদত্তের এক গৃহের মধ্যে রাখিয়া লৌহযন্ত্রেতে দ্বার রোধ করিয়া যন্ত্রশলাকা আপন নিকটে রাখিল॥ কিছু কালের পর গোপনভাবে ক্রমে ক্রমে ঐ সকল সুবর্ণ সে-স্থান হইতে লইয়া গিয়া তাবৎ-পরিমিত পয়সা রাখিল॥ অনন্তর এক দিবস ধনদত্তকে কহিল, "হে মিত্র, সম্প্রতি সুবর্ণ বিক্রয় করিলে বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে, অতএব তুমি আমার সমভিব্যাহারে লোক দেও, আমি স্বর্ণমুদ্রা বিক্রয় করিয়া তোমার মূলধন পরিশোধ করিব॥" অনন্তর তাহার লোকের সহিত লৌহশলাকা দ্বারা লৌহযন্ত্রোদ্ঘাটন করিয়া গৃহ-প্রবেশমাত্রে পয়সা দেখিয়া সুবর্ণ না দেখিয়া চমৎকৃত হইল॥ পরে ধনদত্ত শুনিয়া কহিল, "অদৃষ্টে যাহা ছিল; তাহা হইল; ইহাতে কি অনুশোচনা?" কিছু দিনের পরে ধনদত্ত কহিল, "হে সখা, তোমার পুত্রকে আমি দেখিতে বাসনা করি।" এই কথা শুনিয়া হরিদত্ত আপন পুত্রকে আনিয়া দেখাইল॥

তখন ধনদত্ত কহিল, "আমার গৃহিণী দেখিতে চাহেন।" ইহা কহিয়া ঐ পুত্রকে আপন পত্নীর স্থানে রাখিয়া বন্ধুর নিকটে আইলেন॥ তখন হরিদত্ত পুত্রকে না দেখিয়া বারবার চাহিতে চাহিতে দিনেকের পর কহিল যে, "হে মিত্র, আমার সহিত আইস, তোমার পুত্রকে দিব।" ইহা কহিয়া এক কক্ষার মধ্যে গিয়া এক বানর দেখাইয়া কহিল যে, "হে মিত্র, তোমার পুত্র এই বানর হইয়াছে, আমার সাধ্য কি?" ইহা শুনিয়া হরিদত্ত কহিল যে, "মনুষ্য কি কখনও বানর হয়?।" তখন ধনদত্ত কহিল, "হে ভাই, শুন, শরলেতে শারল্য করিবেক, শঠেতে শঠতা করিবেক! অতএব যদ্যপি স্বর্ণ তাম্র হইতে পারে, তবে মনুষ্যও বানর হয়।" তখন হরিদত্ত তাহার মুদ্রা দিয়া আপন পুত্রকে লইয়া গেল॥

১৫. জাতিস্মর বৃষের মুক্তিলাভ

চম্পক-নগরনিবাসী ধনঞ্জয় নামে তৈলকারের একটি বৃষ ছিল। তৈলোৎপত্তির কারণ প্রতিদিন ঐ বৃষকে তৈলযন্ত্রেতে যুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা তৈলযন্ত্র ফিরায়। সে-বৃষ জাতিস্মর ছিল॥ কতক কাল পরে ঐ বৃষ বৃদ্ধাবস্থা পাইয়া অতি অসমর্থ হইল, তৈলকারের ইচ্ছামত শীঘ্র শীঘ্র তৈলযন্ত্র ফিরাইতে পারে না। এ-নিমিত্ত তৈলকার কেবল আপন কার্য সাধনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নির্দয় হইয়া বৃষকে প্রায় সর্বদাই উপর্যুপরি নির্ঘাত প্রহার করে॥ ঐ বৃষ বৃদ্ধাবস্থার শ্রমে এবং তৈলকারের নিপীড়নেতে ব্যাকুল হইয়া একদিন তৈলকারকে কহিল যে, "শুন, ধনঞ্জয়, আমি বৃদ্ধ ও দুর্বল হইয়াছি, এ-সময় এ-দুষ্কর কার্যের শ্রম ও তোমার নিপীড়ন আমার অতি অসহ্য। এই দুঃখ হইতে ত্রাণ পাইবার উপায়ের নিমিত্তে পূর্ব বৃত্তান্ত তোমাকে কহি॥ আমি পূর্বজন্মে মনুষ্যদেহে তোমার স্থানে পঞ্চশত মুদ্রার ঋণী থাকিয়া মরিয়াছিলাম; সেই কর্মফলে এই পশুযোনি-প্রাপ্ত হইয়া তোমার নিকটে বদ্ধ থাকিয়া তোমার এই কর্ম করিতেছি। কিন্তু এখন অতি দুর্বল হইয়াছি, অতএব তোমার ঋণের পরিশোধ ও আমার দুঃখের ত্রাণের কারণ এক উপায় আছে: তুমি আমাকে সদয় হইয়া তাহা করহ॥ ধনঞ্জয় কহিল, "কি?" বৃষ কহিল, "ঐ পূর্বজন্মে এক ব্যক্তি আমার নিকটে ঋণী থাকিয়া মরিয়া আপন কৃত অন্য কোন কর্মফলে এ-জন্মে হস্তী হইয়া এ-নগরের রাজার সংসারেতে বদ্ধ আছে॥ তুমি রাজার নিকটে যাইয়া কহ যে, 'আমার এক

বৃষ আছে; মহারাজের হস্তির সহিত তাহার যুদ্ধ করাইতে চাহি—এই নিয়মে যে, আমার বৃষ পরাভূত হইলে আমরা সপরিবারে রাজসংসারে বিক্রীত হইব, ও হস্তী পরাভূত হইলে সহস্র মুদ্রা পাইব।' যুদ্ধকালে ঋণ-ভয়ে হস্তী নিকটেও আসিতে পারিবে না—অতএব জয় হইবেক॥ তাহাতে তোমার মুদ্রা শোধ হইয়া অপরন্ত লভ্যও হইবেক॥" তৈলকার ইহা শুনিয়া রাজসংসারেতে গিয়া ইহা কহিল। রাজা শুনিয়া হাস্য করিয়া কৌতুক দেখিবার কারণ ইহাতে আজ্ঞা দিলেন॥ পরে নিয়মিত কোন সময়ে ঐ বৃষ আর হস্তিকে যুদ্ধার্থে এক স্থানেতে উপস্থিত-করণেতে হস্তী বৃষকে দেখিয়া পূর্ব-জন্মকৃত ঋণ স্মরণ হইয়া ভয়েতে স্তব্ধ হইল॥ বৃষ নানা প্রকার আস্ফালন ও ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে লাগিল। ত্রাসে তাহার নিকটে হস্তী আসিতেও পারিল না। এ-প্রকারে হস্তী পরাভূত হওনেতে তৈলকার বৃষের ঋণ—সহস্র মুদ্রা—রাজার সংসার হইতে পাইয়া বৃষকে পরিত্যাগ করিল॥

১৬. ব্যাঘ্রের বিবাহ

'বিবাহ হইতে অধিবাস শক্ত' যে প্রসিদ্ধ আছে, তাহার কথা এই ঃ।

একজন ঘটক ব্রাহ্মণ—অর্থাৎ বিবাহের যোজক—এক বনের মধ্য দিয়া আসিতেছিল। সে-স্থানে এক ব্যাঘ্র ঐ ঘটক ব্রাহ্মণকে মারিতে উদ্যত হইলে, ব্রাহ্মণ ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল॥ ব্যাঘ্র ঘটকের ক্রন্দন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেক, "তুমি কি-কারণ কান্দিতেছ?" ব্রাহ্মণ কহিলেক, "আমি ঘটক, বিবাহের যোজকতা করিয়া ধনোপার্জন করিয়া স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির ভরণ-পোষণ করি। আমি মরিলে তাহারা কোনমতে বাঁচিবেক না।" ইহা শুনিয়া ব্যাঘ্র বিবেচনা করিল, 'আমি ব্যাঘ্রীহীন···ব্রাহ্মণ বিবাহের যোজকতা করে···' পরে কহিলেক, "হে ঘটক, তুমি আমার বিবাহ দেও। ব্যাঘ্রী না থাকাতে আমি বড় দুঃখী আছি। আমার বিবাহ দিলে আমি তোমাকে নষ্ট করিব না।" ব্রাহ্মণ ব্যাঘ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেক, "বিবাহ করা বড় কঠিন। অর্থ না হইলে হয় না॥" ব্যাঘ্র কহিলেক, "আমি অর্থ দিতে পারি।" ব্যাঘ্র পূর্বে একজন লোককে মারিয়াছিল, তাহার অনেক অর্থ ছিল···। সেই সকল অর্থ ব্রাহ্মণের নিকটে উপস্থিত করিলে ব্রাহ্মণ অর্থ লইয়া কহিলেক, "এই অর্থেতেই তোমার বিবাহ হইবেক। কিন্তু বিবাহের পূর্ব অধিবাস করিতে হইবেক···সে বড় কঠিন॥" ব্যাঘ্র কহিলেক, "যদি আমার বিবাহ

হয়, তবে অধিবাস যে শক্ত, তাহা আমি করিব ॥" পরে ব্রাহ্মণ কহিল, "আমি গ্রামে গিয়া অধিবাসের সামগ্রী আয়োজন করিয়া আনি।" ব্যাঘ্র ঘটককে অনেক অর্থ দিয়া বিদায় করিলেক ॥ ব্রাহ্মণ বাটী আসিয়া চর্মকারের বাটী গিয়া এক চর্মের কলঘর লইল (যাহাতে ব্যাঘ্র বন্ধন হয়) ও ঐ বনে লইয়া গেল। ব্যাঘ্র সেই স্থানে বসিয়া আছে ; ব্রাহ্মণ কল সহিত ব্যাঘ্রের নিকটে গিয়া কহিল, "এই অধিবাসের সামগ্রী। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া চারি দণ্ড শয়ন করিতে হইবেক ॥" ব্যাঘ্র বিবাহের আহ্লাদে ঐ কলের মধ্যে শয়ন করিলেক ॥ ব্রাহ্মণ কলের দ্বার বন্ধন করিয়া ঐ ব্যাঘ্রকে অনেকে একত্র হইয়া ঐ কল সহিত নদীতে ফেলাইয়া দিলেক ॥ ব্যাঘ্র কলের সহিত নদীতে ভাসিতে লাগিল। ইতিমধ্যে এক ব্যাঘ্রী দেখিয়া ঐ চর্মকল ধরিলেক, ভিজে চর্ম দন্তে ছিঁড়িয়া ফেলাইলেক ॥ তখন ব্যাঘ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রীকে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়া উভয়ের মিলন হইল। ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রী ঐ ব্রাহ্মণের বাটীতে গেল। ব্রাহ্মণ দেখিয়া বড় ভীত হইল। ব্যাঘ্র ব্রাহ্মণকে বড় ভীত দেখিয়া অনেক প্রকার অভয়-বাক্য কহিল : "তুমি আমার বিবাহের ঘটক। আমি তোমাকে তুষ্ট করিতে আসিয়াছি।" এই কথা কহিয়া ব্রাহ্মণকে অনেক অর্থ দিয়া প্রণাম করিয়া সেই বনে গেল ॥

১৭. ব্রাহ্মণপরিবারের বরত্রয়ের ব্যর্থতা

কাঞ্চন-নগরনিবাসী হরিদত্ত নামা এক ব্রাহ্মণ প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া যাহা পান, তাহাতে আপনার ও আপন স্ত্রীপুত্রের সুন্দর-মতে উদরান্ন হয় না। ইহাতে তিনি চিরদিন দুঃখী। একদিন তিনি ভিক্ষা করিতে গমন করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রেতে পীড়িত হইয়া পথিমধ্যে এক বৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন...দৈবাৎ সেই পথেতে বালকানন্দ নামা এক যোগী যাইতেছেন। হরিদত্ত তাঁহাকে দেখিয়া নমস্কারপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "হে স্বামি, আপনি কোথায় যাইতেছেন?" যোগী কহিলেন, "আমি ঈশ্বর নিকটে যাইতেছি।" তিনি ইহা শুনিয়া অতি কাতর হইয়া যোগিকে কহিলেন, "হে স্বামি, যদি ভাগ্যবশাৎ তোমার দর্শন পাইলাম, তবে অনুগ্রহ করিয়া আমারদের দুঃখনাশের কারণ পরমেশ্বরকে কিছু কহিবেন যে, আমরা চিরকাল যে-দুঃখ পাইতেছি, এ-দুঃখ নিবারণ হয়—এমত কিঞ্চিৎ পরমেশ্বর করুণা করিয়া আমারদিগকে দেন ॥" যোগী ব্রাহ্মণের দুঃখ প্রত্যক্ষ দেখিয়া, দয়াযুক্ত হইয়া পরমেশ্বর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন ॥ পরে রীতিক্রমে ঈশ্বরকে নমস্কারাদি করিয়া ব্রাহ্মণের

সকল বৃত্তান্ত কহিলেন যে, "হে ঈশ্বর, কাঞ্চন-নগরনিবাসী একজন ব্রাহ্মণ পরিবারের সহিত চিরকাল দুঃখ পাইতেছে। তাহাকে কৃপাবলোকন করিয়া কিঞ্চিৎ দিতে আজ্ঞা হউক, যে তাহাতে তাহারদের দুঃখ নিবারণ হয়॥" ইহা শুনিয়া পরমেশ্বর কহিলেন, "তাহারদের পূর্বকৃত এমত দানাদি কোন কর্ম নাই যে এ-দুঃখ নিবারণ হয়; অতএব তাহারদিগকে দিলেও তাহারা পাইবে না॥ তবে তোমার উপরোধে কহিতেছি যে তাহাকে কহিবা: তাহার বাটীর সমীপে যে-সরোবর আছে, তাহাতে সে ও তাহার স্ত্রী ও পুত্র একবার যে-যে কামনা করিয়া স্নান করিবেক, তাহা-ই তৎক্ষণাৎ হইবে॥" যোগী ইহা শুনিয়া তথা হইতে আসিয়া পরমেশ্বরোক্ত বাক্য ব্রাহ্মণকে কহিলেন॥ হরিদত্ত তাহা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে সকল বৃত্তান্ত আপন স্ত্রীপুত্রের সাক্ষাৎ কহিল। তাহারা অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। পরে প্রথমেই হরিদত্তের স্ত্রী নবযৌবন ও অপূর্ব বসন ও ভূষণ ও সৌন্দর্য কামনা করিয়া সেই সরোবরে স্নান করিবামাত্র কামনা-মত সমস্তই পাইল। ইতিমধ্যে এক যবন রাজা সে-স্থান হইতে যাইতেছিল; সে অপূর্ব স্ত্রী দেখিয়া দোলাতে আরোহণ করাইয়া লইয়া চলিল॥ তাহার পুত্র উপায়ান্তর না দেখিয়া এই কামনা করিয়া সরোবরে স্নান করিল যে, "আমার মাতা ঐ-দোলার মধ্যে শূকরী হইয়া শব্দ করুক!" পরে তাহার মাতা তৎক্ষণাৎ শূকরী হইয়া ঘঁত ঘঁত শব্দ করিতে লাগিল॥ যবন রাজা সে-শব্দ শুনিয়া তোবা তোবা বলিয়া তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিয়া গেল॥ শূকরী আদ্য-মধ্য-অন্তিমাবস্থা ভাবিয়া অতিশয় কাতরা হইয়া আপন স্বামির পাদাবনতা হইয়া থাকিল॥ হরিদত্ত খেদান্বিত হইয়া এই কামনা করিয়া স্নান করিল যে, "আমার জায়া যেমত ছিল, তেমত হউক!" তৎক্ষণাৎ তাহাই হইল॥

অতএব সংসারে লোকেরা পূর্বকৃতকর্ম-ক্রমে শুভাশুভ ফল-ভাগী হয়॥

১৮. বীরসেনের ভেক-শিকার

কলিঙ্গ নগরে এক উত্তম স্থানে প্রত্যহ ঈশ্বর-বিষয়ক ইতিহাস পাঠ হয়। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই স্থানের এক দেশে এক প্রস্তরোপরি বসিয়া প্রত্যহ শ্রবণ করে। সেই ব্রাহ্মণের সমীপে বসিয়া বীরসেন নামা এক ক্ষত্রিয়ও সেই ইতিহাস পাঠ শুনে॥ এক দিবস সেই ব্রাহ্মণ ঐ ইতিহাসের কোন এক উপাখ্যান শুনিয়া অতি ক্রোধান্বিত হইয়া প্রস্তরের ঊর্ধ্বে হস্তাঘাত

করিল ; তাহাতে প্রস্তরের সেই স্থানে গর্ত হইল ॥ বীরসেন ইহা দৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসিল, "তুমি কে ? সত্য কহ।" তাহাতে ব্রাহ্মণ কহিল, "আমি ধনুর্বেদবেত্তা উগ্রধনু-নামা যক্ষ।" বীরসেন ইহা শুনিয়া কহিল, "যদি ধনুর্বিদ্যা জান, তবে আমাকে বাণ শিক্ষা করাও ॥" যক্ষ বীরসেনের এই কথা শুনিয়া কহিল যে, "তুমি কলির মনুষ্য—দুর্বল ; অতএব ধনুঃশব্দে তোমার প্রাণত্যাগ হইবে। কি-রূপে তুমি বাণ শিক্ষা করিবা ?। তবে এক অল্পবিদ্যা আছে, তাহা তোমার মনোরম্যা হয়, তবে শিক্ষা কর ॥" বীরসেন তাহাতেই স্বীকৃত হইল। তখন যক্ষ ঐ অল্পবিদ্যা তাহাকে শিক্ষা করাইয়া কহিল যে, "এই মন্ত্র পাঠপূর্বক বিতস্তি-প্রমাণ কোমল কাষ্ঠের ধনুকে দ্বাদশাঙ্গুলি-পরিমিত তৃণ যোগ করিয়া, যাহার প্রতি ক্ষেপ করিবা, সে লৌহাবৃত থাকিলেও, সেই-লৌহচ্ছেদ করিয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিবে ॥" দৈবাৎ ঐ নগরের রাজার সিংহাসনের নীচে ভেকধ্বনি হইল। রাজা তাহা শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া মন্ত্রিকে আজ্ঞা করিলেন যে, "এ বড় অমঙ্গল-জনক ধ্বনি ! অতএব সিংহাসন উত্থান না করিয়া ভেককে নষ্ট করহ ॥" মন্ত্রী রাজার আজ্ঞানুসারে ভেকনাশের কারণ বহু যত্ন করিয়া ভেকের অন্বেষণ না পাইয়া সেই নগরের মধ্যে দূত দ্বারা ঘোষণা দিলেন যে, "সিংহাসনের নীচে অমঙ্গলসূচক ভেকধ্বনি হয়, অতএব সিংহাসন উত্থান না করিয়া যে ভেককে নষ্ট করিতে পারিবে, রাজা তাহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিবেন ॥" বীরসেন ইহা শুনিয়া তুষ্ট হইয়া দূতকে কহিলেন যে, "আমি ঐমত ভেককে নষ্ট করিব।" দূত ইহা শুনিয়া বীরসেনকে রাজসন্নিধানে লইল ॥ পরে বীরসেন রাজার আজ্ঞানুসারে কোমল কাষ্ঠের বিতস্তি-প্রমাণ ধনুকে দ্বাদশাঙ্গুলি-প্রমাণ তৃণ যোগ করিয়া ভেকের প্রতি মন্ত্র-পাঠপূর্বক ক্ষেপ করিল। সেই তৃণ অসহ্য ধ্বনিপূর্বক নানা প্রস্তরচ্ছেদ করিয়া ভেককে নষ্ট করিল ॥ রাজা তাহা দেখিয়া ভীত হইয়া কহিলেন যে, "এই ব্যক্তি নানা-প্রস্তরাবৃত ভেককে নষ্ট করিল ! যদ্যপি আমাকেও নষ্ট করে অতএব এমত মনুষ্য রাখা উচিত নহে ॥ এই আশঙ্কাতে বীরসেনের প্রাণদণ্ড করিতে দূতকে আজ্ঞা দিলেন। দূত রাজার আজ্ঞাতে বীরসেনের প্রাণদণ্ড করিলেক ॥

অতএব অল্প বিদ্যা জানিয়া, স্থান বিবেচনা না করিয়া উৎকট কর্ম করা অনুপযুক্ত ইতি ॥

১৯. ব্রাহ্মণপুত্রের সুমতি লাভ

চিত্রাঙ্গদ-নামা এক ব্রাহ্মণ কাশ্মীর দেশে বাস করিয়া ছাত্রেরদিগকে নানাবিধ শাস্ত্র পাঠ করান॥ তাহার উগ্রজঙ্ঘ-নামা কেবল এক পুত্র। সে অতি দুরন্ত ও সর্বদা অক্ষক্রীড়ায় কাল ক্ষেপণ করে; আর তাহার দুষ্ট ক্রিয়াতে সেই ব্রাহ্মণের প্রতিবাসি লোকের সহিত সর্বদা কলহ হয়। তাহাতে চিত্রাঙ্গদ চিরদিন দুঃখী থাকেন॥

এক দিবস চিত্রাঙ্গদ আপন পুত্রকে দেখিয়া কহিলেন যে, "শুন, উগ্রজঙ্ঘ, বিদ্যার সমান উত্তম ধন আর নাই। আর দেখ, এ-ধনের ব্যয় হইলে বৃদ্ধি হয়; আর-আর ধন ব্যয়েতে ক্ষীণতাকে পায়। এবং বিদ্যা হইলে লোক নম্র হয় ও যে-লোকের বিদ্যা হয়, সে সর্বত্র পূজনীয়, আর তাহাকে সকল লোক মর্যাদা করে। যদি তুমি মনুষ্য-জন্ম পাইয়া এমত উত্তম ধন উপার্জন করিলা না, আর তোমার দুষ্ট ক্রিয়াতে আমি সর্বদা লজ্জিত থাকি, অতএব তোমার জীবন হইতে মৃত্যুই ভাল॥" চিত্রাঙ্গদ এইরূপ পুত্রকে ভৎর্সনা করিয়া শিষ্যেরদিগকে অধ্যাপনা করাইতে গমন করিলেন॥ তখন উগ্রজঙ্ঘ আপন পিতৃকৃত ভৎর্সনাতে বিবেকী হইয়া বিদ্যা-উপার্জনের কারণ বিদেশস্থ হইয়া বহুকাল পর্যন্ত নানা শাস্ত্র পাঠ করিল॥ তাহাতে সে উত্তম বিদ্বান হইয়া পুনর্বার স্বদেশে আসিয়া আপন পিতৃ-সন্নিধানে পিতাকে প্রণাম করিয়া বিদ্যার পরীক্ষা দিল॥ তখন চিত্রাঙ্গদ তাহা শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া আপন পুত্রকে গৃহে লইয়া উত্তম বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া নানাবিধ ভক্ষণীয় দ্রব্য ভোজন করাইলেন॥ অতএব ক্লেশপূর্বক পাঠ না করিলে বিদ্যা হয় না॥

২০. কপালগুণে ভৃত্যের ভ্রান্ত সমাচার

এক মহারাজ আপন চাকরদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে, "তোমরা যদি কেহ প্রাতঃকালে দুই হংস একত্র দেখ, তবে আমাকে সমাচার দিও॥" পরে কোন ভৃত্য একদিন দুই হংস এক স্থানেতে দেখিয়া রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন করিল॥ রাজা আসিয়া হংসদ্বয় দেখিয়া সেবককে, অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া, অনেক মুদ্রা দিয়া কহিলেন, "তুমি পুনর্বার এই স্থানে আমাকে ময়ূরদ্বয় দেখাইবা॥" কিছু দিন পরে ঐ ভৃত্য ময়ূরদ্বয় সে-স্থানে দেখিয়া রাজাকে নিবেদন করিল। রাজা সেখানে আসিয়া দেখেন—এক কাক বসিয়া

আছে! তাহা দেখিয়া ঐ ভৃত্যকে কহিলেন, "তুমি আমাকে মিথ্যা বাক্য করিয়া ব্যামোহ দিয়া এখানে কি-জন্যে আনিলা?।" ভৃত্য কহিল, "হে মহারাজ, আমি এখানে ময়ূর দেখিয়া নিবেদন করিয়াছিলাম! আমার কপাল-ক্রমে মিথ্যা হইল···ইহাতে কি করিব?।" রাজা সে-দিবস ভৃত্যকে অভয় প্রদান করিলেন॥ দুই তিন দিনের পর ঐ স্থানে নৃত্য করিতেছে যে-দুই ময়ূর, তাহা দেখিয়া ঐ ভৃত্য আনন্দিত হইয়া রাজার নিকটে সম্বাদ দিল॥ রাজা শীঘ্র আসিয়া দেখিলেন—দুই পেচক নৃত্য করিতেছে! তাহা দেখিয়া অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভৃত্যকে এমত নিগ্রহ করিলেন যে তাহার অঙ্গমাত্র থাকিল॥ ভৃত্যের দুঃসময়েতে ভাল দেখাইতেও মন্দ হইল॥

২১. বণিককন্যার সঙ্কেত

এক রাজপুত্র ও এক মন্ত্রির পুত্র—এ-দুই জনের বড়ই প্রীতি॥ এক দিবস দুইজন ঘোটকারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করিতে গেলেন। যাইতে যাইতে পথের মধ্যে এক ধোবানী তাহারদিগকে দেখিয়া কহিল যে, "ধান্যের মধ্যে চাউল, চাউলের মধ্যে কিছুই নাই..।" ইহা শুনিয়া রাজপুত্র মন্ত্রিপুত্রকে জিজ্ঞাসিলেন যে, "ধোবানী কি কহিল? ইহার ভাব কি?।" তাহাতে মন্ত্রির পুত্র এ-কথা বুঝিয়া কিছু কহিল না॥ তাহাতে রাজপুত্র কুপিত হইলেন এবং ফিরিয়া ঘরে গিয়া ঘরের দ্বারে কপাট দিয়া শুইয়া থাকিলেন। তাহার মাতা-আদি সকলে তাহাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া কহিল যে, "তুমি আহার না করিয়া শুইলা, ইহার কারণ কি?" পরে রাজপুত্র বলিলেন, "মন্ত্রির পুত্রকে মারিয়া রক্ত দেখাইলে আমি আহার করিব।" তাহা শুনিয়া এক কুকুর মারিয়া রাজপুত্রকে রক্ত দেখাইলে রাজপুত্র ভোজন করিলেন॥ তারপর এক দিবস রাজার পুত্র একাকী অশ্বারূঢ় হইয়া গমন করত সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলেন॥ সেখানে এক সওদাগরের জাহাজের মধ্যে এক সুন্দরী কন্যাকে দেখিয়া রাজার পুত্র কামপীড়িত হইলেন॥ সে-কন্যা তাহা বুঝিয়া নালিতাশাক ও শঙ্খ এবং চুল আর খানিক জল সঙ্কেত করিয়া ফেলিয়া দিল॥ রাজপুত্র এই সঙ্কেত বুঝিতে না পারিয়া ঘরে আসিয়া পূর্ব-মত দ্বারে কপাট দিয়া শুইলেন॥ পুনরায় তাহার মাতা-আদি তাহাকে জিজ্ঞাসিল যে, "তুমি কি-কারণ বিমনা হইয়া শুইলা?" সে কহিল, "মন্ত্রিপুত্রকে আনিয়া দিলে প্রাণ রাখিব, নতুবা প্রাণ ত্যাগ করিব।" তাহা শুনিয়া কহিলেন, "মন্ত্রিপুত্র মরিয়াছে; তাহাকে কি-মতে আনিব?।" ইহা বলিয়া পুত্রের কষ্ট দেখিতে না

পারিয়া মন্ত্রিপুত্রকে আনিয়া দিলেন। রাজপুত্র মিত্রকে দেখিয়া বড় হৃষ্ট হইয়া কন্যার সকল সঙ্কেত তাহাকে কহিলেন। মন্ত্রিপুত্র কহিল, "শুন, হে মিত্র: নালিতা শাকে জানা গেল নালিত গিরিতে কন্যার ঘর; শঙ্খেতে বুঝা গেল, সে শঙ্খ-সওদাগরের কন্যা; কেশেতে বুঝা গেল, তাহার নাম বালবতী; জলেতে জানা গেল, তৃষ্ণা থাকিলে যাইবা॥" এ-সকল সঙ্কেত জানিয়া রাজপুত্র সেখানে গিয়া সেই কন্যাকে বিবাহ করিয়া আপন গৃহে লইয়া আইলেন ইতি॥

২২. চতুরাক্ষরের পুষ্পের নাম

এক রাজকন্যা অতি বড় সুন্দরী ছিলেন। তাহার সর্বাবয়ব সুন্দরের নিমিত্ত তাহার নাম সর্বাঙ্গসুন্দরী। তিনি বড় গুণবতী: সর্বদা পণ্ডিত-লোকের সহিত আমোদ করেন॥ সেই রাজার মন্ত্রী অতি বড় গুণবান; প্রতিদিন তাহার সঙ্গে সর্বাঙ্গসুন্দরীর বিদ্যার সমস্যা হয়॥ একদিন মন্ত্রী সর্বাঙ্গসুন্দরীর নিকটে যাইয়া অবানান চারি অক্ষরে সম্ভাষ করিলেন॥ তাহা শুনিয়া সুন্দরী অবানান তিন অক্ষরে উত্তর সম্ভাষ করিলেন। সেই প্রথম চারি অক্ষর: "এই দণ্ডবৎ"; প্রশ্নোত্তর তিন অক্ষর: "এই মঙ্গল"॥ তারপর মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সুন্দরি, চারি অক্ষরে জলজ পুষ্পের নাম--তাহার প্রথমাক্ষরে ধরণীর নাম, শেষ তিন অক্ষরে ভূষণের নাম, মধ্যের দুই অক্ষরে সত্ত্বের নাম, শেষ দুই অক্ষরে আবেশের নাম; ব্যস্ত করিলে বসন্তাদি পুষ্পের নাম, ধান্যের নাম, তটের নাম, অল্পের নাম—এই সমস্ত নাম তাহাতে বুঝাইবে, এমত চারি-অক্ষর জলজ পুষ্পের নাম কি?।" এই বাক্য শুনিয়া সর্বাঙ্গসুন্দরী কহিলেন, "হে মন্ত্রি, কংস করিবরের প্রায় প্রত্যয় হয়, কংস করিবরের নাম কুবলয়, কুবলয় পদ্মের নাম—তাহার প্রথমাক্ষর কু-শব্দে পৃথিবীর নাম, বলয়-শব্দে কঙ্কণের নাম, মধ্যের দুই অক্ষর বল-শব্দে সত্ত্বের নাম; ব্যস্ত করিয়া পাঠ করিলে বকুল-শব্দে পুষ্পের নাম, কুল-শব্দে তটের নাম, যব-শব্দে ধান্যের নাম, লব-শব্দে অল্পের নাম, লয়-শব্দে আবেশের নাম।" এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী নিরুত্তর হইয়া গেল॥

২৩. শৃগাল ও সপ্ত কুম্ভীরশিশু

আনন্দাকর-নাম নগরে গুণসাগর পীতাম্বর নামে এক বৈশ্য বসতি করিত। তাহার এক পুত্র—অজয় নাম; সে বিদ্যাবিমুখ ছিল॥ একদিন ঐ বৈশ্য তাহাকে কহিল যে, "অজয়, তুমি সদ্‌গুরুর নিকটে বিদ্যাভ্যাস কর। বিদ্যাবিহীন ব্যক্তি পশু।

মনুষ্যের বিদ্যা অতিধন [আর ভ্রাত্রাদি বিদ্যাধনে অনধিকারী] আর ব্যয়ে বৃদ্ধি হয়॥" পরে অজয় জ্ঞানোদয়ানন্তর জিজ্ঞাসিল, "সদ্‌গুরু ও অসদ্‌গুরু কি প্রকার?।" বৈশ্য কহিল, "যে-ব্যক্তি ফলানভিসন্ধিপূর্বক বিদ্যাদানে মনুষ্যকে নিস্তার করে, সেই সদ্‌গুরু; আর যে অভিসন্ধিপূর্বক কপট বাক্য দ্বারা বিদ্যাদানে স্বীকৃত হয়, সেই অসদ্‌গুরু প্রাণগ্রাহক জানিবা। ইহার ইতিহাস এই ঃ।

দক্ষিণা দেশেতে পুন্নাগনাগকেশরাগুরুভাণ্ডীরাশোক-শোভিত বনসুন্দরীগণ-বিলাসিতাত্যন্তমনোহর দ্বিরদাস্পদ নামে বন ছিল। তন্মধ্যে এক দীর্ঘিকা-স্থ কুম্ভীরের সপ্তসংখ্যক বালাপত্য দেখিয়া ঐ বনস্থ এক শৃগাল লোভাকৃষ্টচিত্ত হইয়া কুম্ভীরকে কহিল, 'হে কুম্ভীর, তোমার বালক সকল মূর্খ, অতএব আমার নিকটে পাঠ করিতে দেহ; আমার নাম শিবরাম পণ্ডিত; ছয় মাসের মধ্যেই পণ্ডিত করিয়া দিব। স্বচ্ছন্দে মনুষ্যাদি আহার করিবেক এবং মনুষ্য কর্তৃক নষ্ট কদাচ হইবেক না॥' তাহাতে কুম্ভীর মূর্খতাপ্রযুক্ত তুষ্ট হইয়া ঐ সপ্তসংখ্যক অপত্য শৃগালের হস্তে সমর্পণ করিল॥ শৃগাল গর্ত মধ্যে রাখিয়া ক্রমে ক্রমে ছয়টি ভক্ষণ করিয়া একটি রাখিল॥ যে-সময় কুম্ভীর পুত্র-সকল দেখিতে আইসে, সে-ক্ষণে ঐ একটি সপ্তবার উঠাইয়া দেখাইয়া পুনর্বার গর্ত মধ্যে রাখে॥ কুম্ভীর তুষ্ট হইয়া গমন করে; পরে সপ্তম কুম্ভীর-শিশু ভক্ষণ করিয়া শৃগাল পলাইল॥

অতএব তুমি অসদ্‌গুরুর নিকটে কদাচ যাইবা না॥" পরে অজয় সদ্‌গুরুর নিকটে অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যা-পারগ হইয়া পিতৃনিকটে আসিয়া সর্বজনাদৃত হইয়া কালক্ষেপণ করিতে লাগিলেন॥

২৪. বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণতনয়

কর্পূরাকর-নাম নগরে বশম্বদ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পঞ্চ পত্নী ও পঞ্চাশৎসংখ্যক অপত্য। ব্রাহ্মণ দরিদ্র। তাহার গৃহস্থ জীব-সকল ক্ষুধানলে দগ্ধতাপ্রযুক্ত অস্থ্যবশিষ্ট—অতএব উন্দুর দেখিয়া গৃহগোধিকা, বিড়াল দেখিয়া উন্দুর, কুকুর দেখিয়া বিড়াল ভ্রম হয়। প্রাতঃসময়ে ভক্ষণার্থি পত্নীপুত্র-বিলাপ শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ এই প্রকার বিলাপ করেন, "হা, ঈশ্বর, এতাদৃশ দরিদ্রকে পৃথিবীস্থ করিয়া তোমার কি ফল? কেবল পৃথিবীর ভার মাত্র! বহু পরিজন, অথচ ঐশ্বর্য-রহিত —এমত ব্যক্তিকে ধিক্ ধিক্! ঐশ্বর্যরহিতের সহিত, ধনপ্রার্থনাশঙ্কাপ্রযুক্ত, বন্ধুজনও আলাপ করে না।" এই প্রকার বহুতর বিলাপ করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া দুই-এক দিন অন্তর আপনি ও পুত্রদারাদি অর্ধোদর পূরণ করেন॥ ঐ ব্রাহ্মণের

কুমার—প্রিয়ম্বদ নামে—বুদ্ধিমান। তিনি ভাবিলেন যে, "আমরা অতি দুঃখী, কিন্তু রাজার নিকটে গিয়া বিনয়-বাক্য দ্বারা ধনোপার্জন করিতে পারি। বিনয়ে যশো-মান-ধন লাভ হয়। বিনয়ে কি না হয়? কিন্তু সে-ধনে রাজভয়, চৌরভয়… এবং ব্যয়ে নাশ হয়…এবং ভ্রাতৃদিগকে অংশ দিতে হইবেক। তাহা না করিয়া আমি এই প্রকার ধনোপার্জন করিব, যাহাতে চৌরভয় ও রাজভয় নাই, এবং ব্যয়ে বৃদ্ধি হয়, এবং ভ্রাতৃদিগকে অংশ দিতে না হয়, এবং যাহাতে সর্বজনাদৃত ও সর্বজন-ধনসম্পদবান হইব।" ইহা নিশ্চয় করিয়া, দেশান্তরে গিয়া, আলস্য ত্যাগ করিয়া, দিবারাত্রি শাস্ত্রাভ্যাস করিয়া, সর্ববিদ্যাসরিৎপারগ হইয়া, স্বদেশে আসিয়া, রাজ দ্বারা ভূমি-গো-স্বর্ণ বহুতর পাইয়া, পরিজন পালন করিয়া, পিতাকে ধর্মকর্ম করাইয়া, সর্বজনমান্য হইয়া, পুরন্দরের প্রায় কালযাপন করিতে লাগিলেন ইতি॥

২৫. করকাঘাতে দয়ালু ব্যাধের মৃত্যু

কান্যকুব্জ দেশে দেবদত্ত নামেতে এক ব্রাহ্মণ আপন একটি নবম-বর্ষীয় বালক কুটীরে রাখিয়া প্রত্যহ যমুনা-তীরে তপস্যা করিতে যান। পুনর্বার সন্ধ্যাসময়ে কুটীরে আসিয়া ফলমূলাদি আপনি ভক্ষণ করেন ও বালককে ভক্ষণ করান॥ একদিন ব্রাহ্মণ তপস্যা করিতে গমন করিয়াছেন, তাহার বালক কুটীর হইতে বাহির হইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে অতি দূর বনে প্রস্থান করিল। সে নির্জন স্থান। ঐ সময় বড় শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। তাহাতে সেই ব্রাহ্মণ-বালক কাতর হইয়া চতুর্দিগে দৃষ্টি করিয়া কোন দিগে আশ্রয় না পাইয়া রোদন করিতে করিতে সে-স্থান হইতে গমন করিয়া এক বৃক্ষমূলে রহিল॥ সেই বৃক্ষের সন্নিধানে উগ্রকেতু নামে এক ব্যাধ, মস্তকে একখান চর্ম দিয়া, রহিয়াছে। ব্যাধ চিরকাল প্রাণিহিংসক ও খর্ব ও কৃষ্ণবর্ণ ও রক্তলোচন ও পিঙ্গলকেশ ও অতি ভয়ঙ্কর মূর্তি—তথাপি ব্রাহ্মণ-বালক, মনুষ্য দেখিয়া, নির্ভয় হইয়া বৃক্ষমূল হইতে অল্পে অল্পে গমন করিয়া ব্যাধের নিকটে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল॥ ব্যাধ বালকের কাতরতা দেখিয়া দয়াবান্ হইয়া বিবেচনা করিলেক যে, "আমি বহুকালাবধি কুকর্ম করিতেছি, তাহাতে আমার পাপের সংখ্যা নাই। যদি এই ব্রাহ্মণ-বালকের মৃত্যু আমার সমীপে হয়, তবে আমি অতিশয় পাপী হইব॥" ব্যাধ এই বিবেচনা করিয়া, আপনার মস্তকে যে-চর্ম ছিল, তাহা বালকের মস্তকে দিল। পরে করকাঘাতে ব্যাধের মৃত্যু হইল। ব্যাধ সেই কর্মফলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিল॥ অতএব বিপদ্ হইতে রক্ষা-করণের সমান কি আছে?।

২৬. রাজকুমার অতি কৃশ, শাল অতি স্থূল

এক রাজা কোন মহাপুরুষের অভিশাপে সপরিবারে নির্বোধ হইয়া কাল যাপন করিতেন—তাহার বিবরণ ঃ। পূর্বকালে উত্তর দেশে এক রাজা—তিনি আপন পাত্র ও মন্ত্রী লইয়া সর্বদা অবিচার করিতেন। কোন দিন এক প্রজা রাজসাক্ষাৎ গিয়া নিবেদন করিল ঃ "হে মহারাজ, গত রাত্রিতে চোরে আমার গৃহে সিধ দিয়া সর্বস্ব হরণ করিয়াছে, আপনি ইহার বিচার করুন ॥" রাজা তাহা শুনিয়া পাত্র প্রভৃতিকে লইয়া সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া কহিলেন, "যে-ব্যক্তি এই গৃহ নির্মাণ করিয়াছে, সে যদি শক্ত গৃহ নির্মাণ করিত, তবে সিধ হইত না, ও এ-প্রজার সর্বস্ব যাইত না ॥ অতএব গৃহনির্মাণকর্তা-ই ইহার অপরাধী, তাহাকে আনহ ॥" রাজাজ্ঞাতে গৃহনির্মাতা আসিয়া কহিল, "হে মহারাজ, এ-বিষয়ে আমার অপরাধ নাই। কর্মকার আমারদিগের মৃত্তিকা খননের অস্ত্র উত্তমরূপে প্রস্তুত করে নাই, এই-কারণ গৃহও উত্তম হয় নাহি ॥" রাজা কহিলেন, "এ যথার্থ অপরাধী—কর্মকার। তাহার দণ্ড কর্তব্য ॥" আজ্ঞামাত্রে কর্মকার রাজ-নিকটে আসিয়া ও বৃত্তান্ত শুনিয়া কহিল, "প্রভো, আমি অপরাধী নহি। যখন আমি ইহারদের অস্ত্র প্রস্তুত করি, তখন রাজপুত্র অপূর্ব যানারোহণ করিয়া উত্তম হস্তী ও অশ্ব ও অনেক সৈন্য সঙ্গে লইয়া নগর-ভ্রমণে যাইতেছিলেন। তাহা দেখিয়া অন্যমনা হইয়াছিলাম। এ-প্রযুক্ত সুন্দররূপে প্রস্তুত হইল না ॥" ভূপতি ইহা শুনিয়া পাত্রকে কহিলেন, "রাজপুত্র অত্যন্ত অপরাধ করিয়াছেন ঃ চুরি হওনের প্রধান কারণ তিনি। অতএব তদুপযুক্ত দণ্ড এই যে 'তাহাকে শালে দেও;' ইহাতে আর-কোন বিচারের অপেক্ষা নাহি ॥" পাত্র আজ্ঞা পাইবামাত্র লোক দ্বারা শাল-কাষ্ঠ প্রস্তুত করাইয়া এবং রাজকুমারকে তাহার নিকটে আনিয়া দেখিলেন যে, রাজপুত্র অতি কৃশ, শাল-কাষ্ঠ অতিশয় স্থূল ॥ অনন্তর রাজ-সমীপে নিবেদন করিল যে, "রাজকুমার অতি কৃশ, শাল অতি স্থূল ; ইহাতে কি-প্রকারে বসিবেন ?।" তাহাতে রাজা কিঞ্চিৎ কাল বিবেচনা করিয়া কহিলেন, "এই শালে দেওনের উপযুক্ত স্থূল লোক নগরে যে থাকে, তাহাকেই শালে দেও।" অনন্তর রাজদূতেরা নগরস্থ তাবল্লোকের অনুসন্ধান করিতে করিতে, দেবালয়-মধ্যবর্তী স্থূল-শরীর অপূর্ব এক সন্ন্যাসী ঈশ্বর-পূজা করিতেছিলেন, শীঘ্র তাঁহাকে বন্ধন করিয়া আনিতেছে, এই সময় ঐ উদাসীনের এক শিষ্য আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, "প্রভো, এ কি ?" তিনি কহিলেন, "এই অবোধ রাজার নগরে আসিয়া নিরপরাধে প্রাণ-বিয়োগ হয়! যদি কোন উপায় থাকে, তবে কহ।" শিষ্য কহিলেন যে, "আপনি শালের নিকটে উপস্থিত হইয়া হাস্য-নৃত্য-গান করিতে আরম্ভ

করিবেন। আমিও গিয়া সেইরূপ করিব। যদি কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করে, তবে দুইজনে এই কহিব যে, "মহাদেবের আজ্ঞা হইয়াছে যে, এই শাল অতি শুভ ক্ষণে প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাতে যে-ব্যক্তি বসিয়া প্রাণত্যাগ করিবে, তাহার স্বর্গভোগ হইবে। অবএব ইহাতে আমি যাইব'।" পরে সন্ন্যাসিকে শালের নিকটে লইবা-মাত্র উদাসীন হাস্য, নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন।। শিষ্যও সেরূপ করিয়া কহিলেন যে, "এই শালে আমি যাইব, অন্য কেহ যাইতে পারিবে না।।" তদনন্তর রাজা ও পাত্র প্রভৃতি আসিয়া যোগিকে জিজ্ঞাসা করাতে উদাসীন ঐ শিষ্য-শিক্ষিত কথা কহিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা ও পাত্র পরস্পর কহিতে লাগিলেন যে, "এ-শালে আর-কেহ যাইতে পারিবেন না, আমি যাইব।।" অনন্তর রাজা পাত্রকে নিরস্ত করিয়া ঐ শালে বসিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।।

২৭. সর্প ও মূষিক

কোন ব্যালগ্রাহি-কর্তৃক বহু যত্নে এক সর্প ধৃত হইয়া হড়পির ভিতর বদ্ধ ছিল। অনাহারপ্রযুক্ত ক্ষুধাতে অতিশয় কাতর ও দুর্বল হইয়া অনুপায় দেখিয়া কহিল, "হে ঈশ্বর, আমরা বনেতে স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিয়া থাকি! কি-উৎকট অপরাধ করিলাম যে, বিহার দূরে থাকুক, এইক্ষণে কেবল আহার ব্যাতিরেকে আমার প্রাণ-বিয়োগ হয়!" ইতিমধ্যে দৈবাৎ এক মূষিক আপন আহারের অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় আসিয়া স্বভাবপ্রযুক্ত ঐ হড়পিতে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।। ক্ষুধিত ভুজঙ্গম খাদ্য দ্রব্য উপস্থিত দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়া ঐ মূষিককে পরম সুখে ভোজন করিয়া তৃপ্ত হইল। পরে সবল হইয়া সেই মূষিক-কৃত পথ দিয়া অনায়াসে বহির্গত হইয়া কৌতুকে কাননেতে গিয়া আহার বিহার করিতে লাগিল।।

অতএব বুঝি পৌরুষ হইতে দৈব অবশ্য বলবান্ ইতি।।

২৮. সর্পের আগমনে কপোতদম্পতির রক্ষা

চম্পকারণ্যে চন্দন-বৃক্ষে কপোত ও কপোতিকা দুইজন অনেক কাল পর্যন্ত বাস করে।। একদিন প্রাতঃকালে কপোতিকা অনিষ্ট দর্শন করিয়া অতি কাতর হইয়া কপোতকে কহিল, "হে প্রাণনাথ, অদ্য আমারদের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। দেখ, বৃক্ষের তলেতে এক ব্যাধ ধনুকেতে বাণ সংযোগ করিতেছে এবং বৃক্ষের উপর শূন্য ভাগে এক শ্যেন-পক্ষী উড়িতেছে। এ-কারণ এখন ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতিরেকে আমার-দিগের বাঁচিবার আর উপায় নাই।। ইতোমধ্যে অকস্মাৎ এক সর্প আসিয়া সেই

ব্যাধকে দংশন করিলে বিষজ্বালাতে ব্যাধের শরীর অবশ হইল। তাহাতে সেই শর শ্যেন-পক্ষির অঙ্গে লাগিয়া শ্যেন-পক্ষী মরিল, ও সর্পাঘাতে সেই ব্যাধ বৃক্ষতলে মারা পড়িল। কপোতেরা নিরাতঙ্ক হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিল॥

অতএব বলি, প্রাণিরদিগের রক্ষার্থে পরমেশ্বরের কেমন ইচ্ছা, তাহা কহা যায় না ইতি॥

২৯. মূর্খ বকেরা ও রাজহংস

মগধ দেশে কাম্যক বনে দীর্ঘচঞ্চু নামেতে এক বক সপরিবারে বাস করে। এক দিবস সেই বৃক্ষে রক্তচঞ্চু নামে রাজহংস আইল॥ পরে বকেরা জিজ্ঞাসা করিল যে, "তুমি কে ও কোথা হইতে আইলা?" হংস কহিল যে, "আমি রক্তচঞ্চু-নামা রাজহংস। আমি দক্ষিণদেশীয় রম্য সরোবর হইতে আইলাম।" বকেরা কহিল, "সেখানে কি কি আছে?" হংস কহিতে লাগিল, "সে-সরোবরে সুবর্ণ পদ্ম ও অমৃততুল্য জল আছে এবং তাহার তীরে মল্লিকা-মালতী-জাতী-কদম্ব-বকুল-লবঙ্গ-মাধবীলতা প্রভৃতি পুষ্পবন অতি মনোহর আছে; আর মণিমুক্তা-প্রবাল-হীরক প্রভৃতিতে কনক-নিবদ্ধ চারি ঘাট রচিত আছে॥" বকেরা পুনর্বার জিজ্ঞাসিলেক যে, "শামুক কত আছে?।" হংস কহিলেন যে, "সেখানে শামুক নাই।" ইহা শুনিয়া বকেরা হাস্য করিতে লাগিল॥

অতএব বলি, মূর্খ যে-ব্যক্তি, সে পরের গুণ কখনও বিবেচনা করে না ইতি॥

৩০. কুকুরের আস্ফালন ও সিংহের ধৈর্য

দণ্ডকারণ্যে স্ববাহুবলোপার্জিত রাজ্য ভোগ করত এক সিংহ বসতি করেন॥ তৎপর উচ্ছিষ্ট মাংসাহারে হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ এক কুকুর সেই বনে উপস্থিত হইল॥ কিন্তু আপন শরীরের লাবণ্য দেখিয়া অপর পশুরদিগকে তুচ্ছ করে। পরে সেই বনস্থ পশুরদিগের প্রমুখাৎ শুনিলেক যে, সিংহ প্রত্যহ এক এক পশু বধ করিয়া আহার করে। এই বাক্য-শ্রবণে কুপিত হইয়া কহিলেক, "তোমরা আমার সহিত সিংহ সন্নিধানে চলহ॥ আমি তোমারদিগের রাজাকে বধ করিয়া তোমারদিগের রক্ষা করিব।" অপর পশুরা স্ব স্ব প্রাণ রক্ষার কারণ কুকুরের সঙ্গে সিংহের নিকটে উপস্থিত হইল॥ কুকুর সিংহকে কহিল, "তুমি আপন প্রজা বধ করিয়া উদর পূরণ করহ; অতএব অদ্য যুদ্ধে তোমাকে বধ করিব॥" এই বাক্য কহিয়া আত্মবংশজাত ধ্বনি করিতে লাগিল॥ সিংহ বিবেচনা করিলেক, "আমি অনায়াসে যে-নখেতে

হস্তিবধ করি, সে-নখাঘাত করিয়া কুকুর বধ করিলে যশ নাই, বরং অপযশ।" এই বিবেচনাতে কিছু উত্তর না করিয়া থাকিল ॥ কুকুর অল্পবুদ্ধি এবং ছোট-জাতি, এ-জন্যে সিংহের আশয় না বুঝিয়া অত্যন্ত ধ্বনি করিতে লাগিল ॥

৩১. কৈবর্তদের হাতে হিতাকাঙ্ক্ষীর অপমৃত্যু

মণিচূড় নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি এক দিবস শাস্ত্রীয় বিচার-শ্রবণে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া নানাদিগ্দেশীয় পণ্ডিত-পরিবৃত হইয়া পণ্ডিতেরদের পরস্পর বাক্য-ছলেতে শাস্ত্রীয় বিচার শ্রবণ করিতেছিলেন। ইতোমধ্যে শিবশর্মা নামে পণ্ডিত কহিলেন, "হে মহারাজ, সকল লোককেই হিত বাক্য কহিবেক, কাহাকেও অহিত বাক্য কহিবে না ॥" ইহা শুনিয়া হরিশর্মা নামে পণ্ডিত কহিলেন, "হে মহারাজ, আমি নিবেদন করি : হিত কথন উপযুক্ত, অহিত কথন অনুচিত ; আর ছোট লোককে অহিত কহিবে না, হিতও কহিবে না ॥ কেননা হিরণ্যক নামে কপালভিক্ষুক ছোট লোককে হিত করিয়া আপনি নষ্ট হইল।" রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "সে কি ?।"

হরিশর্মা কহিলেন, "শুন, হে মহারাজ। হিরণ্যক নামে একজন সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি মনুষ্যকপাল হস্তে করিয়া ভিক্ষা করিতেন ; এই নিমিত্তে তাঁহাকে কপাল-ভিক্ষুক বলে। পরে ঐ ব্যক্তি একদিন গ্রামান্তরে ভিক্ষা করিতে যাইতেছেন, পথিমধ্যে এক অরণ্যে এক জলাশয় আছে, সেখানে কৈবর্তেরা জাল লইয়া মৎস্য ধরিতেছে, কিন্তু অনেক প্রয়াসেতে অতি অল্প মৎস্য মিলিতেছে ॥ হিরণ্যক তাহা দেখিয়া কহিলেন," হে কৈবর্তেরা, মৎস্য ধরিবার উপায় আমি কহিয়া দেই, শুন।" তাহারা বলিল, "বল।" ভিক্ষুক কহিলেন, "যেখানে মৃত কুকুরাদি পড়িয়া থাকে, তাহা আনিয়া এই জল মধ্যে ফেলিয়া দেও ; তাহা করিলে জলাশয়ের তাবৎ মৎস্য ঐ মৃত শরীরের গন্ধ পাইয়া একত্র হইবে। তখন একবার জাল ক্ষেপণ করিলে প্রচুর মৎস্য পাইবা। তোমারদিগকে এই হিত বাক্য কহিলাম ॥" ইহা কহিয়া সন্ন্যাসী যাইতেছেন, তখন কৈবর্তেরা পরামর্শ করিল যে, "কোথায় মৃত শরীর অন্বেষণ করিব ? এই ভিক্ষুককে নষ্ট করিয়া আপন কার্য সাধন করি !" ইহা কহিয়া তাহাকে লগুড়াঘাতে নষ্ট করিল ॥

অতএব আমি বলি, ছোট লোককে হিত বাক্যও কহিবে না ইতি ॥

৩২. হাঁড়ি ভাঙ্গে, রাণী হাসে

এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাণীর মন্ত্রির সঙ্গে আত্যন্তিকী প্রীতি ছিল॥ এক দিবস মন্ত্রী রাণীকে কহিল, "হে রাণি, আমারদের গোপনভাবে এ প্রীতি রাজা জ্ঞাত হইলে, প্রাণে বধিবেন। অতএব চল, এ-স্থান হইতে দেশান্তরে যাই। অদ্য নিশাভাগে এই নগরের অন্তে পুষ্করিণীর তটে বৃক্ষের মূলে আমি বসিয়া থাকিব; তুমি কিছু অমূল্য রত্ন লইয়া আমার নিকটে যাইবা। পরে দুইজনে একত্র হইয়া সুখে গমন করিব।" এই সঙ্কেত করিয়া মন্ত্রী আপন ঘরে গেল। রাত্রি হইলে মন্ত্রী সেই বৃক্ষের মূলে বসিবামাত্র সর্পাঘাতে তাহার মৃত্যু হইল॥ পরে রাণী নিশাশেষে রাজাকে নিদ্রিত দেখিয়া রাজার গলদেশে অস্ত্রাঘাত করিয়া কিছু অমূল্য রত্ন লইয়া সেই স্থানে গিয়া দেখিল যে উপপতি মরিয়াছে। তাহাতে উদ্বিগ্না হইয়া দেশান্তরে যাইয়া বেশ্যাধর্ম আশ্রয় করিল॥ তাহার পর রাজার মরণান্তর পাত্র-সভাসদ প্রভৃতিরা বিচার করিয়া রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্য করিতে লাগিলেন॥ কিছু দিন পরে রাজপুত্র যুবাবস্থাপ্রাপ্ত হইল ও মহামত্ত হইয়া বেশ্যা-গমন করিতে লাগিল; ও দেশ-দেশান্তরে গমন করিয়া, যেখানে ভাল বেশ্যা পায়, সেই স্থানে যায়। ইতিমধ্যে যে-স্থানে তাহার মাতা বেশ্যা হইয়াছে, সে-স্থানে গিয়া তাহার সঙ্গে অভিগমন করিল। কিন্তু রাণী আপন পুত্র বলিয়া জানিল॥ তারপর সে-পুত্র মরিলে তাহাকে দাহ করিবার সময় রাণী চিতা প্রবেশ করিতে গেল, তাহাতে ভয়ানক অগ্নি দেখিয়া পলাইয়া এক গোপ-গৃহে যাইয়া রহিল। রাজরাণী ছিল; বেশ্যাধর্ম করিল; দুঃখ জানে না। গোপ-গৃহে কত দিন বসিয়া খাইবে?। এক দিবস গোপ কহিল, "বসিয়া কি করিতেছিস? ঘোল বিক্রয় করিতে যা!।" ইহা কহিয়া ঘোলের হাঁড়ি মাথায় তুলিয়া দিল॥ রাজরাণী মাথায় ঘোলের হাঁড়ি লইয়া দুই তিন পাদ গমন করিবামাত্র মস্তক হইতে ঘোলের হাঁড়ি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। রাণী হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল। সকলে দেখিয়া কহিল, "তোর লজ্জা নাই? ঘোলের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া হাসিতেছিস?।" তখন রাণী কহিল, "আমি রাজাকে মারিয়াছি, উপপতিকে সর্পাঘাত হইল, তাহা দেখিয়া বেশ্যাধর্ম করিলাম, তাহাতে পুত্রেতে রত হইয়া চিতা প্রবেশ করিতে গেলাম, সেখান হইতে পলাইয়া গোপগৃহিণী হইলাম...আজি কিঞ্চিৎ ঘোল নষ্ট হইল, এ-জন্যে শোক করিব?।"

৩৩. নরাণাং মাতুলক্রমঃ

কৌশলক্রমে উত্তম লোককে কদুক্তি করিলেও সে বিতুষ্ট না হইয়া বরং তুষ্ট হয় —তাহার কথা ॥

এক ব্যক্তি এক রাজার নিকটে উপস্থিতবক্তৃতা দ্বারা অতিশয় প্রীত ছিল ॥ কিছু কাল পরে তাঁহার একটা পুত্র-সন্তান জন্মিল। পরে এক দিবস ঐ ব্যক্তি আপন সন্তানটি ক্রোড়ে করিয়া রাজার নিকট গেল ॥ রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এ সন্তানটি কাহার?" তাহাতে সে কহিল, "হে মহারাজ, আমার ॥" রাজা কৌতুকক্রমে কহিলেন "যেন আমারি মত।" পরে সে কহিল, "হে মহারাজ, এমনও হয়, কেননা নরাণাং মাতুলক্রমঃ।" তাহার এ-উত্তরে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহপূর্বক অর্থাদি দ্বারা তাহাকে তুষ্ট করিলেন ইতি ॥

৩৪. ব্যাধ ও ভল্লুকের চর্ম

এক ব্যাধের নিকটে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া কহিলেক, "হে ভাই, তোমার নিকটে ভালুকের চর্ম আছে কি না? যদি থাকে, তবে এই চারিটি টাকা লও, আমাকে একখান চর্ম দেও ॥" ব্যাধ কহিলেক, "আমার ঘরে চর্ম নাই। আমার সঙ্গে বনে চল, আমি ভালুক মারিয়া চর্ম দিব ॥" পরে উভয়ে একত্র হইয়া, বনে গিয়া, সেই ব্রাহ্মণ বৃক্ষের উপরে থাকিলেক ॥ ব্যাধ নীচে ধনুর্বাণ লইয়া থাকত এক ভালুক দর্শন করিয়া বাণ ক্ষেপ করিলেক। বাণ ভালুকের গায়ে লাগিলেক না ॥ ভালুক ব্যাধকে মারিবে, ইহা ব্যাধ বুঝিয়া মৃতপ্রায় হইয়া মৃত্তিকায় শয়ন করিলেক। ভালুক আসিয়া ব্যাধকে মৃত দেখিয়া কর্ণে ও মুখে ঘ্রাণ লইয়া চলিল ॥ পরে ব্রাহ্মণ বৃক্ষ হইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেক, "হে ব্যাধ, ভালুক তোমার কর্ণে কি কহিয়া গেল?" ব্যাধ কহিল, "হে বিপ্র, ভালুক আমাকে বলিল যে, 'হে ব্যাধ, তোমার চর্মের সঙ্গতি নাই; তুমি কেন টাকা লইয়াছ? এমন কর্ম আর কখনও করিও না' ॥"

৩৫. শৃগালের করিমস্তক-ভোজনেচ্ছা

এক বনে তিন শৃগাল বন্ধুতা করিয়া একত্র আহার-বিহারাদি করে। কোন দিন বন-ভ্রমণেতে এক মৃত হরিণকে পাইয়া আনন্দে ভোজনারম্ভ করিল ॥ এই সময় এক ব্যাঘ্রের বৎস সেই স্থানে আসিয়া কহিল, "হে অধমেরা, কি করিতেছিস? যদি জীবনেচ্ছা থাকে, তবে হরিণ ত্যাগ করিয়া দূরে পলায়ন কর; নতুবা সংহার করিব।" শিবারদের সেইরূপ কহাতে ব্যাঘ্রবালক ক্রোধেতে এক জম্বুককে নষ্ট

করিল। অবশিষ্ট এক বৃদ্ধ ও যুবা শৃগাল ভয়েতে পলায়ন করিয়া যুবা বৃদ্ধকে কহিল যে, "শত্রু-নিপাতের কি উপায় ?।" বৃদ্ধ যুবাকে কহিল, "সে-অনিষ্টকারী বলবান্ !··· আমরা ছোট-জাতি, দুরিত-মাংসাহারী, দুর্বল ; অতএব উপায় নাহি।" যুবা কহিল, "এ অযোগ্য কথা ; আমি শুনিতে ইচ্ছা করি না। সামর্থ্য হওনের কি পথ, তাহা বল॥" তৎপর বৃদ্ধ বঞ্চক কহিল, "শুন, শ্রমেতে অগ্নি-বৃদ্ধি হয়। দীপ্তানল পুরুষ উত্তম সামগ্রী ভোজন করিলেই বলবান্ হয়॥" পরে যুবা কহিল, "অদ্য প্রভৃতি আমার এ-প্রতিজ্ঞা : অনেক পরিশ্রম করিব ও উত্তম স্থানে শয়নোপবেশন করিব এবং উত্তম দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া বলোপার্জনপূর্বক অবশ্য বৈরি-বিনাশ করিব॥" অনন্তর সে, সমস্ত বন প্রদক্ষিণ করিয়া, শ্রান্ত হইয়া, পর্বতের কিয়দ্দূরোপরি বসিয়া থাকিল। দুই দিবসের পরে দৈবাৎ এক হস্তী তাহার নীচে হইবামাত্র জম্বুক আনন্দিত হইয়া বিবেচনা করিল যে, "ঈশ্বর আমার প্রতি অনুকূল হইয়া এমত উৎকৃষ্ট সামগ্রী আনিয়া দিলেন, যে-করিমস্তক ভোজনেতে সিংহ প্রচুর-পরাক্রম হন ; বুঝি, আমি তত্তুল্য হইব, বিলম্বে প্রয়োজন নাই।" ইহা ভাবিয়া লম্ফ দিয়া হস্তির মস্তকোপরি দন্তাঘাত করিবামাত্র শিরশ্চালন করিয়া শৃগালকে ভূমিতে ফেলিয়া পদাঘাতে চূর্ণ করিল॥ এ-কথার অভিপ্রায় এই : যে-লোক আপনার জাতি ও বল এবং বুদ্ধি বিবেচনা না করিয়া রাগোন্মত্ত হইয়া অসাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার কার্য সিদ্ধ না হইয়া কেবল প্রাণ-বিয়োগ হয়॥

৩৬. পেচক ও কলিঙ্গ পক্ষী

এক বনে পেচকদম্পতী বাস করে। দিবাতে দৃষ্টিহানিপ্রযুক্ত কথোপকথন দ্বারা কাল যাপন করিয়া রাত্রিতে আহারাদি করে॥ এক দিবস পেচক আপন স্ত্রীকে কহিল, "হে প্রিয়ে, শ্রবণ কর। এই বনে আমার তুল্য বলবান পক্ষী নাহি। আমি চঞ্চুচরণ-প্রহার দ্বারা তাবৎ পক্ষিকে নষ্ট করিতে পারি। কিন্তু আমি দয়ালু ; এ-কারণ কাহাকেও কিছু কহি না॥" পেচকী কহিল, "সত্য, আমি তোমাকে দয়াবান ও বীর এবং রূপবান জানিয়া পতি স্বীকার করিয়াছি॥" এই কথা শুনিয়া এক কলিঙ্গ পক্ষী উপহাসচ্ছলে পেচকের মস্তকে চঞ্চুপ্রহার করিবামাত্র শিরো-বিদীর্ণ হইয়া রক্তধারা পড়িতে লাগিল॥ তখন পেচক আর্তধ্বনি করিয়া ক্রন্দন করত ফিঙ্গাকে কহিল যে, "আমি তোমার নিকটে কোন অপরাধ করি নাই, কেন নিরর্থক এতাদৃশ নিগ্রহ করিলা ?।" ফিঙ্গা কহিল, "শুন, অত্যন্ত যোগ্য

লোকেরও আত্মশ্লাঘা কর্তব্য নহে। তুমি অক্ষম হইয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিলা, অতএব ঈশ্বর তোমার এই দণ্ড করিলেন ; আমার প্রতি অক্রোধ হও ॥"

এ-কথার তাৎপর্য এই : অনেক লোকই স্বসদৃশ ব্যক্তির সাক্ষাৎ পুরুষত্ব প্রকাশ করিতে বাসনা করে, কিন্তু ক্ষমতাপন্ন লোকের নিকটে হইলে দর্পের সহিত চূর্ণ হয় ॥

৩৭. বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে

কলিঙ্গ নগরে শূরসেন নামে রাজা ছিলেন। তাঁহার সভাসদ বিদ্যাপতি নামে পণ্ডিত সর্বদা রাজার নিকটে থাকিতেন ॥ এক দিবস পণ্ডিত ও রাজা দুইজন পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন ॥ তাহাতে রাজা কহিলেন যে, "সকল হইতে রাজা বড়।" পণ্ডিত কহিলেন, "না, মহারাজ; সর্বত্র পণ্ডিত বিদ্যা দ্বারা বড়।" এইরূপ দুইজন কলহ করিয়া অতিদূরে এক দুর্গ বনে প্রস্থান করিলেন ॥ পরে সেই বনে এক বটবৃক্ষতলে বিশ্রাম কারণ বসিলেন। সেই বনে দুই যক্ষ পরস্পর অতিশয় বিরোধ করিতেছে। একজন কহে যে, "মাঘ মাসে অধিক শীত হয়;" আর-একজন কহে যে, "মেঘ হইলে অত্যন্ত শীত হয়।" ইতিমধ্যে যক্ষেরা সেই পণ্ডিতকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেক, "তুমি কে ?" বিদ্যাপতি কহিলেন যে, "আমি শূরসেন রাজার সভাপণ্ডিত।" পরে যক্ষেরা কহিল, "তুমি আমারদের দুইজনের কলহ নিষ্পত্তি করিয়া দেহ ॥" পশ্চাৎ পণ্ডিত আপন বিদ্যা-প্রভাবে কহিলেন যে, "তোমারদের দুইজনের বাক্য ন্যূনাধিক নয় : মাঘ মাস ও মেঘ এ-দুইএর মধ্যে যদি অধিক বাতাস হয়, তবে অধিক শীত হয়।" এই বাক্য শুনিয়া দুই যক্ষ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া পাঁচ লক্ষ মুদ্রা পণ্ডিতকে দিলেক ॥

অতএব বলি : রাজা আপন দেশে পূজনীয় আর পণ্ডিত বিদ্যা দ্বারা সর্ব দেশে পূজনীয় ইতি ॥

৩৮. সুবর্ণ ধান্যের বপন

এক রাজা অতি বড় প্রতাপান্বিত ছিলেন। প্রজা-সকলকে আপনার ঔরস পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার দেশে দুঃখী কেহই ছিল না ॥ দেশান্তর হইতে দুই চোর আসিয়া সেই রাজ্যে চুরি করিতে লাগিল। এক দিবস রাত্রিযোগে নিশীশ্বর সেই দুই চোরকে ধরিয়া রাজার সাক্ষাৎ দিল। রাজা তাহারদিগকে দেখিয়া কোপান্বিত হইয়া কোটালকে কহিলেন, "এই দুই জনের প্রাণ বধ কর ॥" কোটাল আজ্ঞা পাইয়া সেই দুই চোরকে লইয়া গেল। একজনের প্রাণ বধ করিল।

আর-জনকে বধ করিবার সময় সে-চোর কহিল, "হে নিশীশ্বর, আমার স্থানে এক আশ্চর্য বিদ্যা আছে। আমি মরিলে এ-বিদ্যা লোপ হইবে। অতএব কহি, এই বিদ্যা রাজাকে দিব। তুমি রাজাকে এই কথা কহ।" কোটাল এ-কথা শুনিয়া রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন করিল। এ-কথা শ্রবণমাত্রেই রাজা চোরকে সম্মুখে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। চোর কহিল, "হে মহারাজ, আমি সুবর্ণের ধান্য ফলাইতে পারি। আপনি স্বর্ণকার আনাইয়া কিছু সুবর্ণের ধান্য প্রস্তুত করিয়া দেউন।" ইহা শুনিয়া রাজা তৎক্ষণমাত্রে স্বর্ণকারকে ডাকিয়া সুবর্ণের ধান্য প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। চোর কহিল, "হে মহারাজ, যে জন্মাবধি কিছু চুরি করিয়া না থাকে, সেই এ-ধান্য বপন করিলে এ-বৃক্ষ উঠিবে। অতএব আপনি রাজা কখনও কিছু চুরি করেন নাই, এ-ধান্য অন্তঃপুরের মধ্যে নির্জন স্থানে বপন করুন।" এ-কথা শুনিয়া রাজা মনে বিচার করিয়া কহিলেন, "হে চোর, আমি বালক-কালে পিতার অজ্ঞাতে অনেক ধন চুরি করিয়া ব্যয় করিয়াছি।" তখন চোর কহিল, "তবে রাণী এ-ধান্য বপন করুন।" রাজা অন্তঃপুরে গিয়া রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রাণী কহিলেন, "আমি বালিকাবস্থাতে মায়ের অজ্ঞাতে অনেক দ্রব্য চুরি করিয়াছি; এখন তোমার অজ্ঞাতে তোমার ধন ব্যয় করিতেছি।" এ-কথা শুনিয়া রাজা আসিয়া চোরকে কহিলেন, "রাণী হইতে এ-কর্ম হইবে না।" তখন চোর কহিল, "আপনকার দেওয়ান ও পাত্রমন্ত্রি-প্রভৃতিরদিগকে জিজ্ঞাসা করুন॥" তৎপর রাজা তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা কহিল, "হে মহারাজ, আপনকার অজ্ঞাতে আমরা সকলেই মহারাজের ধন চুরি করিতেছি; আমারদের হইতে এ-ধান্য বপন হয় না।" তখন চোর কহিল, "হে মহারাজ, আমি চুরি করিলাম বলিয়া আমার প্রাণ বধ করিতে কি নিমিত্তে আদেশ করিলেন?" চোরের এই কথা শুনিয়া রাজা সন্তুষ্ট হইয়া চোরকে আপন সভাতে মন্ত্রী করিয়া রাখিলেন ইতি॥

৩৯. লাবণ্যবতীর উদ্যানে ব্রাহ্মণের পুষ্পচয়ন

লোকেরা বিরোধ করিয়া কার্যসিদ্ধি করিতে পারে না, কিন্তু প্রীতিতে শীঘ্র কার্যসিদ্ধি হয়—এই অতি সুবোধের কর্ম, তাহার দৃষ্টান্ত কিছু কহি॥

গোলা নামে এক নদী। তাহার তটে লাবণ্যবতী নামে এক বেশ্যা ছিল। সেই লাবণ্যবতী আত্মগৃহ সমীপে এক পুষ্পোদ্যান করিয়াছিল। তাহাতে চম্পক-কুরুবক-কদম্ব-কেতক-অশোক-মালতী-জাতী-যূথী-সেবতী-করবীর-নাগকেশর-বকুল-তমালাদি নানা পুষ্প প্রকাশিত হইয়া সকল দিক আমোদিত করে; ও ভ্রমরেরদের গুন গুন

শব্দেতে ও কোকিলেরদের কুহ কুহ রবেতে লোকেরদের অত্যন্ত মনোরঞ্জন হয়। বেলাবসানে লাবণ্যবতী সেই উপবনে বিহার করেন॥ সেই উদ্যানে উত্তম পুষ্প দেখিয়া এক বিদ্যাবান ব্রাহ্মণ দেবপূজার নিমিত্ত উদ্যান হইতে পুষ্পাহরণ করেন॥ এক দিবস লাবণ্যবতী দেখিয়া তাহার সহিত বিরোধ করিল। ব্রাহ্মণ মনে বিচার করিল, "বিরোধে কিছু প্রয়োজন নাই; দিবাভাগে যে-পুষ্প লইতাম, তাহা অরুণোদয়ের পূর্বকালে লইব॥ এই বিচার করিয়া রাত্রিশেষে আসিয়া পুষ্প লইয়া যায়॥ লাবণ্যবতী নিবারণ করিতে না পারিয়া এক ভয়ানক কুকুরকে সেই স্থানে রাখিল॥ ব্রাহ্মণ কুকুরের ভয়েতে পুষ্পোদ্যানে আসিতে সমর্থ না হইয়া মনে বিচার করিয়া সে গোলা নদীতে সাঁতারিয়া চম্পকের ও নাগকেশরের ডাল ধরিয়া বৃক্ষারোহণ করে; বৃক্ষের ডালে ডালে ভ্রমণ করিয়া পুষ্পচয়ন করিয়া পুনর্বার নদী সাঁতারিয়া যায়॥ লাবণ্যবতী বিরোধ করিয়া কোন মতে পুষ্প রক্ষা করিতে না পারিয়া মনে বিচার করিল, "বিরোধে কার্যসিদ্ধি না হয়, প্রীতিতে নিবারণ করিব!" এই অন্তঃকরণে চিন্তিয়া কুকুরকে বাঁধিয়া রাখিল, আপনি উপবনের মধ্যে রহিল। ব্রাহ্মণ জলে সাঁতারিয়া বৃক্ষে উঠিবার সময় লাবণ্যবতী কহিল: "হে ধার্মিক, স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ কর। সে-কুকুর মরিয়াছে: এই গোলা নদীর নিকটে বনে এক বলবান সিংহ আছে, সেই সিংহ আসিয়া কুকুরকে মারিল।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণের মনে বড় ভয় হইল; ও চিন্তা করিল, "কি! কুকুরকে সিংহ নষ্ট করিল, আমি অন্ধকারে যাতায়াত করি! আমাকে কোন দিন নষ্ট করিবে। এ-পুষ্পে কি প্রয়োজন?" এই বিচার করিয়া পুনর্বার সেই স্থানে আইল না॥

৪০. হরিণী-বদনা রাজকন্যা

এক রাজার অতি সুন্দরী কন্যা, কিন্তু সে হরিণী-বদনা জন্মিয়াছিল। রাজা তাহাতে সদা ভাবিত কি-ক্রমে বিবাহ হইবেক; স্বীকার কেহ করে না। এইমতে প্রায় বার তের বৎসর বয়ঃক্রম হইল। এক দিবস রাজা ভাবিত হইয়া সভা মধ্যে বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন: "রাত্রি প্রভাতে প্রথম যাহার মুখদর্শন করিব, তাহার সহিত কল্যই কন্যার বিবাহ দিব।" পরদিন প্রথম একজন মন্ত্রিপুত্রকে দেখিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। মন্ত্রিপুত্র একদিন রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার হরিণী-বদনের বিবরণ কি?" কন্যা কহিল, "তবে কহি, শুন: যদি তুমি ইহার প্রতিকার করিতে পার, তবে আমার মনুষ্যের মুখ হইতে পারিবেক। শুন: আমি জাতিস্মরা, পূর্বজন্মে হরিণী ছিলাম। চিত্রকূট পর্বতের মধ্যে একটা অতি বড় কূপ

আছে ; তন্মধ্যে যে যে-মানস করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহার জন্মান্তরে তাহা-ই সিদ্ধ হয়। অতএব আমি রাজকন্যা হইব, এই মানস করিয়া তাহাতে পড়িয়াছিলাম ; কিন্তু আমার মস্তকে একটা লতা লাগিয়া মাথা উপরে ছিল, সর্বাঙ্গ জল মধ্যে—এ-কারণে আমার এ-দশা। তুমি যদি সেই মাথা তথায় যাইয়া সেই জল মধ্যে ফেলিয়া দিতে পার, তবে আমার মস্তক মনুষ্যাকার হয়।" মন্ত্রিপুত্র তাহা শুনিয়া সেই চিত্রকূট পর্বতে গিয়া সেইমত করিলে রাজকন্যার মনুষ্যের মস্তক হইল। রাজা দেখিয়া এবং বিবরণ শুনিয়া অতি তুষ্ট হইয়া মন্ত্রিপুত্রকে অর্ধরাজ্য দিয়া রাজা করিলেন ইতি ॥

৪১. পণ্ডিতপদ-বাচ্য কে ?

কাবেরী-তীরে যাহিষ্মতী নামে এক পুরীর অধিপ, নানা লক্ষণাক্রান্ত, ধৈর্য-বীর্য-গাম্ভীর্যৌদার্যাদি-গুণোপেত, অথচ সুশীল, ধর্মশীল, দাতা, বিনীত, বেদাদি-শাস্ত্রের পারদর্শী, প্রজারদিগের পুত্রের ন্যায় প্রতিপালক, প্রতাপসিন্ধু নামে এক সার্বভৌম রাজা ছিলেন। তিনি একদা মহতী সভা করিয়া নিজাধিকার-স্থ পণ্ডিত-সমাজ আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভো বিজ্ঞতমেরা, পণ্ডিতপদ-বাচ্য কে ?" তাহাতে বিদ্যাপতি নামে কোন নানা-শাস্ত্রাধ্যাপক কহিলেন, "যিনি শাস্ত্রের যাথার্থ্য-দর্শী, তিনিই পণ্ডিত।" তাহাতে রাজার অন্তঃকরণের মালিন্য না যাওয়াতে পুনঃপৃষ্ট হইয়া বাক্‌সরস্বতী নামে কোন পণ্ডিত উত্তর করিলেন, "যে-ব্যক্তি শীঘ্র সংশয়চ্ছেদ করিতে পারেন, তিনিই পণ্ডিত।" ইহা শুনিয়াও রাজার প্রফুল্লতা হইল না। ইহা দেখিয়া প্রাজ্ঞবর নামে বৃহস্পতিতুল্য অথচ মহাতপা এক প্রাচীন বেদাদি-শাস্ত্রের ধুরীণ পণ্ডিত কহিলেন, "ভো মহারাজ, যে-ব্যক্তি কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্যাদি নানা রিপুকে জয় করিয়া শম-দম-নিয়মাদি-গুণবিশিষ্ট, তিনিই পণ্ডিত।" ইহা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া ঐ পণ্ডিতকে যে-প্রকার পুরস্কার করিলেন, তাহা বক্তব্য নয় ইতি ॥

৪২. হস্তীর চিকিৎসা

শোভাবতী নগরীর নিকটস্থ কানন মধ্যে দুই কৃকলাস স্ব স্ব স্থান হইতে এক বৃক্ষেতে আসিয়া প্রত্যহ ঘোরতর যুদ্ধ করে। ইহা ঐ-বনস্থ এক বৃদ্ধ বানর দেখিয়া বানরদেরদিগকে কহিল, "হে বানরেরা, এই দুই কৃকলাসের রণ এই স্থানে প্রতিদিন হয় ; অতএব এ-স্থান আমারদিগের মঙ্গলদায়ক নয়—যেহেতু যে-স্থানে বিরোধ হয়,

সে-স্থানে সল্লোকের বাস উপযুক্ত নয়॥ সম্প্রতি তোমরা আমরা পরামর্শেতে স্থানান্তরে চল।" ইহা শুনিয়া কতকগুলি বানর ক্রোধ করিয়া বৃদ্ধ বানরকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল, আর কহিল যে, "স্বস্থান ত্যাগ করা কদাচ কর্তব্য নয়।" আর কতকগুলি বানর বৃদ্ধ বানরের সহিত স্থানান্তরে গেল॥ পরে ঐ-নগরীস্থ রাজা প্রধান হস্তিতে আরূঢ় হইয়া মৃগয়ার কারণ ঐ বন মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ঐ দুই কৃকলাসের এক কৃকলাস যুদ্ধেতে পরাস্ত হইয়া ঐ প্রধান হস্তির নাসিকার ছিদ্র দ্বারা মস্তকে প্রবিষ্ট হইল॥ পরে ঐ হস্তী মত্ত হইলে রাজা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়া নানা প্রকার চিকিৎসা করাইলেও ভাল হইল না। তখন এক চিকিৎসক কহিল যে, "বানরের অণ্ডকোষ ভস্ম করিয়া হস্তির মস্তকে দিলে ভাল হইবে।" রাজা তাহা শুনিয়া ঐ বনের বানর আনাইয়া ঐরূপে ঔষধ করিলে হস্তী ভাল হইল। বানরেরা প্রাণ ত্যাগ করিল॥

অতএব যেখানে বিরোধ হয়, সেখানে বিবেচক লোকেরা থাকিবে না ইতি॥

৪৩. নেকড়িয়া ও ব্যাঘ্রের রুটিখণ্ড

পুত্রহীন এক রাজা মৃগয়ার্থে বনে গিয়া তথা হইতে এক নেকড়িয়ার বৎসকে আনিয়া গৃহে রাখিয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন॥ বৎস রাজার গৃহে উত্তম উত্তম দ্রব্য ভোজন করিয়া হৃষ্ট ও পুষ্ট হইল॥ কিয়ৎকালানন্তরে মহারাজ পুনর্বার মৃগয়া জন্যে কাননে গিয়া এক মৃগের উপর বাণ নিঃক্ষেপ করিতে তাহাকে না লাগিয়া তন্নিকটস্থ পূর্ণগর্ভা এক ব্যাঘ্রীকে লাগিয়া শরাঘাতে পুত্র নির্গত হইয়া ব্যাঘ্রীর মরণ হইল॥ রাজা তাহা দেখিয়া করুণাবিষ্টচিত্ত হইয়া ব্যাঘ্র বালককে নিজালয়ে আনিয়া তাহাকেও সন্তানবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন॥ কিছু কাল পরে নৃপতির মৃত্যুকাল উপস্থিত দেখিয়া দুই বৎস একত্র রাজ-সন্নিধানে গিয়া নিবেদন করিল যে, "মহারাজার অবর্তমানে আমারদিগের কি-প্রকারে প্রতিপালন হইবে?।" ভূপাল কহিলেন, "আমি এক মহাপুরুষের স্থানে একখানি রুটী পাইয়াছি। সে-রুটী হইতে যে-ক্ষণে যে-খাদ্যদ্রব্য যাচ্ঞা করা যায়, তৎক্ষণে তাহা পাওয়া যায়। সেই রুটী তোমারদিগের দেই।" ইহা কহিয়া বৎসেরদিগের দিলেন॥ পরে রাজার মৃত্যু হইলে ঐ রুটীর অংশের জন্যে দুই বালকেতে অত্যন্ত বিবাদ উপস্থিত হইল॥ নেকড়িয়ার বৎস কহিল, "আমি রাজার প্রথম প্রতিপালিত এবং জ্যেষ্ঠ, আমি অধিকাংশ পাইব।" ব্যাঘ্রের বালক কহিল, "আমি ব্যাঘ্রের ঔরস-জাত; তুই স্বভাবতঃ আমার হইতে ছোট, আমি অধিক ভাগ পাইব।" এই

বিরোধ করিয়া অংশ-নিষ্পত্তির কারণ বিবাদভঞ্জক নামে এক পশুরাজ সিংহের নিকটে দুই বালক ঐ রুটী লইয়া উপস্থিত হইল ও সকল বৃত্তান্ত কহিল। মৃগেন্দ্র বিস্তারিত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "তোমরা দুইজনেই ভূপতির প্রতিপালিত: উভয়েতে সমানাংশ পাইবা।" এই কথা কহিয়া রুটী লইয়া ভাঙ্গিয়া দুই অংশ সমান করিতে এক অংশ অধিক হইল। তাহাতে তুল্য করিবার নিমিত্ত অধিক-খানের কিছু সিংহ ভক্ষণ করিলেন। তাহার ন্যূনাংশখান অধিক থাকিল। পুনর্বার সেই ন্যূনাংশের কিঞ্চিৎ ভোজন করিলে পূর্ব-অধিকাংশখান অধিক থাকিল। এই রূপে সমাংশ করিতে ক্রমে উভয়াংশই সিংহের ভক্ষিত হইল।। বিচারার্থি বালকদ্বয় পশুরাজের এইরূপ বিবাদ-ভঞ্জকতা দেখিয়া রোদন করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে বনে প্রবেশ করিল।।

অতএব বলি, বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে সমূলে নষ্ট হয় ইতি।।

৪৪. ব্রাহ্মণের দুর্ভাগ্য

ভাগ্যং ফলিত সর্বত্র, ন বিদ্যা নচ পৌরুষং—এই কথা যে প্রসিদ্ধ আছে, তাহার বিস্তারিত এই:।

এক ব্রাহ্মণ বড় গুণবান, এবং সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, এবং মণি-মাণিক্য-প্রবালাদি রত্নের ও ঘোটকাদি চতুষ্পদের মূল্যামূল্য ও গুণাগুণ বিবেচনা করিতে পারেন; কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ, এ-কারণ ধনোপার্জন করিতে পারেন না, ইহাতে বড় দুঃখী। স্ত্রীপুরুষের ও সন্তানাদির ভরণপোষণ হয় না—এ-কারণ দেশান্তরে গিয়া এক রাজার নিকটে উপস্থিত হইলেন।। রাজা তাহার গুণেতে যথেষ্ট বাধিত হইয়া আপনার সভায় রাখিলেন; কিন্তু তাহার নির্বাহ কিরূপে হয়, তাহাতে রাজার মনোযোগ নাই। সেও রাজাকে কিছুই কহিতে পারে না। সেখানেও তাহার দুঃখ দূর হইল না।।

অতএব সুখভোগ-জনক ভাগ্য ব্যতিরেকে পুরুষের কেবল বিদ্যা-পৌরুষাদিতে কিছু করে না ইতি।।

৪৫. পুষ্করিণীতে বানরের জলপান

এক পুষ্করিণীতে এক কুম্ভীর ছিল। সেই কুম্ভীর এক স্বর্ণহার লইয়া কহিল, "এই পুষ্করিণীর জল যে এক বিন্দু পান করিতে পারে, তাহাকে ঐ স্বর্ণহার দিব।।" কিন্তু সেই জল যে স্পর্শ করে, তাহাকে ঐ কুম্ভীর নষ্ট করে। এই প্রকারে অনেক

মনুষ্য হিংসা করিলেক। ইতোমধ্যে এক বানর আসিয়া এক নল লইয়া পুষ্করিণী হইতে ঐ নলের দ্বারা জল পান করিয়া সেই কুম্ভীরকে পরাস্ত করিয়া কহিল, "হে কুম্ভীর, হার আমাকে দেও।" কুম্ভীর হার দিলেক। সে হার লইয়া কহিল, "উপায়েতে যে-কর্ম সিদ্ধ হয়, তাহা পরাক্রমে হয় না॥"

অতএব যে-যে কর্ম উপায়ের দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহা পরাক্রমে হয় না ইতি॥

৪৬. রাজা ও ভাঁড়ের স্বপ্ন

এক দিবস মহারাজ বঙ্গেশ্বর রাজা প্রতাপাদিত্য কৌতুক-ক্রমে আপন সভাসদ ভাঁড় মহেশ দাসকে কহিলেন, "দাস হে, গত রাত্রিতে আমি এই স্বপ্ন দেখিলাম যে, আমরা দুইজনে এক প্রাসাদ হইতে পড়িলাম। আমি একটা দধিকুণ্ডে এবং তুমি এক বিষ্ঠাকুণ্ড মধ্যে। তাহাতে তোমার বড়ই দুরবস্থা হইল॥" তখন দাস করযোড় করিয়া নিবেদন করিল, "হে মহারাজ, এ কি আশ্চর্য! ভৃত্যও গত রাত্রিতে এইরূপ দেখিল, কেবল কিঞ্চিৎ বিশেষ। দুইজনেই প্রাসাদ হইতে পতিত হইলাম, মহারাজ দধিকুণ্ডে, এ-দাস বিষ্ঠাকুণ্ডে—সে-সমস্তই এক-মত। বিশেষ এই: আমি দেখিলাম, আমরা দুইজন আপন আপন কুণ্ড হইতে উত্থান করিয়া মহারাজ দাসের অঙ্গ এবং এ-সেবক মহারাজের শরীর চাটিতে লাগিলাম॥" ইহাতে রাজা হাস্য করিয়া তাহাকে বিস্তর প্রসাদ করিলেন ইতি॥

৪৭. বানরের কৌশলে পশুদের রক্ষা

এক স্থানে একখানি অপূর্ব বন ছিল। তন্মধ্যে নানা প্রকার পশুগণ বাস করিত; এবং পরস্পর-প্রীতি ছিল, কদাচিৎক্রমে বিপক্ষতা ছিল না। এক দিবস ব্যাধেরা যাইয়া তাহার নিকটেতে টোল ফেলাইল॥ কিছু কাল পরে ব্যাধেরা সেই বনে অনেক পশু দেখিয়া সেই বন জাল-দড়া দিয়া ঘিরিয়া পশুদিগকে হননেচ্ছা করিলে, পশুগণেরা কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলে, এক বুদ্ধিমান্ বানর সকলকে কহিল, "তোমরা ভয় করিও না; আমি তোমারদের নির্গত হওনের উপায় করিব।" এই কহিয়া সে-বানর বৃক্ষারোহণ করিয়া জাল-দড়ার বাহিরে যাইয়া ব্যাধেরদের প্রতি-টোলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অগ্নি দিল॥ টোল সকল জ্বলিয়া উঠিলে ব্যাধেরা আপন আপন টোল রক্ষার্থে গেলে পশুরা বানর কর্তৃক ছিন্ন জাল-দ্বার হইতে নির্গত হইয়া পলায়ন করিল ইতি॥

৪৮. হরিণটি কার ?

সৌরাষ্ট্রীয় মহারাজ প্রতাপচন্দ্র স্বীয় বিচার দক্ষতাতে অত্যন্ত সুখ্যাত্যাপন্ন ছিলেন। তিনি একদা সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া বিচার করিতেছেন ; ইতিমধ্যে দ্বারদেশে উপস্থিত ফৈরাদি তিনজনকে দূত দ্বারা বিচারস্থানে আনাইয়া প্রশ্ন দ্বারা সকল অবগত হইলেন যে—এক মৃগ ; তিন ব্যক্তিই কহে যে "আমার" এবং ইহার সাক্ষি কেহ রাক্ষে না, অথচ সমাধা প্রার্থনা করে। তাহাতে রাজার সভাসদবর্গের-দিগের নীতিশাস্ত্রজ্ঞতা পরীক্ষার্থ ঐ বিষয় সমর্পণ করাতে ও 'হরিণ কাহার ন্যায্য স্বতাম্পদীভূত' এরূপ নিস্তুষ বিবেচনা-করণে অনেকেই অশক্ত হওয়াতে, বিদ্বজ্জন মনোরঞ্জন নামে এক মন্ত্রী সুন্দর-রূপ বিবেচনায় স্থির করিয়া ঐ ফৈরাদি তিনজনকে আজ্ঞা দিলেন যে "এককালীন অস্ত্রাঘাত দ্বারা এই হরিণেকে নষ্ট করিয়া ইহার মাংস সমানাংশ করিয়া লও। ইহাতে আঘাতে কালবিলম্ব কিংবা ন্যূনাধিক্য হইলে হরিণমূল্য দ্বিগুণ দণ্ড করিব।।" এ-আজ্ঞার প্রতি বীজ এই যে, পণ্ডিত কর্তৃক উক্ত আছে, "যে বিষবৃক্ষও যদপি রোপণ করে, তবে তাহার ছেদনে ব্যক্তি অসমর্থ হয় ;" অতএব এ-হরিণ যাহার ন্যায্য স্বতাম্পদীভূত হইবে, সে কৃত-প্রতিপালন মায়াপ্রযুক্ত কদাচ ছেদন করিতে উদ্যুক্ত হইবে না। পশ্চাৎ দুই ব্যক্তি অনায়াসে সে-হরিণকে হঠাৎ সংহার করিতে উদ্যত হইল, এবং অপর ব্যক্তি অত্যন্ত খিন্ন হইয়া বরং দণ্ড দেওয়াতে উদ্যুক্ত হইল। তাহাতে ঐ ব্যক্তিকে হরিণস্বামী জানিয়া, অপর দুই ব্যক্তিকে সমুচিত নিগ্রহ করিয়া, হরিণ দিলেন ইতি ।।

৪৯. ব্রাহ্মণবালকের অপহরণ

সৌরাষ্ট্র দেশেতে এক ব্রাহ্মণবালক পাঠশালা হইতে গৃহে আসিতেছে—এ-কালে এক চোর তাহাকে পথিমধ্যে প্রাপ্ত হইয়া তাহার শরীরের তাবৎ অলঙ্কারাদি লইলেক ; কিন্তু, ব্রাহ্মণবালক জানিয়া বধ না করিয়া, ব্রাহ্মণের বাটীর নিকটে বালককে রাখিয়া প্রস্থান করত গ্রামরক্ষক কর্তৃক গৃহীত হইয়া অলঙ্কারাদি সহিত রাজার নিকটে আনীত হইলে পর, রাজা ঐ বালকের পিতাকে দূত দ্বারা আনাইয়া তাবৎ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া চোরের যথোচিত দণ্ড-করণে উদ্যত হইলেন ।। ব্রাহ্মণ রাজাকে নানা প্রকার স্তব দ্বারা সম্মত করিয়া ঐ চোরকে দণ্ড হইতে রক্ষা করিয়া কিঞ্চিৎ পুরস্কার করিয়া বিদায় করিলেন ।। ইহার কারণ এই যে, ঐ বালকের প্রাণ নষ্ট না করিয়া বাটীর নিকটে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন ।।

অতএব সাধু ব্যক্তিরা অপর ব্যক্তির দোষসমূহ ত্যাগ করিয়াও গুণমাত্র গ্রহণ

করে ; এবং দুষ্ট ব্যক্তি নানা গুণ ত্যাগ করিয়া দোষই গ্রহণ করে ॥ ইহার দৃষ্টান্ত —যেমন স্তনেতে দগ্ধ ও রক্ত উভয় থাকাতে বালক রক্ত ত্যাগ করিয়া দুগ্ধই পান করে, কিন্তু জলৌকা ঐ স্তন প্রাপ্ত হইলে দুগ্ধ ত্যাগ করিয়া রক্ত পান করে ইতি ॥

৫০. শৃগালের কাছে ব্যাঘ্রের পরাজয়-স্বীকার

কোন বনে এক ব্যাঘ্র সপরিবারে বাস করে ॥ দিবসে ব্যাঘ্র ও ব্যাঘ্রী আহারার্থ গমন করে, বৎসেরা গৃহে থাকে ॥ এক শৃগাল তাহা দেখিয়া বৎসেরদের নিকটে আসিয়া কহিল যে, "তোরদের পিতা ও মাতা কোথায় ? অদ্য যুদ্ধেতে তাহারদিগকে নষ্ট করিয়া সেই রুধির ও মাংসেতে তৃপ্ত হইব ॥" বৎসেরা তাহা শুনিয়া ভীত হইয়া কহিল যে, "তাহারা গৃহেতে নাই ॥" শৃগাল কহিল, "কোথায় গিয়াছে ?।" বৎসেরা কহিল, "কহিতে পারি না ॥" পরে জম্বুক কহিল, "আমার আগমন নিরর্থক হইতে পারে না। যদি তাহারদের সহিত সাক্ষাৎ না হইল, তবে তোরদিগকে সংহার করিব ॥" বৎসেরা এই কথায় অতিশয় কাতর হইয়া কহিল, "হে মহাশয়, আমরা অতিশয় শিশু ও যুদ্ধাক্ষম ; আমারদিগকে বধ করিলে কি পৌরুষ হইবে ? যদি আজ্ঞা হয়, তবে আমারদিগের ভক্ষণযোগ্য মৃগমাংস আছে ; তাহা ভোজন করিয়া সন্তুষ্ট হউন ॥" ইহা শুনিয়া শৃগাল কহিল, "ভাল ; দেহ !।" অনন্তর ঐ সকল মাংস ভোজন করিয়া জম্বুক স্বস্থানে গেল ॥ শৃগাল এইরূপে প্রত্যহ মাংসাহার করে। দৈবাৎ একদিন শৃগালের ভোজনসময়ে ব্যাঘ্র আসিয়া উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত ক্রোধে তাহাকে নষ্ট করিতে উদ্যুক্ত হইবামাত্র, শৃগাল মনে করিল যে, "আর মরণের সন্দেহ নাই ; এই সময় সাহস করা কর্তব্য।" ইহা ভাবিয়া হাস্যবদন হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ব্যাঘ্র তাহা দেখিয়া সবিস্ময় হইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, "তোর মরণসময় উপস্থিত! কি-কারণ হাস্য ও নৃত্য করিতেছিস ?। বঞ্চক কহিল যে, "কাহার মরণ উপস্থিত, তাহা কহিতে পারি না ; কিন্তু বনবাসিরা সকলে দেখুন যে, তোমার সহিত আমার কিরূপ যুদ্ধ হয় ॥" এই সময় ব্যাঘ্রী আসিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিয়া ব্যাঘ্রকে কহিল যে, "তোমার সহিত যুদ্ধ করিতে শৃগাল সাহসযুক্ত হইতেছে ; অতএব ইহার বীজ থাকিবে।" ব্যাঘ্র কহিল, "কি বীজ ?" ব্যাঘ্রী কহিল, "কোন দেবতার বর থাকিবেক ॥" ব্যাঘ্র ইহা শুনিয়া সন্দিগ্ধ হইয়া জম্বুককে কহিল যে, "আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই; স্বস্থানে যাও ॥" শৃগাল কহিল, "যদি আপন পরাজয় স্বীকার কর, তবে এ-স্থান হইতে যাই ॥ ব্যাঘ্র তাহা স্বীকার করিল ; শৃগাল প্রস্থান করিল ॥

এ-কথার তাৎপর্য এই : যদি সামান্য পুরুষও বিপৎকালে সাহসী হয়, তবে সে অবশ্য আপৎ হইতে উত্তীর্ণ হয় ইতি ॥

৫১. রূপবতীর তিনটি পাণিপ্রার্থী

কালিন্দী-কূলে ব্রহ্মপুর নামে নগর—সে-স্থানে অগ্নিস্বামী নামে ব্রাহ্মণ বাস করেন ॥ তাহার রূপবতী নামে এক কন্যা ॥ সে-কন্যাকে ত্রৈলোক্যযোগিনী সুন্দরী দেখিয়া তিনজন ব্রাহ্মণকুমার তাহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করিয়া অগ্নিস্বামীকে প্রার্থনা করিলেন ॥ অগ্নিস্বামী বলিলেন, "তোমরা রূপবন্ত ও গুণবন্ত আর মহাকুল-প্রসূত এবং বিখ্যাতবীর্য.. এক কন্যা আমি কাহাকে দিব ?।" তাহা শুনিয়া একজন বলিলেন, "আমাকে দেও ॥" অপর বলিলেন, "আমাকে দেও।" আর একজন বলিলেন, "যদি এ-কন্যা একজনকে দিবা, তবে অপর দুই ব্রাহ্মণপুত্র প্রাণ ত্যাগ করিবে ; তবে তুমি বধভাগী হইবা ॥" অগ্নিস্বামী, ব্রহ্মবধ-প্রযুক্ত, কাহাকেও দিল না। এমত সময় দৈবাৎ রূপবতীর মৃত্যু হইল ॥ অনন্তরে কন্যার দাহ হইলে পর এক ব্রাহ্মণ তাহার চিতা-ভস্মেতে আপন দেহ লেপন করিয়া সন্তাপেতে জটাবল্কল-ধারী হইয়া দেশান্তর গমন করিলেন ॥ আর-এক ব্রাহ্মণপুত্র তাহার অস্থি লইয়া তীর্থ-গমন করিলেন। আর একজন তাহার চিতাভস্মে ঘর করিয়া সকল সুখ ত্যাগ করিয়া সে-স্থানে থাকিলেন ॥ পরে জটাধর ব্রাহ্মণ ভ্রমণ করিতে করিতে রুদ্রশর্মা নামে ব্রাহ্মণের ঘরে ভোজনের নিমিত্তে অতিথি হইলেন ॥ রুদ্রশর্মা ব্রাহ্মণীকে বলিল, "হে ব্রাহ্মণি, এ-ব্রাহ্মণকে অন্ন দেও ॥" পরে রন্ধন-সময়ে সে-ব্রাহ্মণী ক্রন্দনকারি আত্মকুমারকে অগ্নিতে ক্ষেপণ করিল। পরে জটাধর সে-শিশুকে মৃত অবলোকন করিয়া অন্ন পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে উদ্যত হইলেন ॥ রুদ্রশর্মা তাঁহাকে গমনোন্মুখ দেখিয়া মন্ত্রেতে পুত্রকে বাঁচাইলেন এবং সে-পুত্রকে দেখাইয়া গমনোন্মুখ জটাধরকে ফিরাইলেন ॥ পরে জটাধর ভোজন করিয়া রুদ্রশর্মার নিকট হইতে সিদ্ধ মন্ত্র লইয়া রূপবতীর চিতাস্থানে আইল ॥ অপর ব্রাহ্মণপুত্র নানা তীর্থে অস্থি স্নান করাইয়া সে-স্থানে আইল ॥ চিতারক্ষক সে-স্থানে ছিল, অতএব জটাধর দুইজনের স্থানে অস্থি ও ভস্ম লইয়া ভস্মেতে অস্থিতে রূপবতীকে মূর্তিময়ী করিয়া সিদ্ধ মন্ত্রেতে বাঁচাইল ॥ কন্যাকে প্রাপ্তজীবনা দেখিয়া তিনজন পাণিগ্রহণ করিবার ইচ্ছাতে পরস্পর কলহ করিতে লাগিলেন ইতি ॥

৫২. রাজপদবাচ্য কে ?

উত্তরকোশল-বাসী শ্বেতকেতু নামে সার্বভৌম মহারাজাধিরাজ ছিলেন। একদা রাজসূয়যজ্ঞানন্তর স্বদেশস্থ নানাদিগ্দেশীয় পণ্ডিতবর্গ ও রাজসমূহেরদিগকে নিজ-মনোগত-সন্দেহ-নিরাসার্থ সুমেধো-নাম স্বীয় পুরোহিত দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভো পণ্ডিতবর্গ এবং হে নৃপতিকুল, তোমরা সকলেই অত্যন্ত বিজ্ঞ এবং মহাত্মা। আপনকারদিগের সন্নিধান দ্বারা এ-সভা সুধর্মা : যে-দেবসভা, তত্তুল্য দ্যুতি ধারণ করিতেছেন ; এবং রাজসূয় যে-মহাযজ্ঞ, তাহাও নিরুপদ্রবে সমাপ্ত হইল। কিন্তু সম্প্রতি প্রশ্ন এই : কি-লক্ষণাক্রান্ত পুরুষ হইলে পণ্ডিত কর্তৃক রাজপদবাচ্য হন ?।" তখন বিদ্যাবিনোদ নামে এক পণ্ডিত কহিলেন যে, "হস্ত্যশ্বরথ-পদাতি-চতুরঙ্গিণী-সেনাবিশিষ্টই রাজপদ-প্রয়োজ্য।" তাহাতে অন্য কোন পণ্ডিত দোষাবিষ্কার করিলেন যে "বনেরও রাজপদবাচ্যত্ব সম্ভব হউক, কেননা হস্ত্যশ্বের স্বাভাবিক বনোৎপত্তিকত্বপ্রযুক্ত এবং রাজারদিগের মৃগয়াধীন চতুরঙ্গিণী সেনাবত্ত্ব বনেরও সর্বদাই আছে।" এই দোষাবিষ্কারে যজ্ঞদত্ত নামে এক পণ্ডিত কহিলেন যে, "অভিষেক, চামর, ব্যজন এবং উষ্ণীষবন্ধন-রূপ লক্ষণোপেত রাজপদবাচ্য।" তাহাতে অন্য কোন পণ্ডিত বিরুদ্ধ তর্কোপন্যাস করিয়া কহিলেন যে, "শরীরস্থ ব্রণাদিরও রাজপদপ্রযোজ্যত্ব সাধু হউক, কেননা তচ্চিকিৎসার্থ জলাভিষেক ও ব্যজন ও পট্টীরূপ উষ্ণীষবন্ধনাত্মক লক্ষণবত্ত্ব তাহাতেও আছে।।" এই দোষানুসন্ধানে এক প্রাচীন বৃহস্পতি-তুল্য বেদাদি-শাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্রের ধুরীণ পণ্ডিত কহিলেন যে, "সাধু লোকেরদিগের রক্ষণ ও দুষ্টেরদের দমন ও অনুগত ব্যক্তি সকলের পোষণ এবং অপ্রতিহতাজ্ঞত্ব-রূপ লক্ষণাক্রান্তই রাজপদবাচ্য।" তাহাতে সভাস্থ সকলের এবং রাজার সন্দেহ-নিরাস জন্মানতে তুষ্ট হইয়া ঐ-রাজকর্তৃক ঐ-পণ্ডিত নানাবিধ-বিত্ত দ্বারা পুরস্কৃত হইলেন ইতি।

৫৩. উপেক্ষিত গজমুক্তা

এক দুল্যার পত্নী গজমুক্তা পাইয়াছিল, তাহার কথা :।

একজন দুল্যার ভার্যা বদরী ফল অন্বেষণ করিতে করিতে কোন বৃহদরণ্যে প্রবিষ্টা হইল। তথাতে এক কুলবৃক্ষতলেতে এক সিংহ বৃহৎকায় গজশ্রেষ্ঠকে বধ করিয়া তাহার কুম্ভ হইতে রক্তপান করিয়াছে ; ঐ হস্তিকুম্ভ হইতে গজমুক্তা নির্গতা হইয়া সে-স্থানে পতিতা আছে। ইতিমধ্যে ঐ দুল্যার স্ত্রী রক্তমিশ্রিত মুক্তা পাইয়া

কুলফল-ভ্রমে প্রথমতো বড় তুষ্টা হইল ॥ তৎপর হস্তদ্বয়ে মুক্তা রাখিয়া বিবেচনা করিতে শুক্লবর্ণ ও কঠিন দেখিয়া নিরাশা হইয়া দূরেতে ক্ষেপ করিল ॥

এতএব সকলকে কহিতেছি যে, কোন উত্তম বস্তু যদি অধম হস্তে পতিত হয়, তাহার দশা প্রায় এইমত হয় ইতি ॥

৫৪. সর্প ও ব্রাহ্মণ

বিপৎকালে ঈশ্বরকে একান্তচিত্তে স্মরণ করিলে সে-বিপৎ হইতে মুক্ত হয়, তাহার কথা ঃ।

সুবর্ণপুর-নিবাসী দুর্গাদাস নামে এক ব্রাহ্মণ ঈশ্বরপরায়ণ। তিনি কোন কর্মানুরোধে গ্রামান্তরে যাইতেছিলেন ; পথিমধ্যে এক বৃহৎ সর্প ব্রাহ্মণকে দেখিয়া অত্যন্ত বেগে দংশন করিবার নিমিত্তে সন সন শব্দ করিয়া নিকটে আসিতেই, সর্প প্রতি ব্রাহ্মণের দৃষ্টিপাত হইবামাত্র তাহার বুদ্ধিলোপ হইয়া এই শব্দ করিল যে, "হে ঈশ্বর, রক্ষা কর..." ইহা বলিয়া অচেতন হইয়া ভূমিতে পতিত হইল ॥ পরে সর্প ব্রাহ্মণকে ভূমিতে পতিত দেখিয়া বিমুখ হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল ॥ ক্ষণেক কাল পরে ব্রাহ্মণ চৈতন্য পাইয়া দেখিল, সর্প নাই। পরে ঈশ্বরকে নানা প্রকার স্তব ও স্তুতি করিয়া সে-স্থান হইতে গমন করিল ইতি ॥

৫৫. ব্যাধবালকের অপমৃত্যু

একজন ব্যাধ স্বভার্যার নিষেধ না শুনিয়া আপন তনয়কে বন মধ্যে লইয়া হারাইয়া আপনি দেশত্যাগী হইয়াছিল, তাহার কথা ঃ।

এক ব্যাধ মৃগয়া করিতে আপন তনয়কে সঙ্গে লইয়া অতি ভয়ানক বনে প্রবেশ করিয়া এক বৃক্ষমূলে বালককে রাখিয়া আপনি পশুগণান্বেষণ করিতে করিতে অতি দূরস্থ হইল ॥ পরে একটা ব্যাঘ্র আসিয়া সেই বালককে একাকি পাইয়া তৎক্ষণে তাহাকে নষ্ট করিয়া ভক্ষণ করিল ॥ কিঞ্চিৎ কালানন্তরে ব্যাধ তথায় আসিয়া দেখিল—কেবল বস্ত্র একখান ও স্থানে স্থানে রক্তপাত হইয়া রহিয়াছে। অতএব ব্যাধ শোক ও লজ্জা-ক্রমে আপন ভার্যার নিকটে না যাইয়া দেশান্তরে গমন করিল ইতি ॥

৫৬. বেজির মৃত্যু, পুত্রের রক্ষা

ধনদত্ত নামে এক বণিক প্রচুর ধন লইয়া বণিজ্যার্থে বিদেশে গিয়া অনেক ধনোপর্জন করিয়া মনোরম নামে হট্টে উপস্থিত হইল ॥ পরে সেই স্থানে উত্তম

উত্তম শ্লোক বিক্রয় হয়, তাহা দেখিয়া এক শ্লোক লক্ষ মুদ্রা দিয়া ক্রয় করিল। সে-শ্লোকার্থ এই যে, "কোন কর্ম বিবেচনা না করিয়া অকস্মাৎ করিবেক না। যদ্যপি হঠাৎ কোন কর্ম করে, তবে সে বিপদ্ব্যক্ত হয়।" পরে বণিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে শ্লোকবিক্রেতা, ইহার প্রামাণ্য কি?" তখন ঐ ব্যক্তি কহিল ঃ।

শুন, সওদাগর, মনোহর নামে নগরেতে এক ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ছিল। ব্রাহ্মণী একদা ব্রাহ্মণকে বলিল, "হে প্রাণনাথ, তোমার নিকটে বালক থাকিল, আমি নদীতে স্নান করিয়া আসি।" ইহা কহিয়া ব্রাহ্মণী অবগাহনার্থে গমন করিলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে ব্রাহ্মণ রাজকর্তৃক আহূত হইয়া পুত্রের নিকটে নকুলকে রাখিয়া কহিলেন, "হে নকুল, তোমাকে বাল্যাবস্থাবধি প্রতিপালন করিয়াছি; অতএব তুমি বিশ্বাসপাত্র। আমার পুত্রকে দেখিবা, যে-মত কোন আপদ না ঘটে।" ইহা কহিয়া ব্রাহ্মণ রাজসন্নিধানে গেলেন; তাহা নকুল স্বীকার করিল॥ অনন্তর এক কাল সর্প আসিয়া শিশুকে দংশন করিলে শিশু মৃতপ্রায় হইল॥ তখন নকুল ঐ সর্পকে সাতখান করিয়া কাটিয়া এক মহৌষধি মুখে করিয়া আনিল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী আসিয়া পুত্রকে মৃত দেখিয়া এবং সমীপে মৃত সর্প দেখিয়া অনুমান করিলেন যে, "নকুল এই সর্পকে আনিয়াছিল; সেইজন্যে আমার পুত্রকে দংশন করিয়াছে।" ইহা বুঝিয়া বিবেচনা না করিয়া নকুলের প্রাণদণ্ড করিলেন॥ পশ্চাৎ ঐ মহৌষধি পুত্রের ঘ্রাণে দিবামাত্র নির্বিষ হইয়া সে উঠিল। পুত্রের জীবনপ্রাপ্তিতে আনন্দযুক্ত হইয়া ও বেজির শোকেতে অতিশয় দুঃখী হইলেন॥

অনন্তর ঐ সওদাগর বাণিজ্য করিয়া যে-কালে বাটীতে আইলেন, সেই কালে ঐ বণিকের স্ত্রী আপন পুত্রকে নানাবিধ দ্রব্য ভোজন করাইতেছিলেন। বণিক তাহা দেখিয়া ঐ ব্যক্তিকে তাহার উপপতি জ্ঞান করিয়া স্ত্রী প্রতি কুপিত হইয়া দুইজনকে বধ করিতে উদ্যত হইবামাত্র ঐ শ্লোকার্থ স্মরণ হইল॥ অনন্তর সমস্ত বিবেচনা করিল যে, "আমি যখন বিদেশে গিয়াছিলাম, তখন আমার স্ত্রী গর্ভিণী ছিল .. সে-গর্ভেতে এই পুত্র হইয়াছে...সম্প্রতি ঐ ব্যক্তি যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছে .." ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া পুত্রকে স্নেহ করিয়া এবং আপন প্রেয়সীকে আলিঙ্গন করিয়া সুখেতে কালক্ষেপণ করিলেন। লক্ষ মুদ্রা ব্যয় সার্থক জ্ঞান করিয়া আনন্দিত হইলেন ইতি॥

৫৭. শিলার ওজন

বিদ্যা অমূল্য রত্ন হন। অন্য রত্ন বিক্রয় করিলে ক্ষয় হয়; বিদ্যারত্ন বিক্রয়

করিলে বৃদ্ধি পায়। অন্য রত্নের চোরাগ্নি-ভ্রাতৃবণ্টনের ভয় আছে; বিদ্যারত্নের সে-ভয় নাই। ঐ বিদ্যা হইতে ধন হয়; ধন হইলে সংভ্রম হয়। সেই ব্যক্তি সভাতে শোভা পায়—ইহার দৃষ্টান্তের কিছু কহি:। এক ব্রাহ্মণ অতি বড় বিদ্যাবান্ ছিলেন। তিনি আপনার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া কোন স্থানে যান না, এ-নিমিত্ত অত্যন্ত দুঃখ হইল॥ এক দিবস ব্রাহ্মণী কহিল, "হে স্বামি, দুঃখেই কাল গেল, সুখের মুখ দেখিলাম না।" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "আমি বিদেশ-গমন করিতেছি। তোমার গর্ভোদয় হইয়াছে। এই গর্ভে এক পুত্র হইবে। সেই পুত্র দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে কৃতবিদ্য হইয়া আমার অন্বেষণে যাইবে।" এই কথা কহিয়া পুত্রের জন্মপত্রিকা লিখিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ গমন করিলেন। দেশান্তরে এক রাজার নিকটে গিয়া বিদ্যার প্রসঙ্গে প্রমোদ করিলেন। রাজা তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে অনেক ধন দিয়া আপন সভাসদ্ করিয়া রাখিলেন॥ তারপর যে-দিবস যত-ক্ষণে ব্রাহ্মণ জন্মপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন, সেই দিন তৎক্ষণের সময় তাহার পুত্র জন্মিল। দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে কৃতবিদ্য হইয়া পিতার অন্বেষণে গেল। যে-রাজার নিকটে পিতা আছেন, সেই রাজার সিংহদ্বারে উপস্থিত হইল॥ সেই সময় রাজা মৃগয়া করিতে প্রস্থান করিতেছে, সভাসদ্ পণ্ডিত অগ্রে আছেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে পণ্ডিত, অদ্য মৃগয়া কেমন হইবে?" পণ্ডিত গণন করিয়া কহিলেন, "অদ্য বনে প্রবেশমাত্র ঝড় হইবে, এক-সের প্রমাণ শিলা বৃষ্টি হইবে।" ইহা শুনিয়া বালক কহিল, "শিলা এক-পোআ প্রমাণে পড়িবে।" এ-কথা শুনিয়া রাজা বালককে বসাইয়া বনে যাইবামাত্রই ঝড়-শিলাবৃষ্টি হইল॥ রাজা তৎক্ষণে শিলা ওজন করিলেন: এক-পোআ প্রমাণ হইল। রাজা দেখিয়া আশ্চর্য জ্ঞান করিলেন ও আসিয়া বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি-শাস্ত্র গণনাতে এক-পোআ প্রমাণ কহিলা ও সভাসদ্ কি-শাস্ত্র গণনাতে এক-সের প্রমাণ কহিলেন?" তখন বালক কহিল, "আমি যে-শাস্ত্র গণনাতে কহিয়াছি, তিনিও সেই শাস্ত্র গণনাতে কহিয়াছেন; কিন্তু অবিচার করিয়া কহিয়াছেন! যে-শিলা এক-সের প্রমাণ আকাশ হইতে পতিত হয়, সে কি পৃথিবীতে সেইমত পড়ে? তাহার চতুর্থাংশের এক অংশ থাকে!" ইহা শুনিয়া রাজা বড় তুষ্ট হইলেন॥ তখন বালক পিতার হস্তাক্ষর জন্মপত্রিকা দিল। রাজা দেখিয়া সমস্ত বিষয় জানিয়া বালককে সভাতে রাখিলেন ও তাহার পিতাকে প্রচুর ধন দিয়া গজ-অশ্ব-দোলারোহণে বিদায় করিলেন॥

৫৮. রাজার সঞ্চিত ধন

শ্রীনিবাস নামে এক নগর ছিল ; তাহাতে প্রজারঞ্জন নামে রাজা বাস করেন ॥ তিনি তিন কোটি সুবর্ণ মুদ্রা বৃহৎ-বৃহত্তাম্রপাত্রে করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে রাখিলেন ॥ কিয়ৎকালের পর অনেক শত্রু মিলিয়া যুদ্ধ করিয়া প্রজারঞ্জনের সকল দেশ অধিকার করিয়া লইল ॥ রাজা হৃতাধিকার হইয়া আপন পুরের মধ্যে থাকিয়া সঞ্চিত ধন ব্যয় করিয়া কাল যাপন করিতে লাগিলেন। অন্য অন্য সকল ধন ব্যয় করিয়া শেষে তিন কোটি স্বর্ণ মুদ্রা উঠাইতে গেলেন ; কিন্তু কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা খনন করিবামাত্র এক বৃহৎ সর্প ফণা ধারণ করিয়া উঠিল, কেহ তাহার নিকটে যাইতে পারিল না ॥ রাজা সেই ধন না পাইয়া ব্যাকুল হইয়া উন্মত্তবৎ খেদ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন ॥ পরে এক দিবস দুই প্রহর রাত্রির সময় রাজা অত্যন্ত উদ্বিগ্নমনা হইয়া সেই ধনের কিঞ্চিৎ দূরে ভ্রমণ করিতেছেন, এই সময় এক যক্ষ সর্পকে কহিল যে, "অরে দুষ্ট সর্প, তুই ধন লইয়া কি করিবি ? ধর্মশীল রাজার ধন রাজাকে দে।" সর্প উত্তর করিল যে, "পরকে বুঝাইবার সময় সকলেই পণ্ডিত হয় ! তুমিও যে-দশ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া রহিয়াছ তাহা রাজাকে দেও।" যক্ষ কহিল, "তুই দুষ্টস্বভাব, আপন ইচ্ছাতে যাইবি না, কিন্তু আমার এই বৃক্ষের ছালের রস তোর উপরে দিলে পর তোর প্রতিকার হয় !" সর্প কহিল, "এ কথা সত্য, কিন্তু যদি আমার এ-স্থানের মৃত্তিকা-মিশ্রিত জল তোমার বৃক্ষের মূলে দেওয়া যায়, তবে তুমিও কি-প্রকারে ধন লইয়া থাক, তাহা জানা যায় !" রাজা এ-সকল বাক্য শুনিয়া প্রাতে সর্প ও যক্ষের কথিত প্রতিকার দ্বারা যক্ষ ও সর্প দুইজনকে তাড়াইয়া ধন উঠাইয়া লইলেন। অতএব মর্মচ্ছেদি বিরোধ কর্তব্য নহে ইতি ॥

৫৯. অন্নপাত্রে গোময়-ভস্ম

এক রাজার দুই সন্তান, কিন্তু উভয় মূর্খতম। রাণী পতিব্রতা। পরে রাজা আপন তনয়েরদিগের বিদ্যার নিমিত্তে নানা-শাস্ত্রজ্ঞ একজন পণ্ডিত রাখিয়া পুত্রের-দিগকে সমর্পণ করিলেন ॥ পণ্ডিত প্রত্যহ নীতিশিক্ষা করান এবং নানাবিধ তাড়না করেন। তাড়নাপ্রযুক্ত দুই ভ্রাতা রাগান্বিত হইল ॥ তদনন্তর জ্যেষ্ঠ রাজবালক কহিল, "এই অধ্যাপক প্রত্যহ পাঠার্থ শাসন করে, অতএব ইহার প্রাণহত্যা করিয়া সুখে কাল যাপন করিব ॥" কনিষ্ঠ কহিলেক, "আপনি উত্তম আজ্ঞা করিলেন, কিন্তু পিতা বর্তমান থাকিলে পুনরায় অধ্যাপক রাখিবেন ; তবে আমাদের ব্যামোহ দূর হইতে পারিবেক না। অতএব পিতৃবিনাশ চেষ্টা করি ; তাহা হইলে নিষ্কণ্টকে

রহিব।" এই পরামর্শে উভয়ে পিতৃবিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, রাণীও তাহা জানিতে পারিয়া আপন পুত্রেরদিগকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া পতির প্রাণ রক্ষা করিলেন ॥ তদনন্তর রাণী বাক্যপ্রস্তাবে আপন সন্তানেরদের দৌরাত্ম্য জানাইলে রাজা কহিলেন, "দুই পুত্র মূর্খ, অতএব পশ্চাৎ ইহারদিগের হইতে রাজ্য লোপ হইবে। এজন্যে কহি: যদি তুমি ইহারদিগের বিবেক জন্মাইতে পার, তবে বিদ্যাশিক্ষা করিবে।" রাণী কহিলেন, "আপনকার আজ্ঞা অবশ্য রক্ষা হইবেক ॥" তৎপরে রাজা কহিলেন, "কল্য ইহারদিগের ভোজন-সময়ে অন্নপাত্রে গোময়-ভস্ম দিবা; তাহা দেখিলে বিবেক হইয়া পাঠ দ্বারা বুদ্ধিবৃদ্ধি হইবেক ॥" রাণী তাহা করিলে পর অন্নপাত্রে গোময়-ভস্ম দেখিয়া রোদন করিতে করিতে দেশান্তরে গমন করিয়া বিবেচনা করিলেক, "পিতামাতা ভস্ম দিলেক; অতএব বিদ্যা হইলে সর্বত্র আদর হইবেক।" এই বিবেচনাতে নানা প্রকার শ্রমেতে কনিষ্ঠ বিদ্যাখ্যাত হইল; জ্যেষ্ঠ যোগী হইয়া নানা দেশ-ভ্রমণে কাল যাপন করিতে লাগিল ॥ পরে লোক-পরম্পরাতে রাজা আপন পুত্রের বিদ্যানুরাগ শুনিয়া সম্মানপূর্বক কনিষ্ঠ রাজনন্দনকে আনিয়া রাজ্য সমর্পণ করিয়া আপনারা তীর্থযাত্রা করিলেন ॥ অতএব কহি: যদি বিদ্যা হয়, তবে ত্যাজ্য হইলেও পূজ্যতাকে পাইয়া সুখে কাল যাপন করে ॥ এজন্যে সকলের কর্তব্য যে, নানা যত্নে বিদ্যাশিক্ষা করিবেক ইতি ॥

৬০. বিদ্যোপার্জন কর...

সদসদ্বিবেচক বিজ্ঞ কোন লোক অন্য-কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলেন যে, "উত্তম কিম্বা অধম বর্গেতে, সুন্দর অথবা কুৎসিত লোকেরা কোন বস্তুতে ভূষিত হইলে সর্বত্র আদরণীয় হয়, আর তাহারদের সুখ্যাতিরূপ সৌরভ পবন-কর্তৃক বাহিত হইয়া নানাদিগ্দেশীয় লোকেরদিগের মন সুতৃপ্ত করে—যেমন শশী আত্মকিরণ-প্রকাশেতে পৃথিবীমণ্ডল দীপ্ত করেন?" ইহাতে তিনি কহিলেন, "মণিমুক্তাপ্রবালাদি ঐশ্বর্যবিশিষ্টের যে মর্যাদা, সে নৈমিত্তিক কেবল আশ্রিত প্রতিপাল্যেরদের নিকট পর্যন্ত। আর যদি কদাচিৎ ধনাদি নষ্ট হয়, তবে তথাতেও মহিমার ব্যতিক্রম অবশ্য হইতে পারে—যেমন জলপ্রদান ব্যতিরেকে উর্বরা ভূমিও শস্য দান করেন না। অতএব বুঝি বিদ্যাগুণ ব্যতিরেকে অন্যোন্য বিষয়ের ক্ষমতা বহুকাল স্থায়িনী এবং সর্বজন-মনোরঞ্জিনী হইবার বিষয় নহে। কিন্তু বিদ্যাবান্ ব্যক্তি নানাশাস্ত্র-নির্গলিত রসাস্বাদনে মনস্তুষ্টি করত সুখেতে কাল যাপন করেন: এবং দেশদেশান্তরীয় মহারাজাধিরাজ চক্রবর্তিরদের সভারোহণ করিয়া গদ্যপদ্যময় বাক্যেতে তাহারদিগকে

এমত প্রীত করেন, যেমন মৃত শরীরে সুধাবর্ষণ দ্বারা জীবনপ্রাপ্ত হয় আর বিদ্যা-বলেতে নির্মিত যে-যে পুস্তক তাহার দ্বারা কালান্তরীয় লোকেরদের পাণ্ডিত্য হওয়াতে সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত তাহার গুণানুবাদ থাকে, এবং পরমেশ্বরপ্রকাশক শাস্ত্রের আলোচনাতে তদ্গতচিত্ত হওনে অবশ্য তদাস্পদপ্রাপ্তির বিষয়। এবং যেমন পরমেশ্বর আরাধিত হইলে বর্ণ বিবেচনা না করিয়া অনুগ্রহ করেন, এমনি বিদ্যা অভ্যস্তা হইলে অনুকূলা হন। এতাদৃশ বিদ্যা-সুখ পরিত্যাগ করিয়া অন্যোন্য বিষয়ের আশাতে জীব-লোকেরা বৃথা কাল ক্ষেপণ করত বিপত্তিস্বরূপ বৃক্ষ রোপণ করিয়া দুঃখ-ফল ভোগ করিতেছে। অতএব কহি, বিদ্যোপার্জন কর, যাহাতে ইহকালে এবং পরকালে সুখানুভব করিবা ॥"

৬১. শুক ও নারিকেল

এক শুক পক্ষী বহু-পক্ব-ধান্যশালি কোন ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে আহার বিহার করিত ॥ এক দিবস সে-ক্ষেত্র সমীপে মনোহর উদ্যানস্থ উচ্চতর নারিকেল বৃক্ষে অপূর্ব অপূর্ব বৃহৎ ফল দেখিয়া হৃষ্ট হইয়া বিবেচনা করিল যে, "এ-উচ্চতম ফল সকল জলশস্যো-ভয়শালি; ইহার এক ফলের শস্যেতে অনায়াসে উদর সম্পূর্ণ হইবে, এবং একত্র জলপানও হইবে। আর উচ্চ স্থানে থাকিয়া ভোজনাদি করিব। নিম্ন দেশে থাকিয়া ধান্যক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ফল একটি একটি করিয়া শত ধান্যেতেও উদরপূর্তি হয় না; আর তৃষ্ণার্ত হইলে স্থানান্তরে গিয়া অন্বেষণ করিয়া জল পান করিতে হয়…অতএব এই সকল নারিকেল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া আহার বিহার করা উচিত।" ইহা স্থির করিয়া মূর্খ শুক পক্ষী অদৃষ্ট-বিহিত চিরকালের ভক্ষণীয় পক্বশালি পরিত্যাগ করিয়া সেই উচ্চতর নারিকেল তরুতে গিয়া উপস্থিত হইল ॥ পরে নারিকেল ফল স্বভাবতঃ কঠিন ও মালা ও ত্বচেতে আবৃততা-প্রযুক্ত। ভক্ষণের উপায় করিতে না পারিয়া ক্ষুধাতে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া সেই ফলের উপর চঞ্চুর আঘাত করিল। তাহাতে শুক পক্ষির ভোজনাশা তো দূরে থাকিল; লাভ হইতে ওষ্ঠদ্বয় ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইল। অতএব বলি: অদৃষ্ট না মানিয়া অধিকাশা করিলে এরূপ হয় ইতি ॥

৬২. ব্যাঘ্র ও সিংহের মিত্রতা

খল ব্যক্তি স্বয়ং বিপত্তির কারণ, আর পরস্পর-বিরোধোপস্থিতি করান এবং পরের অনিষ্ট করিতে সর্বদা অভিলাষী—ইহার এই ইতিহাস ঃ। মলয়াচল সমীপেতে এক মহারণ্য মধ্যেতে উগ্রবীর্য নামেতে এক ব্যাঘ্র বহু কাল সেই মহারণ্যে নানা

প্রকার পশুকুলের অধিপতিস্বরূপেতে আছেন। দৈবাৎ হিমালয়-নিকটস্থ এক মহারণ্যস্থ-পশুসমাজ-রাজাধিরাজ উগ্রাস্য নামধেয় এক পঞ্চাস্য সেই মহারণ্য মধ্যেতে উপস্থিত হইলেন। সেই মহারণ্যে পরশ্রীকাতর ও অতি বঞ্চক এক বঞ্চক ইহা দেখিয়া ব্যাঘ্ররাজের নিকটে উপস্থিত হইয়া এই বাক্য কহিলেক, "উত্তরদেশের অরণ্যের পশুরাজ উগ্রাস্য নামেতে মৃগরাজ এখানে আসিয়াছেন। তিনি তোমাকে এ-বনত্যাগ আর যুদ্ধ—এই দুয়ের এক করিতে কহিলেন।" এবং মৃগেন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিলেক, "তুমি এ-বন ত্যাগ কর, নতুবা যুদ্ধ কর—ইহা এ-বনের রাজা উগ্রবীর্য নামে ব্যাঘ্ররাজ কহিল।।" তাহাতে ব্যাঘ্ররাজ যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে পর এক মন্ত্রী তাহাকে কহিল, "হে মহারাজ, বিবেচনা না করিয়া কোন কর্ম করা উপযুক্ত নয়। অবিবেচনা বিপত্তিকারণ—ইহা নিশ্চয় বিবেচনা করিয়া যিনি কর্ম করেন, তাহার নিকটে সম্পত্তি স্বয়ং আগমন করেন, যেহেতুক সম্পত্তি গুণানুবন্ধা হইয়াছেন।।" অপর মন্ত্রী কহিল, "তুমি যে-কথা কহিলা, ইহা সত্য; কিন্তু আততায়ি ব্যক্তিকে বিবেচনা না করিয়া বধ করা উপযুক্ত; আর, স্ত্রীলোকের লজ্জার ন্যায়, অন্য কালেতে ক্ষমা পুরুষের ভূষণ, কিন্তু যুদ্ধারম্ভ-কালে ক্ষমা পুরুষের স্ত্রীলোকের নির্লজ্জতার ন্যায় দূষণ।।" কোন মন্ত্রী কহিলেন, "তোমার কর্ণ লইয়া কাক পলায়ন করিল—ইহা কোন-জন কহিলে, কর্ণ আছে কি না আছে, তাহা না দেখিয়া কাকের পশ্চাৎ ধাবমান হওয়া অনুপযুক্ত। অতএব এক দূত প্রেরণ করিয়া ইহা তথ্য কি অতথ্য, তাহা জানিয়া যুদ্ধ করা উপযুক্ত।।" পরে এক দূত সেখানে যাইয়া এ-কথা মিথ্যা জানিয়া আসিয়া ব্যাঘ্ররাজের নিকটে কহিল। পরে সিংহ আর ব্যাঘ্র পরস্পর 'হিরণ্যলাভ ও ভূমিলাভ—ইহা অপেক্ষাতে মিত্রলাভ পরম লাভ' ইহা চিন্তা করিয়া মিত্রতা করিলেন। আর শৃগালের নাসিকাদি ছেদ করিলেন।।

৬৩. রাক্ষসের উদরে রাজা

ধন্যমান্য গুণিগণাগ্রগণ্য বদান্য দীনশরণ্য প্রজাপালনতৎপর করুণাসাগর বিবিধধনধাম বীরসিংহ-নাম রাজা নদীতীরে দামিনী-নাম নগরে বসতি করিতেন।। একদিন রাজা প্রভাত-সময়ে অত্যুন্মত্ত মাতঙ্গোপরি আরোহণ করিয়া কোটি কোটি গজ-বাজি-রথ-রথী-অতিরথী-অর্ধরথী ইত্যাদি নানা প্রকার সৈন্যেতে পরিবৃত হইয়া মৃগয়াতে গমন করিয়া কতি কতি নদনদী-নগর-গিরি-গহন ভ্রমণ করিয়া নিজ রাজ্য হইতে অন্য রাজার রাজ্যেতে উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে কিয়দ্দিবসানন্তরে

নানা-রূপধারী বিপনবিহারী মহা-রাত্রিঞ্চর, মায়া করিয়া, সেই রাজার রূপ ধরিয়া, নিজ সহচরবর্গকে তৎসৈন্য-সদৃশ রূপ ধারণ করাইয়া, তদীয় পুরী প্রবিষ্ট হইয়া, রাজার ন্যায় সর্ব কর্ম করিতে আরম্ভ করিল। সেই রাজা কিয়দ্দিবসানন্তরে নিজ নগরান্তে উপস্থিত হইলেন। সেই রাত্রিচর-কে দর্শন করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কোপান্বিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। নগরস্থ সর্বজন বিস্মিত হইল এবং রাজমহিষী বিস্মিতা হইলেন॥ তদনন্তর রাজা আর রাত্রিচর পরস্পর বাক্যযুদ্ধ করিয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিলেন। পরে ঐ নিশাচর নিজ মূর্তি ধরিয়া বিস্তৃতবদন হইয়া অস্ত্রশস্ত্র সহিত রাজাকে গ্রাস করিল॥ রাজা বিকটদন্ত দুরন্তকৃতান্ত সদৃশ রাক্ষসোদরস্থ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হইলেন। রাক্ষস প্রাণ ত্যাগ করিল ও তদীয় সহচরবর্গ পলায়ন করিল॥ পরে রাজা পূর্বের ন্যায় রাজ্য প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিলেন॥ অতএব সংগ্রাম শিক্ষা করা আবশ্যক॥

৬৪. অধার্মিক রাজার পরাজয়

দক্ষিণ দেশে সকলগুণনিধান দানদর্প নামে এক মহারাজ ছিলেন॥ তিনি প্রতিদিন যাচককে প্রচুর ধন দান না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার এরূপ দাতৃতাপ্রযুক্ত আয়াধিক ব্যয় হওয়াতে পূর্বসঞ্চিত ধন ক্ষয় হইয়া নির্ধন হইলেন॥ পরে ধনার্থী হইয়া যুদ্ধোদ্যোগ করিতে সেনারদিগকে আজ্ঞা দিলেন। ইতোমধ্যে এক ব্রহ্মচারী রাজসভাতে উপস্থিত হইলেন॥ রাজা পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,। "হে মহাশয়, আপনি সর্বত্রগামী ও সর্বজ্ঞ পণ্ডিত; এতএব কোন দেশের রাজা অধার্মিক, তাহা আজ্ঞা করুন।" তখন ব্রহ্মচারী কহিলেন, "শুন, মহারাজ, মগধ দেশে কলিপ্রিয় নামে রাজা আছে। তাহার নামানুরূপ গুণ এবং তাহার সাধুপীড়ন পৌরুষ, আর অসাধু-সম্মান কীর্তি, ও পরস্ত্রী-গমন বিনোদ, ও মিথ্যাবাক্য নিত্যক্রিয়া, ও শিষ্টজনাপকার নীতি— অতএব পাপে-অনুরাগ-পুণ্যে-বিরাগ-শালী অধার্মিক এতাদৃশ ভূমণ্ডলে আর নাই। হে মহারাজ, আপনি স্বচ্ছন্দে তাহাকে পরাজিত করিয়া তাহার সম্পত্তি লইয়া পৃথিবীস্থ তাবৎ দরিদ্র প্রতিপালন কর॥" রাজা ইহা শুনিয়া মগধ দেশে গিয়া প্রথম যুদ্ধেতেই সে-রাজাকে নষ্ট করিয়া তাহার পুত্র ধার্মিক ধর্মমালিকে রাজা করিয়া রাজধন অর্ধেক লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন ইতি॥

৬৫. দুই রাক্ষসের মিত্রতা

সূর্যপ্রভা নামে এক বড় নগরী। তাহাতে দুই রাক্ষস থাকে। সে-দুই রাক্ষসের বড়ই প্রীতি : স্নান, ভোজন, শয়ন ব্যবহারাদি সকল একজনকে ছাড়িয়া আর-জন করে না। এমতে কথক দিবস যায়॥ এক দিবস তাহারদের আশ্রমে এক সন্ন্যাসী আইলেন। দুই রাক্ষস সন্ন্যাসিকে সমাদর করিয়া অতিথি করিল॥ সন্ন্যাসির যাইবার সময়ে ইহারা দুইজনে সন্ন্যাসিকে জিজ্ঞাসিল, "হে সন্ন্যাসি, আমাদের দুইজনে বড়ই প্রীতি ; এবং আমরা একত্র বরাবর কাল যাপন করিতেছি। আমারদের অন্তকালে মৃত্যু কি-প্রকার হইবে, ইহা বলিতে পারেন ?" সন্ন্যাসী ইহা শুনিয়া ধ্যান করিয়া বুঝিয়া তাহারদিগকে বলিলেন, "এক কন্যা তোমারদিগকে নষ্ট করিবে।" ইহা বলিয়া সন্ন্যাসী গেলেন॥ পরে কথক কালের পর এক কন্যা—অতি বড় সুন্দরী—সে-নগরীর সরোবরে জল-ক্রীড়া করিতেছে···তাহাকে দেখিয়া দুইজন কামপীড়িত হইয়া দুইজনের পরস্পর বিরোধ হইল। একজন বলিল, "এ-কন্যা আমি লইব।" আরজন বলিল, "আমি লইব।" ইহাই বলিতে বলিতে দুইজনের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। তিন দিবস এ-প্রকারে যুদ্ধ করিতে করিতে দুইজনের অস্ত্রাঘাতে দুই রাক্ষস মরিয়া গেল ইতি॥

৬৬. হস্তীর উপর সিংহের লম্ফ

এই মহী-মণ্ডলেতে চিত্রকূট নামে অত্যুচ্চ এক পর্বতের শৃঙ্গোপরি অতিশয় প্রতাপান্বিত এক সিংহ বাস করেন॥ তিনি প্রত্যহ হস্তির গণ্ডস্থল বিদারণ করিয়া লোহিত মাংসাদি ভক্ষণ করেন॥ এক দিবস ক্ষুধার্ত হইয়া ঐ পর্বতের চতুর্দিকে আহারের কারণ নিরীক্ষণ করিতেছেন ; ইতোমধ্যে রাজধানী হইতে এক অতি মত্ত কুঞ্জর ঐ পর্বতের নিকটে ভ্রমণ করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া সেই পর্বতস্থ সিংহ হৃষ্ট হইয়া তাহার গণ্ডস্থল বিদারণ করিবার নিমিত্তে ঐ উচ্চ শৃঙ্গ হইতে সেই মত্ত হস্তির উপরে ঝম্প দিলেন॥ দৈববশাৎ হস্তির উপর না পড়িয়া ঐ পর্বতের অধোদেশস্থিত এক ব্যাধের আলয়েতে পতিত হইলেন॥ ঐ-কালে ঐ ব্যাধ কর্তৃক শৃগালের ভয়েতে পৃথিবীর গহ্বরেতে লুক্কায়িত কতকগুলি কুক্কুরবালক ছিল। তাহারা ঐ প্রতাপান্বিত সিংহকে দেখিয়া পৃথিবীর গহ্বর হইতে নির্গত হইয়া সিংহের সহিত আস্ফালন করিয়া যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। সিংহ তাহারদিগের গর্জনাদি দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আপনার মান রক্ষা-কারণ সেই স্থান হইত

অল্পে অল্পে পলায়ন করিলেন ॥ অতএব উত্তম ব্যক্তি যদি নীচ স্থানে পতিত হয়, তবে তাহার এতাদৃশী দুর্গতি হয় ইতি ॥

৬৭. কিসে তৃপ্তি হয় ?

বাণপ্রস্থাচারী অজিতসিংহ নামে এক রাজা বসতি করিতেন ॥ তিনি একদা নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ও বেদান্তাদি-শাস্ত্রজ্ঞ মুনিবর্গের সমীপে প্রস্তাবাধীন জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ঋষিসমাজ, আশার তৃপ্তি কি-বিষয়ে হয় ?" তাহাতে নীতিশাস্ত্রবেত্তারা কহিলেন, "হে রাজর্ষে, কামনার উপভোগ-সামগ্রী সেবা করত তৃপ্তি হয়।" তাহাতে বেদান্তশাস্ত্রতত্ত্বদর্শিরা তর্কোপন্যাস করিয়া কহিলেন যে, "শুন ঃ পণ্ডিত কর্তৃক এই কথিত আছে যে, অভিলষি তদ্রব্য ব্যবহারাধীন কদাচ অন্তঃকরণে তৃপ্তি হয় না ; বরং সে-বিষয়ের আশা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হয়, যেমন ঘৃত দ্বারা সিচ্যমান অগ্নি ॥ আর পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করিতেছে যে-ব্যক্তি, তাহার স্বর্গ-রাজ্যের সুখাভিলাষপ্রযুক্ত অন্তঃকরণের অতৃপ্তি; অতএব নিরাকাঙ্ক্ষ না হইলে তৃপ্তি কোথায় ? এবং শান্তগুণাবলম্বী না হইলে সুখ কোথায় ?" এই প্রকার উত্তর করাতে রাজার অন্তঃকরণে মালিন্য দূর হইয়া পরমা তুষ্টি হইল ॥

৬৮. ভ্রমর ও মধুশূন্য কেতকী

এক সুগন্ধ কেতকী পুষ্পে মধুলোভপ্রযুক্ত এক ভ্রমর পতিত হইয়া অতিশয় সৌরভপ্রযুক্ত অনুভব করিল, "অদ্য মধুপান যথেষ্ট হইবেক।" অতএব মধুপানের নানা যত্ন করিল। কিন্তু 'মধুশূন্য কেতকী'—সকলে জানে। অতএব মধুপানে নিরাশ হইয়া ভ্রমর প্রস্থানের চেষ্টাতে যত্ন করিল, কিন্তু প্রথমতো রাগে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, গমনকালে সে-রাগ গত হইয়াছে ; রাগশূন্য ভ্রমর একে পুষ্পরেণুতে চক্ষু গিয়াছে ও কণ্টকেতে শরীর ছিন্নভিন্ন হইয়াছে—অতএব পুষ্প হইতে যাইতে ও তন্মধ্যে থাকিতেও অক্ষম হইল ইতি ॥ অতএব কহি ঃ পশ্চাৎ দোষ অনুসন্ধান না করিয়া কোন রাগ-বশতো যে-কোন কর্মে লোক উদ্যত হয়, তাহার সুখ না হইয়া এইমত দুঃখ-ঘটনা প্রায় হয় ইতি ॥

৬৯. সর্প ও মালাকার

এক মালাকারের এক পুষ্পোদ্যান ছিল। তাহার মধ্যে এক বৃহৎ সর্প ছিল ॥ মালাকার সেই সর্পকে প্রতি দিবস এক বাটী দুগ্ধ দিত ; সর্প সে-দুগ্ধ পান করিয়া

এক তোলা সুবর্ণ ঐ মালাকারকে বমন করিয়া দিতেন। মালাকার সে-স্বর্ণ পাইয়া বড় ধনাঢ্য হইয়া যথেষ্ট সুখভোগাদি করিল। এই প্রকার কথক দিবস গত হইল॥ মালাকার বৃদ্ধ হইয়া বিবেচনা করিল যে, "আমার পুত্রকে ইহা কহি॥" পুত্রকে ডাকিয়া বিস্তারিত করিয়া কহিল যে, "আমি গ্রামান্তরে অদ্য গমন করিব। তুমি এক বাটী দুগ্ধ লইয়া সর্পকে পান করিতে দিবা। সর্প দুগ্ধ পান করিয়া তোমাকে এক তোলা স্বর্ণ দিবেন।" এই কহিয়া মালাকার বাটী হইতে গমন করিল॥ মালাকারের পুত্র দুগ্ধ লইয়া সর্পের নিকটে দিলেক। সর্প দুগ্ধ পান করিয়া এক তোলা স্বর্ণ দিলেন॥ এই প্রকারে দুই-চারি দিবস গত হইল। মালাকারের পুত্র বিবেচনা করিল যে, "এই সর্পকে মারিয়া ইহার উদরের মধ্যে অনেক স্বর্ণ আছে, তাহা লইব।" এই বিবেচনা করিয়া এক দিবস ঐ সর্পের মস্তকে একটা যষ্ট্যাঘাত করিল। সর্প বড় বেদনা পাইয়া মালাকারের তনয়কে দংশন করিলে তাহার মৃত্যু হইল। মালাকার বাটী আসিয়া, উভয়েতেই খেদিত হইয়া, সর্পের নিকটে গিয়া অনেক প্রকার স্তব করিল। সর্প কহিলেন যে, "আমার মস্তকের উপর যষ্টির চিহ্ন আছে, এবং তোমার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে; অতএব আমার সহিত তোমার মিত্রতা কি-প্রকারে হইতে পারে?"

৭০. মূষিকের দয়ায় শুকশাবকদের রক্ষা

তাম্রকর্ণ দেশে এক অতি ভয়ানক বন ছিল। তাহাতে নানা প্রকার পশুপক্ষি-সর্পাদি থাকে। সে অরণ্যের এক দেশে শিংশপা বৃক্ষে শুক ও সারী থাকে। কিছু দিন পরে সারী-প্রসবকাল উপস্থিত হইলে শুক নানা স্থান হইতে তৃণাদি আনিয়া বাসা নির্মাণ করিল। পশ্চাৎ সে-বাসাতে সারী দুই ডিম্ব প্রসব হইল। পঞ্চদশ দিবসের পর ডিম্ব হইতে দুই শাবক জন্মিল। শুক ও সারী আহারাদি আনিয়া শাবকেরদিগের প্রতিপালন করে—ইতোমধ্যে সেই বনে কোনরূপে অগ্নি লাগিল। ইহাতে সেই অরণ্যের যাবদীয় জন্তু পলাইতে লাগিল। ইহাতে শুক ও সারী, কিছু উপায় না দেখিয়া, অত্যন্ত ভাবিত হইল॥ তাহার পর অগ্নি নিকটে আইলে, তাহার উত্তাপে শুক পক্ষী অন্য বনে উড়িয়া গেল। সারী শাবকের মায়াতে সেই বৃক্ষে থাকিল, কিন্তু শাবকেরা অল্প উত্তাপ পাইবামাত্র উড়িতে না পারিয়া বৃক্ষতলে পড়িয়া অল্পে অল্পে চলিয়া মূষিকের গর্তে প্রবিষ্ট হইয়া মূষিককে কহিল, "হে মূষিক, আমরা তোমার শরণ লইলাম। তুমি আমারদিগকে, মারিতে হয়, মার; কিংবা, রাখিতে হয়, রাখ।" উন্দুরু পক্ষিশাবকের এই কথাতে দয়াবান হইয়া কহিল যে,

"তোমারদের বাক্যে আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম, তোমরা এইখানে থাক, কিছু ডর নাই।" ইহা কহিয়া তণ্ডুলাদি আনিয়া খাইতে দিল॥ পক্ষিশাবকেরা উন্দূরু কর্তৃক প্রতিপালনেতে বর্ধিষ্ণু হইয়া কিছু দিন পরে মূষিক হইতে বিদায় হইয়া কাম্যবনে প্রস্থান করিল। সারী সে-অগ্নিতে পুড়িয়া মরিল॥

অতএব ঈশ্বর যাহাকে রক্ষা করেন, তাহার কোনরূপ আপৎ হয় না ইতি॥

৭১. সিয়াগোসের ঔষধে ব্যাঘ্রের আরোগ্য

এক বনে রাহুত নামে ব্যাঘ্র পশুরদিগের উপর রাজত্ব করেন। এক দিবস ব্যাঘ্র সিয়াগোস মন্ত্রিকে কহিলেন: "আমি কিঞ্চিদ্দৃষ্টিহীন হইয়াছি, এ-কারণ স্বহস্তে মৃগ বধ করিতে পারি না, ইহাতে পুরুষত্বের ব্যাঘাত; ও পৌরুষরহিতের জীবন বৃথা। যদি ইহার উপায় করিতে পার, ভাল-ই, নতুবা শরীর নষ্ট করিব॥" সিয়াগোস কহিল: "আপনি বিষণ্ণ হইবেন না, আহারোপযুক্ত মাংস আমরা আনিয়া দিব।" ইহাতে ব্যাঘ্র কোন উত্তর করিলেন না। এই সময় এক বানর রাজাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "যদি আজ্ঞা হয়, তবে ইহার উপায় আমি করিতে পারি।" ইহা শুনিয়া শার্দূল কহিলেন, "শীঘ্র কর; সিদ্ধ হইলে তোমাকে সর্বাধ্যক্ষ করিব।" পরে সে-শাখামৃগ উন্দূরুরদিগকে কহিল যে, "তোমরা নদীতীরে মৃত্তিকা মধ্যে অব্যক্ত বৃহৎ খাত করিয়া তাহার উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত কর। মহারাজ বন মধ্যে মৃগ প্রতি ধাবমান হইলে তাহারা ঐ নদীতীরে আসিয়া গর্তে পতিত হইয়া নদীপারে পলায়ন করিতে পারিবেক না। তখন মহারাজ অনায়াসে তাহারদিগকে বধ করিবেন॥" পরে ঐরূপ করাতে ব্যাঘ্র স্বচ্ছন্দে মৃগ বধ করিয়া অতিশয় তুষ্ট হইয়া বানরকে মন্ত্রি করিলেন। সিয়াগোস অপদস্থ হইল। একদিন রাত্রে হস্তিযূথ তৃষ্ণার্ত হইয়া নদীতে জলপানের জন্যে আইল; তাহাতে ঐ খাত কতক ভাঙ্গিয়া সমভূমি হইল, কতক স্থানে গর্ত থাকিল॥ পরদিন শার্দূল ঐরূপ মৃগ প্রতি ধাবমান হইলে তাহারা নদীকূলে আসিয়া ঐ ভগ্নগর্ত-সমভূমিতে আসিয়া এক লাফে নদীপারে পলায়ন করিল। ব্যাঘ্র অন্য গর্তে পড়িয়া ভগ্নপাদ হইয়া রোদন করিতে লাগিলনে॥ এই সময় বানর প্রভৃতি সকল পশু আসিয়া ব্যাঘ্রকে স্ব-স্থানে লইয়া গেল॥ পরে ব্যাঘ্র কহিলেন, "তোমরা সকলে পরামর্শপূর্বক আমার আরোগ্য চেষ্টা কর, নতুবা প্রাণ রক্ষা হয় না।" মর্কট কহিল, "মহারাজের ব্যামোহ শুনিয়া আমরা প্রায় সকলেই আসিয়াছি, কেবল পূর্বমন্ত্রী সিয়াগোস আইসেন নাই॥" রাজা ইহা শুনিয়া রুষ্ট হইয়া কহিলেন, "সে পদচ্যুত হইয়া আমার প্রতি বিরক্ত আছে, বুঝি; আমার মৃত্যু

অপেক্ষা করে। ভাল সাক্ষাৎ হইলে প্রথমতো তাহাকে নষ্ট করিব, পরে পীড়ার প্রতিকার হইবে।।" এই সময় সিয়াগোস এক ঔষধ হস্তে করিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিল, "হে মহারাজ, আমি আপনকার ব্যামোহ শুনিয়া বৈদ্যের নিকটে ঔষধ আনিতে গিয়াছিলাম; এ-কারণ বিলম্ব হইয়াছে, অপরাধ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হয়।।" ব্যাঘ্র ইহা শুনিয়া কহিলেন যে, "তোমা হইতে জ্ঞানবান আত্মীয় আমার আর কেহ নাই। ঔষধ কি প্রকার সেবন করিতে হইবে?" সিয়াগোস কহিল, "বুদ্ধিমানের দ্বাদশ তোলা রক্তের সহিত ঔষধ লেপন করিলে বেদনার স্বাস্থ্য হইবে।" ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন যে, "তোমা হইতে বুদ্ধিমান আর কে আছে?" সিয়াগোস উত্তর করিল, "যদি আমি বুদ্ধিমান হইতাম, তবে কেন অপদস্থ হইলাম?" অনন্তর শার্দূল কহিলেন, "তবে বানর বুদ্ধিমান; যাহা উপযুক্ত হয়, শীঘ্র কর।" এ-আজ্ঞা হইবামাত্র সিয়াগোস বানরকে ধরিয়া কিঞ্চিৎ দূরে গিয়া কহিলেন যে, "তুই আমার পদ লইয়া অকারণ প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছিলি; এখন তোর রক্ষক কে?" তাহাতে বানর কহিল যে, "আমি অনেক অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা কর।।" অনন্তর সিয়াগোস নখেতে বানরের শরীর বিদীর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ রক্ত লইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিয়া রাজাকে সুস্থ করিল। বানর সে-বন হইতে প্রস্থান করিল।

এই কথার তাৎপর্য এই: কাপুরুষেরা অল্প প্রতিপত্তির নিমিত্তে উত্তম লোককে পদচ্যুত করে এবং প্রভুকেও বিপত্তিগ্রস্থ করে; সাধু লোকেরা অনিষ্ট চেষ্টা না করিয়া স্বামির হিতেচ্ছাপূর্বক স্বকর্ম উদ্ধার করে ইতি।।

৭২. চাতকের প্রতি শুকের পরামর্শ

একাম্র কাননেতে এক চাতক পক্ষী বৃষ্টি-ধারা প্রার্থনা করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া এক শুক পক্ষী কহিল, "হে চাতক, তুমি আমার এক বাক্য শুন।" চাতক জিজ্ঞাসা করিল, "কি? কহ···।" তখন শুক পক্ষী কহিতে লাগিল, "এক কালে আমি দক্ষিণ দেশে অতি সুপক্ক ধান্যক্ষেত্রে চরিতে চরিতে প্রচুর অতিমনোহর ফল-যুক্ত এক নারিকেল বৃক্ষ দেখিয়া অতি হৃষ্টমনা হইয়া ধান্যক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া সেই নারিকেল বৃক্ষে গেলাম। কিন্তু সে স্থানে গিয়া, বড় ক্ষুধিত হইয়া, নারিকেল ভেদ করিতে অনেক যত্ন করিয়া, ভাঙ্গিতে না পারিয়া, আমার ভোজনেচ্ছা তো গেলই, আরও চঞ্চুদ্বয় চূর্ণ হইল। তুমি সেইমত, জলপূর্ণ সমুদ্র-নদনদী-সরোবর-কূপাদি থাকিতেও, সেই জল পান না করিয়া, যে মেঘ হইতে বজ্রপাতের সহিত

বারিধারা যাচ্ঞা করিতেছ এ অতি মন্দ।" অতএব ইহার ফল উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া অন্য চেষ্টা করা কেবল দুঃখের নিমিত্ত হয় ইতি ॥

৭৩. চোরের হাতে গায়কের নিপীড়ন

শীতকালে একজন গায়ক বিদেশস্থ হইয়া রাত্রিযোগে এক চোরের সরদারের বাটী উপস্থিত হইয়া গানারম্ভ করিল। ইতিমধ্যে প্রধান চোর আপন পরিষদ্‌গণের-দিগকে গায়কের বস্ত্রাদি দ্রব্য সকল হরণ করিতে আজ্ঞা করিল ॥ পরে তাহারাও তদনুযায়ি করিলে গায়ক নিরুপায় হইয়া রোদন করিতে করিতে চলিল। এবং, কএকটা কুকুর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছাড়িয়া দিল—তদ্ভয়প্রযুক্ত বিবেচনা করিল যে, "ডেলা উঠাইয়া কুকুরগুলাকে তাড়না দ্বারা নিবারণ করি।" কিন্তু তৎকালীন ভূমিতে বরফ পতিত হইয়া প্রস্তরবৎ হইয়াছিল; অতএব অনুপায় হইল। এবং কুকুরগুলাও তাহাকে নষ্ট করিতে উদ্যত দেখিয়া প্রধান চোর দয়াযুক্ত হইয়া তাহাকে পুনর্বার ডাকাইয়া কহিল, "হে গায়ক, আমরা দস্যুবৃত্তিতে মনুষ্যের ধনাপহরণ করিয়া আত্মপোষণ করি; তুমি কি-ভরসা-ক্রমে এমন স্থলে আসিয়াছ? যাহা হউক, তুমি কি যাচ্ঞা কর?" গায়ক প্রত্যুত্তর করিল, "প্রার্থনা এই যে—শীতে বড় পীড়া পাই; যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার বস্ত্রগুলা ফিরাইয়া দেও, তবে তোমারদিগকে আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান করি।" পরে প্রধান চোর ভাণ্ডার হইতে কিঞ্চিৎ মুদ্রা ও গায়কের বস্ত্রাদি দ্রব্য সকল পুনর্বার ফিরিয়া দিল। গায়ক তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিল ইতি ॥

৭৪. মন্দবুদ্ধির স্বপ্নভঙ্গ

কাশ্মীর দেশেতে মন্দবুদ্ধি নামে এক সেকচিল্লী থাকে—সে নগরে মোট বহিয়া মজুরী করিয়া খায়। এমতে কথক দিন যায় ॥ এক দিবস কোন সিপাই হস্তিনা নগর হইতে সেখানে আসিয়া, এক ঘড়া ঘৃত খরিদ করিয়া, মজুর তল্লাস করিতে, সেখানে ঐ মন্দবুদ্ধি বলিল যে, "আমি এ-ঘৃতকুম্ভ লইয়া যাইব, কিন্তু রোজ চারি আনা মজুরী লইব।" সিপাই তাহা স্বীকার করিল ॥ পরে মন্দবুদ্ধি তাহার সঙ্গে ঘৃতকুম্ভ লইয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে মনে মনে বিচার করিতে লাগিল, "ঐ যে সিপাইর ঠাঁই মজুরী পাইব, তাহাতে প্রথম মুরগী খরিদ করিব। তাহার অনেক বাচ্চা হইলে পাল বাড়িলে মুরগী বেচিয়া বকরী কিনিব। তাহার পাল বাড়াইয়া বেচিয়া গরু কিনিব। গরুর পাল বাড়াইয়া বেচিয়া ঘোড়া কিনিব। ঘোড়ার

পাল বাঢ়াইয়া বেচিয়া হাতি কিনিব। হাতির পাল বাঢ়াইয়া বেচিলে অনেক টাকা হইবে। সেই টাকাতে কোঠা করিব। এবং বিবাহ করিব। বিবাহ করিলে পুত্র হইবে। আমি বড় মানুষ হইব। পুত্র ডাগর হইবে। আমি দালানে বসিয়া থাকিব। আমাকে ভাত খাইতে ডাকিতে আইলে আমি কহিব, "আমি ভাত খাইব না।" ইহা বলিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে মাথা হইতে সে-ঘৃতকুম্ভ ভূমিতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল॥ সেপাই তাহাকে ধরিয়া মারিল। মারি খাইয়া তথা হইতে পলায়ন করিতে করিতে কহিতে লাগিল, "ভাইরে, হুআ ঘর খুআ…" ইতি॥

৭৫. ভেকের আস্ফালন

উত্তর দেশে করঞ্জি নগরে শত্রুধ্বজ নামে এক বৃহৎকায় হস্তী ছিল। সে সর্বদা মদোন্মত্ত; এ-কারণ প্রায় বদ্ধই থাকিত॥ দৈবাৎ একদিন পথিমধ্যে গমন করিতেছে, ঐ সময় এক ভেক সেই পথে যাইতেছিল। হঠাৎ সেই হস্তিকে আপন অগ্রে দেখিয়া, ভয়প্রযুক্ত কোন দিকে যাইতে না পারিয়া, সেই স্থানেতে শুষ্ক পত্রের নীচে লুকাইয়া থাকিল। দৈবাৎ কোন কারণে হস্তী তাহার উপর পদাঘাত না করিয়া তাহাকে লঙ্ঘন করিয়া গেল॥ ভেক সেই স্থানে মূর্ছিত হইয়া ঐ শুষ্ক পত্রের নীচে রহিল। কিঞ্চিৎ পরে ঐ পথে এক পথিক যাইতেছিল; সে পথিমধ্যে হস্তির পদচিহ্ন দেখিয়া কহিল, "এই পথেতে কি-বৃহৎ হস্তী গিয়াছে যে তাহার ভরেতে এমত শুষ্ক মৃত্তিকা গর্ত হইয়াছে!! তখন ভেক পথিকের বাক্য-শ্রবণে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া শীঘ্র গতিতে পথিকের অগ্রে আসিয়া কহিল যে, "দেখ, আমারদের চতুষ্পদের এই ধর্ম যে, আমরা যে-স্থানে হইয়া যাই, সে-স্থানে আমারদের পদাঘাতে গর্ত হইয়া যায়॥" পথিক ভেকের গর্বোক্তি শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল, "হে চন্দ্রবদন ভেক, তোমার তুলনা হস্তির সহিতই বটে!…কিন্তু আমি এখন বুঝিয়াছি যে, তাহার ভয়েতে তুমি এতক্ষণ এই শুষ্ক পত্রের নীচে মৃতপ্রায় হইয়া লুকাইয়াছিলা—এই যে বিশেষ জানি…" ইতি॥

৭৬. নাপিতের চুরি, ব্রাহ্মণের মৃত্যু

অত্যন্ত দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিয়া কাল যাপন করিতেন, ও তাঁহার বন্ধু এক নাপিত ছিল। নাপিতও অত্যন্ত দুঃখী: আপন ব্যবসায়ের দ্বারা প্রত্যহ দুঃখ পাইয়া আহারের সংস্থান করিয়া কালক্ষেপ করে। ব্রাহ্মণ একদিন নাপিতকে

কহিলেন, "হে মিত্র, আমার পুত্রের যজ্ঞোপবীত দিতে হবেক। এখানে প্রত্যহ যাহা ভিক্ষা করিয়া আনি, তাহা থাকে না, আহার করিতে যায়। এখন হইতে অন্য দেশ গমন করিয়া কিছু না আনিলে পুত্রের উপনয়ন হয় না। অতএব ইহাতে কি-পরামর্শ তোমরা আমাকে কহ।" নাপিত ব্রাহ্মণের বাক্য শুনিয়া কহিল, "মহাশয়, ভাল আজ্ঞা করিয়াছেন। আমার পুত্রের বিবাহ দিব। দুই মিত্র একত্র বিদেশ গমন করিয়া, যাহা আনিতে পারি, তাহাতে আপন আপন কর্ম-নির্বাহ হয়। নতুবা এখানে থাকিয়া কিছু হইতে পারে না।" এমত দুইজন পরামর্শ স্থির করিয়া বিদেশ গমন করিলেন॥ এক ভদ্র গ্রামে উপস্থিত হইয়া বাসা করিয়া থাকিলেন। ব্রাহ্মণ প্রত্যহ ধনবান লোকের আলয়ে গিয়া আত্মপরিচয় দিয়া ভিক্ষা করেন; সকলেই কিছু কিছু দেয়; প্রায় চল্লিশ টাকা ভিক্ষার দ্বারা পাইলেন। নাপিত প্রত্যহ আপন ব্যবসায় দ্বারা পনর টাকা উপার্জন করিল। দুইজন পরস্পর কহিলেন, "চল, দেশে যাই; যাহা এখানে পাইলাম, ইহাতে কর্মনির্বাহ হইতে পারিবেক।" দুইজন একত্র হইয়া আপন আপন মুদ্রা লইয়া দেশ প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে এক স্থান রাত্রি হইল, সেখানে এক গৃহস্থের বাটীতে দুইজন অতিথি হইয়া থাকিলেন। ভোজনান্তে দুইজন শয়ন করিল। ব্রাহ্মণের নিদ্রা হইল, তখন ধূর্ত নাপিত মনে বিবেচনা করিল, "ব্রাহ্মণকে নষ্ট করিয়া উহার ধন লইয়া আমি দেশে প্রস্থান করি; তবে পুত্রের বিবাহ, ঘটা করিয়া, দিতে পারিব। নতুবা যে-টাকা আমি লইয়া যাইতেছি, ইহাতে কর্মনির্বাহ হইবে না।" ইহা স্থির করিয়া অল্পে অল্পে উঠিয়া ব্রাহ্মণের গলদেশে ক্ষুর দিয়া প্রাণ নষ্ট করিয়া ব্রাহ্মণের সমদায় টাকা লইয়া সে-রাত্রে সেখান হইতে আপন নগরেতে উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণের বাটীতে সমাচার দিল, "তাহার পীড়া হইয়া বিদেশে মৃত্যু হইয়াছে।" ব্রাহ্মণী স্বামির মৃত্যুসমাচার শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ধূর্ত নাপিত আপন আলয়ে হৃষ্টচিত্ত হইয়া রহিল ইতি॥

৭৭. বন্ধুর বিফল পরামর্শ

এক ব্যক্তি গ্রহপীড়াপ্রযুক্ত অনেক দিবসাবধি কষ্ট পাইতেছিল, তথাপি কাহারও দ্বারস্থ হইয়া কখন কিছু যাচ্ঞা করে না। ইতিমধ্যে তাহার পূর্বকালের বন্ধু—বিক্রমদত্ত নামে—তথায় আসিয়া বন্ধুর দুঃখ দেখিয়া কহিল, "হে মিত্র, রাঢ়দেশীয় এক মহাজন প্রায় এক বৎসরাবধি ধন ব্যয় করিতেছে। অতএব তুমি তথায় যাইয়া যদি কিছু যাচ্ঞা কর, তবে বুঝি তোমার দুঃখ-নিবারণ হইতে পারে।"

তিনি এই উপদেশ-ক্রমে অতি তুষ্ট হইয়া ক্রমে ক্রমে তিন চারি দিবসে সে-মহাজনের সভায় প্রবেশিয়া দেখিলেন—তিনি নীরব, অতি নিরস-বদন বসিয়া রহিয়াছেন। ইহাতে তিনি যাচ্ঞা কিছু না করিয়া পুনরায় বাটী আইলেন। বন্ধু জিজ্ঞাসিলেন, "কহ, কত ধন প্রাপ্ত হইয়াছ?।" তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, "তাহাকে দৃষ্টিমাত্রেই নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি।" তৎপর বিবরণ বিস্তারিত জ্ঞাত করাইলেন এবং কহিলেন, "এমত ব্যক্তির স্থানে যাচ্ঞাকরণ অনুচিত। তাহার কাছে দুঃখ প্রকাশ করিতে উচিত, যাহার মিষ্ট ভাষা দ্বারা তৃপ্ত হওয়া যায়।" বিক্রমদত্ত বিবেচনা করিলেন যে, "মনুষ্যের গ্রহবৈগুণ্য হইলে কোন উপায়েতে কিছু উপকার দর্শে না॥

অতএব সে তথা প্রস্থান করিলেন ইতি॥

৭৮. আকাশের মন্দির

মগধ দেশে কপটশীল নামে প্রতাপান্বিত এক রাজা ছিলেন। তিনি অতি দুষ্টচরিত্র এবং ছলগ্রাহী। তিনি কখন কোন লোকের ভাল দেখিতে পারিতেন না। যদ্যপি তাহার অধিকারে কোন লোক ধনবান হইত, তবে তাহাকে ছল দ্বারা মিথ্যা অপরাধি করিয়া দণ্ড করিতেন। আর যে-কর্ম হইবার নয়, এমত কোন এক কর্মের কারণ মন্ত্রিকে আজ্ঞা করিতেন। ইহাতে তাহার কাছে মন্ত্রী থাকিত না॥ পরে ঐদেশীয় সুমতি নামে একজন কায়স্থ—সে উৎপন্নবুদ্ধি, অতি ধূর্ত—বিবেচনা করিল যে, "এই রাজা অতি ছলগ্রাহী এবং কুপথগামী, অতএব আমি মন্ত্রী হইয়া তাহার কপটতা নিবারণ করিব॥" সুমতি আপন অন্তঃকরণে এইরূপ বিবেচনা স্থির করিয়া রাজার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিল, "হে মহারাজ, আমি আপনকার মন্ত্রী হইতে ইচ্ছা করি; তাহাতে আপনকার যে অনুমতি হয়..." রাজা তাহা শুনিয়া উত্তর করিলেন যে, "ভাল; তবে তোমাকে মন্ত্রি করি—আমি তোমাকে যে-মত আজ্ঞা করিব, তাহা যদি তুমি করিতে পার।" সুমতি তাহাই স্বীকার করিয়া কহিল, "মহারাজ যে-স্থানে যে-কর্ম করিতে আজ্ঞা করিবেন, আমি সেই স্থানে আপনি যাইয়া সেই কর্ম করিব।" রাজা তাহা শুনিয়া সুমতিকে মন্ত্রি করিলেন॥ পরে একদিন রাজা মন্ত্রিকে আজ্ঞা করিলেন যে, "হে মন্ত্রিবর, তুমি আমাকে আকাশে এক মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেও।" সুমতি তাহা স্বীকার করিয়া কহিল, "আমি ছয় মাস পরে মহারাজকে আকাশে মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিব।" রাজাকে ইহা কহিয়া ছয় মাস পর্যন্ত এক শুক পক্ষিকে

পাঠ করাইয়া তাহাকে কহিল, "হে শুক পক্ষি, তুমি আকাশে গিয়া কহিবা যে, 'মহারাজ, আমি রাজমেস্ত্রি। আকাশে মন্দির প্রস্তুত করিতে আসিয়াছি ; এখানে ইষ্টক ও মসালা পাঠাউন।' ইহা কহিয়া আপনি অদৃশ্য হইয়া থাকিবা ॥" পরে শুক পক্ষী আকাশে যাইয়া ঐরূপ বৃত্তান্ত কহিল। রাজা তাহা শ্রবণে বিস্ময়ান্বিত হইয়া সে-স্থানে ইষ্টক ও মসালা দিতে না পারিয়া আপনি অপ্রস্তুত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "এমত ছল আর কখনও করিব না…" ইতি ॥

৭৯. রাজার অজানা শ্লোক

কাঞ্চী নামে নগরে ধনপতি নামে এক রাজা ছিলেন—তিনি শ্রুতিধর : একবার কোন শ্লোকাদি শুনিলে অভ্যাস করিতেন। সে-রাজার মন্ত্রী—বুদ্ধিপতি নামে—ছিলেন ; তিনি দ্বিতীয়বার শ্লোকাদি শ্রবণ করিলে শিক্ষিতেন। আর তাহার সভাপণ্ডিত—বিদ্যাপতি নামে—ছিলেন ; তিনি তিনবার কবিতাদি শুনিলে শিক্ষা করিতেন। এ-কারণ রাজা এই পণ করিয়াছিলেন যে, "আমাকে যে-কোন পণ্ডিত যদি নূতন কবিতা শুনাইতে পারেন, তবে আমি তাহাকে এক লক্ষ টাকা দিব।" এই পণ শুনিয়া নানা দেশ হইতে পণ্ডিতেরা আসিয়া রাজার নিকটে নূতন কবিতা পড়িলে রাজা তৎক্ষণাৎ সেই কবিতা পড়িতেন। তাহার পর মন্ত্রীও সেই শ্লোক পড়িতেন। তদনন্তর সভাপণ্ডিতও তাহা-ই পড়িতেন। এইরূপে অনেক অনেক পণ্ডিত আসিয়া অপ্রস্তুত হইয়া গেলে পরে, বিশ্বভণ্ড নামে এক পণ্ডিত রাজার নিকটে আসিয়া আশীর্বাদ করিয়া আপন বিদ্যা-প্রভাবে এক শ্লোক পড়িলেন। সে-শ্লোকের অর্থ এই যে, "হে মহারাজ, আপনকার পিতা আমার স্থানে কর্জ লইয়াছেন ; তাহা আপনকার মন্ত্রী ও পণ্ডিত এই দুইজন জানেন।" রাজা এই কবিতা শুনিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন। পরে সেই পণ্ডিত রাজাকে কহিলেন, "যদি তুমি এ-কবিতা জান এমত হয়, তবে তোমার পিতৃ-ঋণ লক্ষ মুদ্রা আমাকে দেও। আর না জান এমত হয়, তবে নবীন কবিতা শুনিলা : তথাপি লক্ষ টাকা দেও।" রাজা ইহাই শুনিয়া পণ্ডিতকে বিস্তর প্রশংসা করিয়া বিদায় করিলেন ॥

অতএব ধূর্তের কাছে ধূর্ততা ব্যতিরেকে কর্মসিদ্ধি হয় না ॥

৮০. দুষ্টের প্রার্থনায় কৃপণ অন্ধ

একজন কৃপণ ও একজন দুষ্ট লোক—এই দুইজনের অতিশয় প্রীতি ছিল ॥ এক দিবস উভয়ে একবাক্য হইয়া পরমেশ্বরের আরাধনা করিতে কোন নির্জনে

দেবালয়ে গিয়া মন স্থির করিয়া ধ্যানযোগে বসিলেন। এই প্রকারে কিছু দিন ধ্যান করিতে করিতে ঈশ্বর তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন, "হে পুত্র, আমি তোমারদিগের আরাধনায় অত্যন্ত তুষ্ট হইয়াছি। অতএব বর প্রার্থনা কর। তোমারদিগের মধ্যে একজন যে-বর প্রার্থনা করিয়া যে-ফল পাইবা, দ্বিতীয় জনের বিনা প্রার্থনায় ঐ ফলের দ্বিগুণ ফল-প্রাপ্তি হইবেক।" ঈশ্বরেরর এই বাক্য শুনিয়া কৃপণ নীরব হইয়া থাকিল। তুষ্ট ব্যক্তি হৃষ্টচিত্তে বর প্রার্থনা করিল যে, "আমার এক চক্ষু অন্ধ হউক!" ঈশ্বর 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। দ্বিতীয় জনের দুই চক্ষু অন্ধ হইল ইতি॥

৮১. মন্ত্রী অনুপযুক্ত কি মিথ্যাবাদী?

এক দুর্জন রাজা এক বিদেশি পণ্ডিতকে কহিলেন, "হে অধ্যাপক, আপনি আমার সভাতে ন্যায়কর্তৃত্ব-কার্যে নিযুক্ত হইয়া থাক॥" পণ্ডিত নিবেদন করিলেন, "মহারাজ, আমি এ-কর্মে উপযুক্ত নই।" রাজা আপন আজ্ঞা-হেলন হওনেতে মহাক্রোধ করিয়া পণ্ডিতকে কহিলেন, "তোমার এ-কর্ম করিতেই হইবেক।" তখন পণ্ডিত ভীত হইয়া বিবেচনাপূর্বক নিবেদন করিলেন, "হে মহারাজ, ক্রুদ্ধ হইবেন না: আপনকার আজ্ঞানুযায়ি আমি অবশ্য করিব; কিন্তু এ-কর্মে আমাকে নিযুক্ত করা মহারাজের অনুচিত, কেননা আমি কহিলাম যে 'আমি এ-কর্মক্ষম নহি'। যদি এমত হয়, তবে অনুপযুক্ত লোককে বিচারকর্তৃত্ব-কর্ম দেওয়া উচিত নহে; যদি ত কর্মোপযুক্ত হই, তবে আমি মিথ্যা কহিয়াছি—অতএব মিথ্যাবাদিকে এমত কর্মে নিযুক্ত করা রাজধর্ম-বিরুদ্ধ।" এমত আলাপেতে রাজাও তুষ্ট হইয়া পণ্ডিতকে প্রসন্ন করিলেন ইতি॥

৮২. কলহংসের নিনাদে হরিণের রক্ষা

উত্তর দিগে ধর্মারণ্য নামে এক অরণ্য আছে। সে-অরণ্যের মধ্যে কর্মকেলি নামে এক সরোবরে শতদল সহস্রদল কুমুদ কহ্লার কোকনদ প্রভৃতি নানাজাতীয় পুষ্প প্রকাশিত হইয়াছে। সেই পুষ্প-সকলেতে প্রত্যেক প্রত্যেক ভ্রমরদম্পতী সুস্বরে গান করত পুষ্প হইতে উড়িয়া যাইতেছে, পুনরায় মত্ত হইয়া পদ্মে মধুপান করিয়া গান করিতেছে। এমত সময় সেই অরণ্য হইতে তৃষ্ণার্ত এক হরিণ জলপানের নিমিত্তে সরোবরের তীরে উপস্থিত হইল ও সে-সরোবরের মনোহর শোভা দেখিয়া এবং ভ্রমরেরদের গান শুনিয়া আনন্দমগ্ন হইয়া থাকিল॥ অনন্তর ধর্মকেতু নামে

এক ব্যাধ অরণ্যে গমন করত সে-হরিণকে দেখিয়া তাহাকে মারিবার কারণ ধনুকে তীর নিয়োজন করিবামাত্র আকাশে কলহংসের নাদ সুস্রাব্য শুনিয়া কলহংসের নিনাদেতে তাহার চিত্তমোহ হইয়া বিস্মিত হইয়া থাকিল কিন্তু হরিণকে মারিতে পারিল না ইতি ॥

৮৩. স্বপ্নে দেখা পানের বাটা

মোহন নগরে এক রাজা থাকেন। তিনি এক দিবস রাত্রিযোগে স্বপ্নেতে এক স্বর্ণনির্মিত পানের বাটা—তাহার মধ্যে দিব্য সরোবর, তাহার পাড়ের উপর শত শত সফল শ্রীফল বৃক্ষ—দেখিলেন ॥ অনন্তর ঐ বিল্বফল দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহার এক ফল ভাঁঙ্গিবামাত্র পঞ্চসংখ্য অমূল্য রত্ন পাইয়া অন্য ফল ভাঁঙ্গিতে উদ্যত হইলেন। এই কালে নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে খিন্যমান হইয়া পরিবার-লোকেরদিগকে বৃত্তান্ত কহিয়া আজ্ঞা দিলেন, "স্বপ্নেতে যে-প্রকার পানের বাটা দেখিয়াছি, এইরূপ পানের বাটা যে আনিয়া দিবে, তাহাকে আমি অর্ধ রাজ্য দিব।" ইহা শুনিয়া রাজ্যলোভেতে পরিবার-লোকেরা নানাদিগ্দেশে ভ্রমণ করিয়াও কৃতকৃত্য হইতে পারিল না। রাজার কনিষ্ঠ পুত্র বিদ্যা-প্রভাবে গদ্যপদ্য-রচনা দ্বারা ঈশ্বরারাধন করিলে ভগবান সাক্ষাৎ হইয়া কহিলেন, "হে রাজপুত্র, বর প্রার্থনা কর।" ইহা শুনিয়া রাজকুমার ঐ প্রকার পানের বাটা যাচ্ঞা করিলেন ॥ পরমেশ্বর কহিলেন যে, "স্বপ্নাবস্থাতেই এই বাটাতে সে-সমস্তই দেখিতে পাইবেন, কিন্তু ঐ রত্নাদিতে কিছুই প্রয়োজন হইবে না।" ইহা কহিয়া ঈশ্বর অন্তর্হিত হইলেন। রাজপুত্র রাজাকে তাহা দিয়া বৃত্তান্ত কহিলেন। বিবরণ শুনিয়া রাজা বিবেচনা করিলেন যে, "স্বপ্নেতে ধন পাইয়া যে-লোক ধন পাইবার প্রত্যাশা করে, সে-ব্যক্তি অতিশয় মূঢ় ; আর বিদ্যাভ্যাস না করিয়া যে ধনাভিলাষ করে সে-ব্যক্তিও অতি মূর্খ—যেহেতুক আমার কনিষ্ঠ পুত্র বিদ্যা-প্রভাবেতে ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার স্থানে বর প্রার্থনা করিল…" ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া ধনাভিলাষ ত্যাগ করিয়া দুই পুত্রকে অর্ধার্ধ রাজ্য দিয়া ঈশ্বরারাধনে কালযাপন করিতে লাগিলেন ইতি ॥

৮৪. কূপে ব্যাঘ্রের প্রতিবিম্ব

দণ্ডকারণ্যে এক মহাবল ব্যাঘ্র থাকে। ঐ অরণ্যে এক শৃগাল ভ্রমণ করিতে করিতে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইল যে, ব্যাঘ্র বসিয়া আছে ॥ শৃগাল ব্যাঘ্রের

নিকটে মন্দ মন্দ গতিতে গিয়া ব্যাঘ্রকে প্রণাম করিল। ব্যাঘ্র জিজ্ঞাসিল, "কে তুমি? কোথা হইতে আইলা?" তাহাতে সে কহিল, "আমার নাম জম্বুভণ্ড। ব্রহ্মারণ্য হইতে আইলাম। সে-স্থানে আমার বন্ধুবান্ধব কেহ নাই; অতএব তোমার নাম শুনিয়া আইলাম।" ব্যাঘ্র কহিল, "ভাল; তুমি আমার নিকটে থাক।" সে থাকিল॥ ব্যাঘ্র পশু মারিয়া আনে, কিঞ্চিৎ মাংস শৃগালকে দেয়, আর-সকল আপনি খায়। এমতে কিছু দিবস গত হইল॥ পরে ব্যাঘ্র এক দিবস মৃগয়াতে আহার কিছু না পাইয়া ক্ষুধিত হইয়া বড় দুঃখে থাকিল। শৃগাল ব্যাঘ্রকে বলিল, "তুমি কল্য প্রাতে আমার সঙ্গে যাইও। আমি হরিণ তোমাকে দেখাইব॥" পরে প্রভাত হইলে ব্যাঘ্রকে সঙ্গে লইয়া শৃগাল বনের মধ্যে গমন করিতে করিতে এক মৃগ দেখিতে পাইয়া ব্যাঘ্রকে বলিল॥ ব্যাঘ্র সেই হরিণ মারিয়া আপন স্থানে আসিয়া কিঞ্চিৎ মাংস শৃগালকে দিল, আর-সকল মাংস দুই অংশ করিয়া এক ভাগ আপনি খাইল, আর এক ভাগ রাখিয়া দিল ও শৃগালকে কহিল, "তুমি এই মাংস রক্ষা করিবা, যেন কিছু ক্ষতি হয় না।" ইহা বলিয়া ব্যাঘ্র আহারাদির চেষ্টায় গমন করিল॥ শৃগাল আপন নিকটে মাংস দেখিয়া লোভে মত্ত হইয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিল, "যদি মাংস খাই, তবে ব্যাঘ্র আমাকে খাইবে; মাংস না খাইয়াও আমি থাকিতে পারি না..." ইহা মনে করিয়া কিঞ্চিৎ মাংস খায়, চারিদিগে চায়···। এই মতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ করিয়া সকল মাংস খাইলে পরে মনে বিবেচনা করিল যে, "ব্যাঘ্র বেটা আসিয়া আমাকে খাইবে, আমি তাহাকে যে-মতে নষ্ট করিব, তাহার উপায় চিন্তিয়া রাখি।" ইহা মনে করিয়া ব্যাঘ্রকে নষ্ট করিবার উপায় স্থির করিল॥ কিছু কাল ব্যাজে ব্যাঘ্র আসিয়া শৃগালকে বলিল, "বড় ক্ষুধা হইয়াছে, মাংস আন, খাইব।" শৃগাল বলিল, "তুমি গেলে পর, এক ব্যাঘ্র অরণ্য হইতে আসিয়া, আমার নিষেধ না মানিয়া, সে-মাংস খাইয়া গেল॥" ব্যাঘ্র বলিল, "এত বড় যোগ্যতা আমার আহার-মাংস খায়!...সে-ব্যাঘ্রকে আমাকে দেখাও। না দেখাইলে তোকে খাইব।" শৃগাল বলিল, "আমার সঙ্গে আইস।" ইহা বলিয়া ব্যাঘ্রকে সঙ্গে লইয়া এক কূপ দেখাইয়া বলিল, "ব্যাঘ্র এ-কূপের মধ্যে আছে।" সে-ব্যাঘ্র কূপ দৃষ্ট করিয়া আপন প্রতিবিম্ব দেখিয়া অপর ব্যাঘ্র বুঝিয়া তর্জন-গর্জন করিয়া ক্রোধেতে কূপ মধ্যে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করিল ইতি॥

৮৫. মৃতদেহ পাই কোথায়?

সৌরাষ্ট্র দেশে শূরসেন নামে এক রাজা ছিলেন। এক দিবস তাহার ঘরে শুভ

কার্য উপস্থিত হইল ; তাঁহার কারণ রাজা প্রত্যুষে মুখপ্রক্ষালনানন্তর অমাত্যগণ-পরিবৃত হইয়া রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বদেশস্থ ধীবরেরদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন যে, "তোমরা সকলে এক দিবসের মধ্যে এক সহস্র বৃহৎ বৃহৎ রোহিত মৎস্য আনিয়া দিবা। যদ্যপি না আনিয়া দিতে পার, তবে তোমারদিগকে পরিবারের সহিত নষ্ট করিব ॥" রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধীবরেরা অত্যন্ত ত্রাসযুক্ত হইয়া নৌকা লইয়া ঘর্ঘরা নদীতে মৎস্যের অন্বেষণ করিতে করিতে, সমস্ত দিবস গত হইল ; তথাপি কিঞ্চিৎ মৎস্যও পাইল না। তাহাতে ধীবরেরা মস্তকে আঘাত করিয়া ক্রন্দন করিতেছে, ইতোমধ্যে পুরন্দর নামেতে এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ নদ্যুত্তীর্ণ হইবার কারণ নৌকার চেষ্টা করিতেছেন। নৌকা কুত্রাপি না পাইয়া ঐ ধীবরেরদের নিকটে আসিয়া কহিলেন, "হে ধীবরেরা, আমাকে নদী পার করিয়া দেও।" তাহারা কহিল, "হে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, শুন : অদ্য রাত্রির মধ্যে এক সহস্র মৎস্য সংগ্রহ না করিলে রাজা প্রভাতে আমারদের সপরিবারকে বধ করিবেন।" ধীবরেরদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন যে, "হে ধীবরেরা, ইহার উপায় আমি যাহা কহি, তাহা শুন : এক মৃত শরীর আনিয়া দগ্ধ করিয়া এই নদীর মধ্যে প্রক্ষেপ কর, তাহাতেই অনেক মৎস্য পাইবা।" ব্রাহ্মণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধীবরেরা সকলে একত্র হইয়া পরামর্শ করিলেক : "এই ক্ষণে শব কোথা পাইব ? অতএব এই ব্রাহ্মণকে নষ্ট করা কর্তব্য।" ইহা কহিয়া সকলে একত্র হইয়া দণ্ডাঘাতে ঐ ব্রাহ্মণকে নষ্ট করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া নদীতে ক্ষেপণ করিবামাত্র যথেষ্ট মৎস্য পাইল ॥

অতএব ক্ষুদ্র লোককে হিতাহিত কিছুই বলিবে না। দেখ, পুরন্দর নামে ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ ক্ষুদ্র লোককে হিতোপদেশ কহিয়া নষ্ট হইয়াছিলেন ইতি ॥

৮৬. রাক্ষসীর চেয়ে পাপী কে ?

সিংহল দেশেতে এক রাক্ষসী নাবিকপত্নীচ্ছলেতে এক নৌকা লইয়া গোদাবরী নদীতে থাকে। পথিক লোকেরা দেশান্তর যাইবার কারণ সে-নদীতীরে আইলে পর, সেই রাক্ষসী মনুষ্য-গো-অশ্ব-প্রভৃতি সকলকে আপন নৌকায় উঠাইয়া সেই নদীর মধ্যে জলে লইয়া গিয়া আপন পরিচয় দেয় যে, "তোমরা সকলে শুন : আমি রাক্ষসী, তোমারদিগকে নষ্ট করিব। কিন্তু তোমরা 'আমা হইতে পাপী কে ?' ইহা যদি বলিতে পার, তবে তোমরা রক্ষা পাইবা।" এই কথা শুনিয়া সকলে কহিল যে, "তুমি এত গো-মনুষ্যাদি হত্যা করিতেছ—তোমা হইতে পাপী কেহ

নাই।" ইহা শুনিয়া রাক্ষসী সে-সকল প্রাণি-ভক্ষণ করিল। এরূপে কথক কাল গত হইল।। পরে এক দিবস বিদ্যার্ণব নামে এক পণ্ডিত সেই নদীতীরে উপস্থিত হইবামাত্র সেই রাক্ষসী পণ্ডিতকে আপন নৌকাতে লইয়া মধ্যজলে গিয়া পূর্ববৎ পরিচয় দিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, "আমা হইতে পাপী কে?" পণ্ডিত কহিলেন, "যে-জন আশা দিয়া না দেয় আর এক-ব্যক্তি-দিতেছে তাহাকে যে বারণ করে—এই দুইজন তোমা হইতে পাপী; কিন্তু যে-মানুষ দান করিয়া সেই দ্রব্য গ্রহণ করে—সে-লোক এ-দুইজন হইতেও অতি পাপিষ্ঠ।" ইহা শুনিয়া রাক্ষসী তুষ্ট হইয়া পণ্ডিতকে নষ্ট করিল না। পণ্ডিত আপন কর্মে গেলেন ইতি।।

৮৭. বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের চোষণে জীবন-রক্ষা

আহারোপি মনুষ্যাণাং জন্মনা সহ জায়তে—যে প্রসিদ্ধ আছে তাহার বিস্তারিত এই ঃ।

এক গ্রামে একজন কাঠরিয়া—স্ত্রী-পুরুষে—থাকিত। অতি দীন দুঃখী। কাষ্ঠ আহরণ করিয়া যৎকিঞ্চিৎ মূল্যে বিক্রয় করিয়া নির্বাহ করিত। ঈশ্বরের ইচ্ছায় কথক দিবসান্তে কাঠরিয়া—আসন্ন কাল উপস্থিত হইয়া—কাষ্ঠ আনয়ন করিতে গিয়া বন মধ্যে সর্পাঘাতে মৃত্যু হইল। কিন্তু তখন ঐ-কাঠরিয়ার স্ত্রী দশ মাস গর্ভবতী ছিল। পতিহীনা হইয়া অতি দুঃখিতা হইল। প্রাণধারণের নিমিত্তে ফলমূল আহরণের জন্য নিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করিল। ইতিমধ্যে প্রসববেদনা উপস্থিত হইয়া ঐ বন মধ্যে অতি সুলক্ষণাক্রান্ত এক পুত্র প্রসব হইল।। পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হইবামত্র 'মনুষ্য-সকলই কালের বশ' এই-প্রযুক্ত ঐ পুত্রের গর্ভধারিণীর মরণ হইল। পরে ঐ সন্তানের রাজচিহ্ন সকলই ছিল। এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দৃষ্টি তাহার প্রতি ছিল। সপ্তম দিবস পর্যন্ত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ চুষিয়া প্রাণরক্ষা করিল। ঈশ্বরের অনুগ্রহেতে তাহার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মাতৃস্তন-স্বরূপ হইল। সন্তান দীর্ঘায়ু এবং রাজচক্রবর্তী হইবেক—এ-নিমিত্তে ব্যাঘ্রাদিতে তাহাকে নষ্ট করিতে পারিলেক না। ঈশ্বরের প্রেরিত দূত সদা তাহাকে রক্ষা করিলেন। তাহার উপায়ের নিমিত্তে ঈশ্বরের ইচ্ছাতে কোন এক রাজা মৃগয়া করিতে ঐ বন মধ্যে উপবিষ্ট হইল। ঐ সকল দৃষ্টি করিয়া বালককে লইয়া যথেষ্ট তুষ্ট হইয়া আপনকার দেশে গেল।। পরে কিছু কাল ব্যতীতে ঐ রাজা মরিল, ঐ বালক রাজা হইয়া অনেক প্রকার সুখভোগাদি করিতে লাগিল ইতি।।

৮৮. ব্যাঘ্রী-পালিত রাজকুমার

এক রাজা আপন সগর্ভা স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া মহানদ নদীর আশ্চর্যতা-দর্শনেতে কৌতুকী হইয়া ভ্রমণ করিতেছেন। ইতিমধ্যে ঐ নৌকা ভগ্ন হইল : সমস্ত লোক মগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। কিন্তু কেবল গর্ভিণী রাজ্ঞী এক কপাট অবলম্বন করিয়া তীরেতে আইলেক। সেখানে মনুষ্যের গমনাগমন নাই, কেবল মহারণ্য। তদনন্তর সেই স্থানে রাণী সন্তান প্রসবিয়া নদীতে ঝম্প দিলেন। পুত্র কাষ্ঠের উপর থাকিল। পরে মৃতবৎসা এক ব্যাঘ্রী স্তন্যদুগ্ধ-ভরেতে পীড়িতা হইয়া ঐ স্থানে আসিয়া এমত প্রকার জল পান করিতে লাগিল যে, সেই বালকের মুখে স্তন পড়িল। তাহাই পান করিয়া বালক সুখী হইল। এবং ব্যাঘ্রী সুখ পাইয়া সেই বালককে মুখে করিয়া লইয়া গেল। যখন স্তনভারে পীড়িতা হয়, তখনি স্তনপান করাইয়া সুখপ্রাপ্তা হয়। এই প্রকারে চারি পাঁচ বৎসর গত হইলে, এক দিবস ঐ-দেশীয় বাদশাহ মৃগয়ার কারণ সেই মহারণ্যের নিকটে স্বসৈন্যেতে আবৃত হইয়া আইলেন, আর জালেতে কানন আবৃত করাইলেন। তৎপরে ব্যাঘ্রী আপদ দেখিয়া বালককে পরিত্যাগ করিয়া বনান্তরে পলায়ন করিল। কিন্তু ন্যূনশক্তি মনুষ্যবালক ধৃত হইয়া ব্যাঘ্রের ন্যায় লম্প ঝম্প করিয়া ঐ প্রকার শব্দ করিতে লাগিল। এই বৃত্তান্ত বাদশাহের সুগোচর করিয়া বালককে নিকটে লইয়া গেল। আর বাদশাহ ঐ বালককে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন আর কহিলেন, "ঈশ্বরের মহিমা অনির্বাচ্য যে হউক, ইহাকে বাক্যালাপ-নীতিশিক্ষার্থে নিযুক্ত কর।" তদনন্তর ঐ মনুষ্যবালক তাহাতে অত্যন্ত সুপারগ হইয়া স্বামির অত্যন্ত প্রিয় হইলেন। আর কপাল সহকারে—দৈব ঘটনা অনিবার্য প্রযুক্ত—বাদশাহ তাহাকে রাজত্ব দিয়া ঈশ্বরপরায়ণ হইলেন ইতি ॥

৮৯. জলের দাম, কূপের ভাড়া

এক দ্যূতকার, এক মহাজনের ইতিহাস ঃ। কাশ্মীর দেশে এক দ্যূতকার দ্যূত-ক্রীড়ায় সর্বস্ব হারিয়া নগরস্থ ধনপতি নামে মহাজনের নিকটে উপযুক্ত মূল্যেতে নিজ বাটী বিক্রয় করিল। এক বৎসরের পর দ্যূতকার ঐ স্থানের বিচারকর্তার নিকটে নিবেদন করিল যে, "আমি ধনপতির নিকটে তিন শত ষষ্টি টাকা পাইব; তিনি তাহা দেন না। আপনি ইহার বিচার করুন।" বিচারকর্তা লোক দ্বারা ধনপতিকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এই টাকা দ্যূতকারকে তোমার দেয় কি অদেয়?" তাহাতে মহাজন উত্তর করিলেন যে,

"আমি কখনও কাহারও টাকা রাখি না ; অতএব দেয় নয়।" পরে দ্যূতকার কহিল যে, "আমি কূপের সহিত এক বাটী বিক্রয় করিয়াছি, কিন্তু কূপের জল বিক্রয় করি নাই ; মহাজন স্বেচ্ছাতে ঐ কূপের জল প্রত্যহ ব্যয় করেন, অতএব সেই জলের মূল্য প্রতিদিন এক টাকার গণনায় এক বৎসরে তিন শত ষষ্টি টাকা আমার যথার্থ প্রাপ্য হয়।।" পরে ইহা শুনিয়া বিচারকর্তা মহাজনকে কহিলেন, যে, "তুমি ইহার উত্তর কর।" তাহাতে মহাজন কহিলেন, "যদি দ্যূতকার জলের মূল্য পাইতে পারেন, তবে আমার কূপের মধ্যে ইহার যে-জল আছে, তাহার ভাড়া প্রতিদিন এক টাকার গণনায় তিন শত টাকা দ্যূতকারের স্থানে আমিও পাইতে পারি।" দ্যূতকার ইহা শুনিয়া নিরুত্তর হইল।। বিচারকর্তা দ্যূতকারকে উপযুক্ত দণ্ড করিয়া উভয়কে বিদায় করিলেন ইতি।।

৯০. রাজকুমারের মাণিক্য, বানরের উপেক্ষা

এক বানর এক মাণিক্য পাইয়াছিল, তাহার ইতিহাস ঃ।

দণ্ডকারণ্যে এক বানর ছিল। দৈবাৎ মৃগয়া করিতে এক রাজকুমার ঐ বনে উপস্থিত হইয়া শ্রান্তিনিবারণার্থে এক বৃক্ষতলে বসিয়াছিলেন। নানাজাতীয়-পুষ্পসৌরভে নিদ্রাপ্রাপ্ত হইলে [রাজনন্দনের অঙ্গেতে অনেক রত্নাভরণ ছিল, তাহার মধ্যে অত্যুত্তম এক মাণিক্য ছিল] রাজার নিদ্রাপ্রযুক্ত মাণিক্য ভূমিতে পতিত হইয়াছিল। ঐ-অরণ্যবাসি বানর দূর হইতে মাণিক্য দেখিয়া ক্রমে ক্রমে তথা আসিয়া উত্তমফল-ভ্রমে হস্তে লইয়া প্রথমত মাণিক্যের আঘ্রাণ লইলেক, কিন্তু তাহাতে কিছু বুঝিতে পারিল না। তৎক্ষণাৎ বারম্বার অবলোকন করিতে লাগিল, তাহাতেও কিছু অনুভব হইল না। তদনন্তর জিহ্বা বিস্তৃত করিয়া চাটিতে লাগিল, তাহাতেও কিছু বিবেচনা করিতে পারিল না। তৎপর ক্রুদ্ধ হইয়া বিরস মনেতে ভূমিতে ক্ষেপ করিল। রাজপুত্র, নিদ্রাভঙ্গোত্তর, মাণিক্যের দুর্দশ দেখিয়া মাণিক্যকে ভূমি হইতে লইয়া যত্নেতে রাখিয়া কহিতেছেন, "শুন, হে মাণিক্য, বানর তোমার অন্তঃসার-বিচারণে অক্ষমবুদ্ধি ; অতএব ক্রোধহেতুক প্রস্তর করণক যে তোমাকে চূর্ণ না করিল, এই তোমার মঙ্গল। অতএব ইহাতে তোমার শোক নাই।।"

৯১. বৃদ্ধবৃদ্ধার মৃত্তিকাপাত্র

এক দেশে এক বণিক অতি ঐশ্বর্যবান ছিল, সর্বপ্রকারেই সুখী। বাটীর

ব্যবহারিক পাত্র প্রায় তাবৎ স্বর্ণরূপ্যময়। আপন স্ত্রীপুত্রাদিকে স্বর্ণাভরণে ভূষিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু পিতামাতাকে অতি দুর্দশান্বিত করিয়াছে: তাহারদের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র মনোযোগ করে না—তাহারা দুইজন মৃৎপাত্রে ভোজনপান ইত্যাদি করে। ইহাতে তাহারদের পৌত্র একদিন কহিল, "হে পিতামহ, আমার পিতা অতি দুরাত্মা, তোমারদের প্রতি কিছুই অবধান করেন না। ভাল···আমার নিবেদনানুসারে অদ্য এই ভোজনপাত্র ও পানপাত্র লইয়া আমার পিতার সম্মুখে উলটিয়া পড়িয়া ভাঙ্গিয়া ফেলুন; এইমাত্র তবে আমি ইহার কিছু প্রতিকার করিতে পারি।" সেই দিবস বৃদ্ধ তদনুযায়ি করিল। বালক যাইয়া বৃদ্ধের মুখে দুই চড় মারিল। পরে অন্য লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল: "তুই বৃদ্ধকে কি-নিমিত্তে মারিলি?" সে প্রত্যুত্তর করিল, "দেখ, বুড়া আমার পিতৃদত্ত মৃত্তিকাপাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিল। উহার পরে আপন পিতার বৃদ্ধাবস্থাতে কি এই ভগ্ন পাত্র দিব?···কি করিব?···পিতৃধর্ম রক্ষা করিতে চাহি।" ইহাতে বণিক বড় লজ্জা ও ভয়-প্রযুক্ত পিতামাতার সেবা আত্মবৎ করিতে লাগিল। বৃদ্ধবৃদ্ধা পৌত্রোপদেশে সুখী হইল ইতি॥

৯২. সন্ন্যাসীদলে দস্যু

মগধ দেশে রত্নাকর নামে এক দস্যু থাকে। অনেক কাল পর্যন্ত দস্যুবৃত্তি করিয়া, বিস্তর মনুষ্য নষ্ট করিয়া গো-অশ্ব-ধন অপহরণ করিয়া আপন স্ত্রীপুত্রাদি প্রতিপালন করে। এইরূপ কথক দিন থাকিতে থাকিতে সেই দস্যু একদিন কোন মনুষ্য হইতে ধর্মশাস্ত্র শুনিয়া, মনে বিবেচনা করিয়া, আপনি স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া, সন্ন্যাসী হইয়া আর-সন্ন্যাসিরদের সহিত নানা তীর্থ ভ্রমণ করে। কিন্তু তাহার স্বভাবদোষানুযারে নিশাভাগে, সকল সন্ন্যাসি নিদ্রিত হইলে, অন্য অন্য সন্ন্যাসিরদের ভিক্ষাপাত্র ও দণ্ড, কমণ্ডলু, ব্যাঘ্রচর্ম, রক্তবস্ত্রাদি আর-আর সন্ন্যাসিরদের নিকটে রাখে। এইরূপ প্রতিদিন করে। সন্ন্যাসিরা কিছুই বিবেচনা করিতে পারে না। কিন্তু একদিন প্রভাতে উঠিয়া এইপ্রকার দেখিয়া রত্নাকরকে জিজ্ঞাসা করিল: "হে রত্নাকর, এইমত প্রতিদিন কে করে?" রত্নাকর কহিল যে, "এ-কর্ম আমি করিয়া থাকি, কেননা পূর্বে আমি দস্যু ছিলাম; এ-ক্ষণে সন্ন্যাসী হইয়াছি, তথাপি আমার স্বভাব যায় না—যেমন অঙ্গার সাতবার ধৌত করিলেও তাহার কালিমা কখনও যায় না।" ইহা শুনিয়া সকল সন্ন্যাসিরা বিস্মিত হইয়া অন্য তীর্থে প্রস্থান করিলেন ইতি॥

৯৩. ব্রাহ্মণ ও সুবর্ণ সর্প

মোহন নগরে অনযাদ্রি নামে রাজা থাকেন। ঐ রাজধানীতে সুতপা নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ থাকেন। তাঁহার স্ত্রীর নাম সুব্রতা। ঐ সুব্রতা ব্রাহ্মণী একদিন ব্রাহ্মণকে কহিলেন, "হে স্বামি, আমি নিবেদন করি : স্ত্রীজাতির ও বালকের যদ্যপি উত্তম বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিধানে অতিশয় অভিলাষ হয়, তথাপি আমরা তাহা আশা করি না; কিন্তু অন্নাভাবে নিরন্তর জঠর-জ্বালাতে শরীর দগ্ধ হয়—ইহা অসহ্য। তুমি ভিক্ষা-করণেতেও অসমর্থ! অধিক কথন অনুচিত..." ইত্যাদি ভৎর্সনা-বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণ কুটীর হইতে নির্গত হইয়া ঈশ্বরনামোচ্চারণ-পূর্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে নিবিড় কাননে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন অন্তর্যামী ঈশ্বর বৃদ্ধব্রাহ্মণ-রূপে ঐ স্থানে আসিয়া কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, তুমি কেন ক্রন্দন কর?" দ্বিজ কহিলেন, "আমি এই দেহত্যাগের উপায় চেষ্টা করি।" বৃদ্ধ এক কাল সর্প দেখাইয়া কহিলেন, "এই সর্পকে তোমার প্রেয়সী পাক করিলে ভোজন করিবা।" ইহা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ব্রাহ্মণ সর্প লইয়া ব্রাহ্মণীকে পাক করিতে দিলেন। ব্রাহ্মণী পতিব্রত্যব্রত-ভঙ্গভয়েতে কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া পাকারম্ভ করিয়া অতি দুঃখিতা হইয়া শয়ন করিবামাত্র নিদ্রিতা হইলেন। কিঞ্চিৎ কাল গৌণে উঠিয়া দেখেন যে, সেই সর্প পাক হইয়া স্বর্ণ হইয়াছে। ইহা ব্রাহ্মণীপ্রমুখাৎ ব্রাহ্মণ শুনিয়া আনন্দিত হইয়া ঐ-সুবর্ণ কিঞ্চিৎ লইয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া নানাজাতীয় খাদ্যসামগ্রী আনিলেন। ইহা রাজকীয় লোকের দ্বারা রাজা অনুসন্ধান পাইয়া দূত প্রেরণ করিয়া ঐ স্বর্ণস্থালী আনাইলেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ততোধিক দুঃখিতা হইলেন। অনন্তর এক দিবস ব্রাহ্মণী সেইরূপ ভৎর্সনা করিলেন, ব্রাহ্মণও সেইরূপে সর্প আনিলেন। ব্রাহ্মণী মনের আহ্লাদেতে সেই প্রকারে পাক করিয়া হাঁড়ির সরা খুলিবামাত্র ব্রাহ্মণীর শরীরে অলক্ষ্যে মুষ্ট্যাঘাত হইতে লাগিল। তাহার রোদন শুনিয়া পুত্র-সমভিব্যাহারে ব্রাহ্মণ ঐ কুটীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তাহারদেরও শরীরে প্রহার হইতে লাগিল। তখন ব্রাহ্মণ কাতর হইয়া কহিলেন, "হে প্রেয়সি, সরা ঢাকা দেও।" তাহা করিলে মুষ্টিপ্রহার রহিত হইল। কিন্তু এ-সকল প্রকাশ করিলেন না। রাজা দূত দ্বারা শুনিয়া পুনশ্চ তাহা আনাইয়া অন্তঃপুরে গিয়া, নিজ পরিবার বসিলে, রাণী আহ্লাদিতা হইয়া সরা ঘুচাইবামাত্র সকলের উপর বজ্রতুল্য মুষ্টিপ্রহার হওয়াতে অত্যন্ত কাতর হইল। পরে রাজকীয় লোক ঐ গৃহ মধ্যে যে-যে আইল সকলেরি সেরূপ প্রহার হইল। তখন ঐ-ব্রাহ্মণকে

আনাইলে তাহা হইতে নিস্তার হইল। আর, পূর্ব-আনীত সুবর্ণস্থালী এবং অন্য অন্য ধন দিয়া ব্রাহ্মণেরা সম্বর্ধনা করিলেন। ব্রাহ্মণ সুখী হইয়া থাকিলেন ইতি॥

৯৪. সর্পের দংশন, মাতার প্রহার

এক ব্রাহ্মণ দক্ষিণ দেশে আপন বৃত্তির মুদ্রা আনিতে যাইতেছিলেন—পথিমধ্যে একটা বড় বিল আছে, তাহার নিকটে দিয়া যাইতেছেন। সেখানে এক ক্ষুদ্র লোকের এক স্ত্রী ও কন্যা দুইজন হেলঞ্চা শাক তুলিতেছে। কন্যা আপন মাতার পশ্চাৎ দাঁড়াইয়া জল হইতে শাক তুলিতেছে, বৃহৎ এক কৃষ্ণ সর্প জল হইতে উঠিয়া কন্যার বাম হস্তে দংশন করিয়া থাকিল। কন্যা অনেক চেষ্টায় সর্পকে ফেলিয়া দিল; পরে হস্ত হইতে অনেক রক্ত পড়িল। কন্যা বিষেতে কাতর হইয়া আপন মাতাকে ডাকিয়া কহিল, "আমাকে বৃহৎ এক কৃষ্ণ সর্পে দংশন করিয়াছে। বিষের জ্বালায় আর দাঁড়াইতে পারি না।" ইহা শুনিয়া তাহার মাতা আসিয়া তিন চাপড় তাহাকে মারিল ও কহিল, "তুমি মিথ্যা বাক্য কি-জন্যে আমাকে কহ? ভাল; এখন শাক তুল।" মাতার এমত বাক্য শ্রবণ করিয়া কন্যা পুনর্বার শাক তুলিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ তাহার সমুদায় দেখিয়া আশ্চর্য বোধ করিল। পরে তাহারদের শাক তোলা সাঙ্গ হইলে পর, আপন বাটীতে দুইজন চলিল। ব্রাহ্মণ তাহারদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া ঐ দুইজনের বাটীতে গিয়া সর্পের বৃত্তান্ত যে-মত দেখিয়াছিলেন, সেইমত কন্যার মাতাকে বলিলেন যে, "এ-বিষয় আমাকে দিতে হইবেক।" কন্যার মাতা হাসিয়া কহিল, "তুমি পাগল হইয়াছ; আমি কিছুই জানি না।" ইহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ তিনদিন উপবাস করিয়া সেখানে থাকিল; তথাপি সে-স্ত্রীলোক ব্রাহ্মণকে সর্পের বিষয় কিছু দিল না। পরে ব্রাহ্মণ কার্যস্থলে গমন করিলেন ইতি॥

৯৫. রাজকন্যার জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—ঈশ্বরের সৃষ্ট এই তিন কর্ম। ইহা কেহ খণ্ডিতে পারে না, তাহার উদাহরণ এই ঃ। চন্দ্রশেখর নামে এক রাজা। তিনি পুত্রার্থে বহুকাল সূর্যদেবের আরাধনা করিলেন॥ পরে দিবাকর প্রত্যক্ষ হইয়া রাজাকে কহিলেন যে, "তোমার পুত্রসন্তান হইবে না; অনেক তপস্যা করিয়াছ, তাহার ফলে এক কন্যা হইবে॥ পশ্চাৎ সম্বৎসরের মধ্যে রাজার উত্তমা এক কন্যা জন্মিল। রাজা তাহাতে আহ্লাদিত হইয়া সর্বদা ঐ কন্যা প্রতিপালন করেন। কিছু দিনের পর ঐ কন্যার বিবাহ-যোগ্য কাল উপস্থিত হওয়াতে রাজা জ্যোতির্বেত্তা পণ্ডিতের-

দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তোমরা গণনা করিয়া কহ: বিবাহের কোন সময় উত্তম, আর কোন পাত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ হইবে।" তাহাতে এক পণ্ডিত কহিলেন, "হে মহারাজ, সপ্তাহের মধ্যে সর্পাঘাতে তোমার কন্যার মৃত্যু হইবেক।" দ্বিতীয় গণক কহিলেন, "মহারাজ, সপ্তাহের পর পদ্মনাভ নামে এই-নগরস্থ ভিক্ষুকের সহিত তোমার কন্যার বিবাহ হইবেক।" ইহা শুনিয়া রাজা কুপিত হইয়া কহিলেন, "তোমারদিগের কোন জ্ঞান নাই: যদি কন্যার মৃত্যু হয়, তবে কি-প্রকারে ভিক্ষুকের সহিত বিবাহ হইবে? যে হউক! মরণের কথা কহা যায় না; কিন্তু ভিক্ষুকের সহিত বিবাহ কোন-প্রকারে হইবে না। আমি এই দুই কর্ম যাহাতে না হয়, এমত উপায় করিতেছি।" ইহা কহিয়া এক মহাজনকে আজ্ঞা করিলেন যে, "তুমি পদ্মনাভ-কে লইয়া সমুদ্র মধ্যে কোন দুর্গম স্থানে রাখিয়া আইস—যে-কোন মতে এখানে না আসিতে পারে!" রাজাজ্ঞাতে মহাজন পদ্মনাভ-কে আপনার জাহাজে লইয়া সাগর মধ্যে এক দ্বীপে রাখিয়া আপনি দেশান্তর গেলেন॥ পরে পদ্মনাভ সে-স্থানে ভ্রমণ করত নানা দ্রব্যেতে পরিপূর্ণ অপূর্ব অট্টালিকা এবং অত্যুত্তম এক সরোবর দেখিয়া, সেই স্থানে গমন করিতেছেন, এই সময় এক ব্যক্তি আসিয়া কহিল, "মহাশয়, আগমন করিতে আজ্ঞা হউক! এই অমৃতকুণ্ডে স্নান করিয়া ও উত্তম দ্রব্য ভোজন করিয়া পরমৈশ্বর্য ভোগ করুন। আর যখন যাহা আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহা করিব।" সেই কথাতে ভিক্ষুক ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করিবামাত্র যুবরাজের ন্যায় দিব্যমূর্তি হইয়া আহারাদি করিয়া তৃপ্ত হইলেন॥ এ-স্থানে রাজা ছিদ্ররহিত এক গৃহ নির্মাণ করিয়া তাহাতে অনেক প্রহরি নিযুক্ত করিয়া দাসীর সহিত পুত্রীকে সেই স্থানে রাখিলেন॥ একদিন রাজপুত্রী দাসীকে কহিলেন যে, "সর্প কখনও দেখি নাই; দেখিতে বাসনা হয়।" তাহাতে দাসী এক সর্প-চিত্র করিলেক। ঈশ্বরেচ্ছাতে সেই সর্প জীবন পাইয়া কন্যাকে দংশন করিবামাত্র তিনি পঞ্চত্ব পাইলেন। রাজা সমাচার পাইয়া বড় শোকার্ত হইয়া কন্যার দাহ না করিয়া এক নৌকায় কন্যাকে রাখিয়া জলে সমর্পণ করিলেন। দৈবাৎ জল-প্রবাহেতে ঐ-কন্যা, পদ্মনাভ যে-স্থানে আছে, সেই স্থানে উপস্থিতা হইলেন। পদ্মনাভ ঐরূপ কন্যাকে দেখিয়া তত্রস্থ লোককে কহিলেন যে, "এ-মৃত শরীরকে অমৃত সরোবরে স্নান করাও।" তাহা করিলে রাজকন্যা পুনর্জীবিতা হইয়া পদ্মনাভ-কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "এ কোন স্থান? ইহার কর্তা বা কে?" পদ্মনাভ স্থানের ও আপনার সমাচার কহিলে কন্যা কহিলেন যে, "আমি প্রার্থনা করি: তুমি আমাকে বিবাহ কর।" এই কথায় পদ্মনাভ সম্মত হইয়া কন্যাকে

বিবাহ করিয়া কিছু দিন থাকেন ॥ একদিন রাজকন্যা স্বামিকে কহিলেন যে, "এ-স্থানে সকল ঐশ্বর্য আছে, কেবল মনুষ্য নাই। নির্জন স্থানে সকল সুখ বৃথা। যদি আজ্ঞা হয়, তবে দেশে যাওনের উদ্যোগ করা যায়।" পদ্মনাভ এই কথা স্বীকার করিয়া স্ত্রীর সহিত নৌকারোহণ করিয়া চন্দ্রশেখর রাজার নগরে উপস্থিত হইলেন। রাজা লোক-প্রমুখাৎ সমাচার শুনিয়া নিকটে গিয়া সাক্ষাৎ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া সবিস্ময় হইয়া বিবেচনা করিলেন, "ঈশ্বর-নির্মিত যে-কর্ম, কোন প্রকারে তাহার অন্যথা হয় না।" ইহা ভাবিয়া কন্যা ও জামাতাকে গৃহে আনিয়া যথেষ্ট আমোদ করিলেন ইতি ॥

৯৬. সুবর্ণ মশক ও কুষ্মাণ্ড

অদৃষ্টে সম্পত্তি না থাকিলে কোন প্রকার হয় না, তাহার কথা এই ঃ

জ্যোতিঃশাস্ত্রবেত্তা এক পণ্ডিত অত্যন্ত দুঃখে কাল যাপন করেন ॥ একদিন তাঁহার ব্রাহ্মণী পণ্ডিতকে কহিলেন, "আমি আর ক্লেশ সহ্য করিতে পারি না। আপনি রাজার নিকটে গিয়া নিজ বিদ্যা প্রকাশ করুন ; তাহাতে তুষ্ট হইয়া অবশ্য কিছু ধন দিবেন, তদ্দ্বারা আমারদিগের ব্যামোহ দূর হইতে পারিবে ॥" পণ্ডিত স্ত্রীর বাক্য শুনিয়া রাজার নিকটে গিয়া কহিলেন যে, "আমি গণক, আপনকার সমীপে পরিচিত হইতে বাসনা করি ; অতএব আমার নিবেদন শ্রবণ করুন ঃ অদ্য এক সূক্ষ্ম সময় আছে, তাহাতে কোন ফল ছেদন কিংবা কোন জীব হত্যা করিলে সেই অবয়ব স্বর্ণ হইবে ॥ ভূপতি এই কথা শুনিয়া এক কুষ্মাণ্ড আনাইলেন। জ্যোতির্বেত্তা সেই লগ্ন স্থির করিয়া নিকটস্থ লোককে সঙ্কেত করিলে সেই ব্যক্তি তৎক্ষণে কুষ্মাণ্ড ছেদন করিবামাত্র কুষ্মাণ্ড স্বর্ণ হইল। সভাস্থ লোকেরা ও রাজা ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বিবেচনা করিলেন যে, "ইনি জ্যোতিঃশাস্ত্রে বড় পণ্ডিত এবং সুবর্ণ জন্মাইতে পারেন—ইহাঁর পারিতোষিক কি দিব ? কিঞ্চিৎ অর্থ দিলে ইহার তুষ্টি হইবে না, কেবল সম্মান কর্তব্য।" ইহা ভাবিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক পণ্ডিতকে এক প্রণাম করিয়া বিদায় করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষুণ্ণ হইয়া স্বগৃহে গিয়া সকল বৃত্তান্ত ব্রাহ্মণীকে কহিলেন। ব্রাহ্মণী ইহা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "হে স্বামি, যদি তুমি স্বর্ণ জন্মাইতে পার, তবে আমারদিগের কি চিন্তা ? এইক্ষণে তদুপযুক্ত উদ্যোগ কর।" ইহাতে জ্যোতিষিক কহিলেন, "আমারদিগের অদৃষ্ট ক্ষুদ্র, এ-কারণ সম্পন্ন হইবে না, কিন্তু তোমার কথানুসারে উদ্যোগ করিতেছি।" পরে এক কুষ্মাণ্ড আনিয়া লগ্ন স্থির করিয়া ব্রাহ্মণীকে ছেদন করিতে কহিলেন। সেই সময় এক মশক ব্রাহ্মণীর

শরীরের এক প্রদেশে দংশন করিলে সেই উত্তম সময় ব্রাহ্মণী মশককে মারিবামাত্র মশক কিঞ্চিৎ সুবর্ণ হইল। ইহা দেখিয়া পণ্ডিতের স্ত্রী অনেক খেদ করিয়া বারম্বার উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু কোন কোন ব্যাঘাত হইয়া সিদ্ধ হইল না। তখন ব্রাহ্মণী জ্ঞান করিলেন যে, ধন অদৃষ্টে না থাকিলে শত শত চেষ্টা করিলেও হইতে পারে না ইতি ॥

৯৭. রাজার পুত্রলাভ, সন্ন্যাসীর শিরশ্ছেদ

আনন্দকানন নামে এক নগর ছিল। তাহাতে গুণালঙ্কৃত অতিশয় ধনবান ধার্মিক দয়াবান এক রাজা ছিলেন ॥ তাহার সন্তান ছিল না ; এ-কারণ অতিশয় খেদাপন্ন ছিলেন। ইতোমধ্যে এক সাধক পুরুষ সিদ্ধ হইবার নিমিত্তে নানা দেশে নরবলির কারণ ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ নগরের রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "হে মহারাজ, অদ্য তোমার বাটীতে আমার ভিক্ষা হইবেক।" এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সন্তান কি ?" ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা কাতর হইয়া কহিলেন, "আমার সন্তান নাই; এ-কারণ আমি খিন্নমান আছি।" রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি অপুত্রক ব্যক্তির বাটীতে ভিক্ষা করি না।" এই কথা শুনিয়া গাত্রোত্থান করিবামাত্র রাজা সজল নয়নে পাদগ্রহণপূর্বক কহিতে লাগিলেন, "হে গোস্বামিন্, যদ্যপি ইহার কিঞ্চিৎ উপদেশ কর, তবে প্রাণ রাখিব ; নতুবা প্রাণ ত্যাগ করিব।" ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী কহিলেন, "যদি আপনি কিঞ্চিৎ প্রতিশ্রুত হন, তবে আমি উপদেশ করি।" তাহাতে রাজা স্বীকৃত হইলেন। পশ্চাৎ সন্ন্যাসী কহিলেন, "আমি কিঞ্চিৎ ঔষধ দান করি ; তোমার মহিষীরদিগকে ঔষধ সেবন করাইলে পর পঞ্চ সন্তান হইবেক। তাহার মধ্যে প্রধান সন্তান আমাকে দিবা।" এই বাক্যেতে রাজা স্বীকৃত হইয়া সন্ন্যাসির নিকট হইতে ঔষধ গ্রহণ করিয়া অন্তঃপুরে গিয়া মহিষীরদিগকে সে-ঔষধ খাওয়াইলেন ; সন্ন্যাসীও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ পশ্চাৎ কালক্রমে পঞ্চ সন্তান জন্মিল ; তাহাতে রাজা আনন্দিত হইয়া যথেষ্ট ধন বিতরণ করিলেন। কিঞ্চিৎ কালানন্তরে ঐ সন্ন্যাসী আসিয়া রাজার স্থানে প্রধান সন্তান চাহিলেন। রাজা শ্রবণ করিয়া শোকান্বিত হইয়া ঐ সন্তানকে আনাইয়া সন্ন্যাসিকে প্রদান করিলেন ॥ সন্ন্যাসী সেই সন্তান লইয়া স্বস্থানে রাখিলেন। পশ্চাৎ রাজপুত্রকে কহিলেন, "এই উদ্যানে পুষ্পাদি চয়ন করিবা, কিন্তু ঐ দিগে গমন করিবা না।" ইহা শুনিয়া রাজপুত্র সেইরূপ বিচরণ করে ॥ এক দিবস সন্ন্যাসির কথা হেলন করিয়া দক্ষিণ দিগে গমন করিবামাত্র

তত্রস্থ সপ্তোত্তর শত ছিন্ন মুণ্ড হাস্য করিয়া কহিল, "হে রাজপুত্র, এই দেখ : আমারদিগের যাদৃশী দুর্দশা হইয়াছে, তাদৃশী দশা তোমার হইবেক। কিন্তু এক উপায় আছে : যদ্যপি করিতে শক্ত হও, তবে উপদেশ করি।" তাহা শ্রবণ করিয়া ভীত হইয়া রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেক, "কি প্রকারে আমি রক্ষা পাই, তাহা কহ।" তৎপশ্চাৎ ঐ সমস্ত মুণ্ড কহিল, "যখন সন্ন্যাসী পূজা করিয়া তোমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে কহিবেন, তুমি কহিও যে, 'দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে জানি না ; অতএব দেখাইলে আমি সেইরূপ করিতে পারি'। ইহা শুনিয়া সন্ন্যাসী যখন দর্শন করাইবেন, তখন ভদ্রকালীর হস্তস্থিত খড়্গ লইয়া তাহার মস্তক ছেদন করিবা..." এই উপদেশ করিল ॥ পরে রাজপুত্র সন্ন্যাসির নিকটে গমন করিল। কিঞ্চিৎ পরে সন্ন্যাসী ভদ্রকালীর পূজাতে নিযুক্ত হইয়া রাজপুত্রকে কহিলেন, "তুমি শীঘ্র স্নান করিয়া আইস।" পরে রাজপুত্র স্নান করিয়া আসিবামাত্র কহিলেন, "ভদ্রকালীকে প্রণাম কর।" তাহা শুনিয়া ঐ মুণ্ডেরদিগের উপদিষ্ট বাক্য সে কহিলেক ॥ পশ্চাৎ সে-সন্ন্যাসী প্রদর্শনার্থ প্রণাম করিবামাত্র খড়্গ লইয়া তাহার মস্তক ছেদন করিলেক। পরে ভদ্রকালী তুষ্টা হইয়া রাজপুত্রের অভিমত বর প্রদান করিয়া কৈলাস প্রস্থান করিলেন। অতএব পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন : যে পরের অনিষ্ট করিয়া আপন মঙ্গলার্থী হয়, সে প্রাণের সহিত নষ্ট হয় ইতি ॥

৯৮. রমণী ও কাঁঠাল-চোর

এক অবীরা স্ত্রীলোকের ভদ্রাসনে এক পনস বৃক্ষ ছিল। তাহার এক ফল চোরে অপহরণ করিয়াছিল, তাহাতে ঐ স্ত্রীলোক অতি দুঃখিতা হইয়া রাজার নিকটে অভিযোগ করিলেক ॥ রাজা দুঃখিনী দেখিয়া ঐ গ্রামস্থ সকল লোককে আনয়ন করিয়া প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিলেন ; কেহ স্বীকার করিলেক না। পরে রাজা তর্কের পঁত্তির ন্যায় সকল লোককে দণ্ডায়মান করাইয়া ঐ স্ত্রীলোককে কহিলেন, "তোমার পনস ফল যে চুরি করিয়াছে, তাহার মস্তকে পনসের অঙ্কুর হইয়াছে।" এই কহিবামাত্র চোর মস্তকে হস্ত প্রদান করিল। রাজা ইহা দেখিয়া চোর নিশ্চয় করিলেন ॥ পরে ঐ চোর হইতে শাস্তিপূর্বক মূল লইয়া ঐ স্ত্রীলোককে তুষ্ট করিয়া গৃহে প্রস্থান করাইলেন ॥ অতএব পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, "বুদ্ধি যাহার, বল তাহার" ইতি ॥

৯৯. মাণিক্যের কাছে বালকের প্রার্থনা

এক ব্যক্তি অন্ধ। তাহার স্ত্রীও অন্ধা। এক পুত্র পঞ্চমবর্ষীয় বালক। ঐ বালক ভিক্ষা করিয়া ও নানা বন ভ্রমণ করিয়া ফলজলাদি আহরণ করিয়া প্রতিদিন পিতা ও মাতার সেবা করে। এইরূপে অনেক কাল পর্যন্ত অবস্থিতি করে॥ পরে ঐ বালকের বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম হইলে একদিন ঐ বালক বন মধ্যে গমন করিল। সে-দিবস সে ফলজলাদি আহরণ করিতে পারিল না—এবং রাত্রি হইল —এ-কারণ গৃহেতে আগমন করিতেও পারিল না। ঐ বন মধ্যে বসিয়া পিতামাতার দুঃখ স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। এই প্রকারেতে দুই প্রহর রাত্রি হইল। সেই বন মধ্যে এক মহাপুরুষ থাকেন। তিনি ঐ বালকের ক্রন্দন শুনিয়া দয়াপ্রযুক্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ঐ বালকের নিকটে উপস্থিত হইয়া বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি ক্রন্দন করিতেছ কেন?" ইহা শ্রবণ করিয়া ঐ বালক কহিলেক, "মহাশয়, আপনি কে? আমার দুঃখের কথা কহিলে পর আপনি কি করিতে পারেন?" ইহা শুনিয়া ঐ মহাপুরুষ কহিলেন যে, "আমি শুনিলে পর, যাহাতে তোমার ভাল হয়, তাহা করিতে পারি।" ঐ বালক ইহা শুনিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল। মহাপুরুষ কহিলেন, "হে বালক, তুমি এই মাণিক্য লইয়া যাও। এই মাণিক্যের নিকটে যে-প্রার্থনা করিবা, তাহা সিদ্ধ হইবেক।" বালক মাণিক্য পাইয়া হর্ষযুক্ত হইয়া ঐ মহাপুরুষকে নানা প্রকার স্তুতিপূর্বক প্রণাম করিয়া আপনার গৃহে গমন করিল॥ গৃহেতে গিয়া ঐ পিতামাতাকে আশ্বাস করিল এবং নমস্কার করিল। আর কহিল: "হে পিতামাতা, অদ্যাবধি আর আমারদিগের দুঃখ থাকিবে না…" আর মাণিক্যের সমুদয় বৃত্তান্ত কহিল॥ পরে ঐ বালক ঐ মাণিক্যের স্থানে প্রার্থনা করিল যে, "হে মাণিক্য, আমার পিতামাতার অত্যন্ত উত্তম শরীর এবং দর্শনশক্তি হউক! আর দাসদাসী ধনধান্য ঘোটক-হস্তীত্যাদি হউক।" পরে ঐ মাণিক্য-প্রসাদে তৎক্ষণমাত্র ঐ সকল হইল। পরে ঐ ব্রাহ্মণ-বালক অত্যন্ত সুখেতে কাল যাপন করিতে লাগিল ইতি॥

১০০. রাজার তপস্যায় দিকপালদের ভয়

গ্রাম্যধর্মাত্মা নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অতি বড় ধার্মিক ঈশ্বরপ্রমদ নামে এক পুত্র ছিলেন। তাঁহার পুত্র হওনের পর তপস্যার নিমিত্তে বাণপ্রস্থাশ্রম করিলেন॥ তদনন্তর যোগিরদিগের নিকটে যোগাদি শাস্ত্র অভ্যাস করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার তপস্যাতে ইন্দ্রচন্দ্র বায়্বাদি দশ দিকপাল

বায়ুকম্পিত কদলী বৃক্ষের ন্যায় কম্পিত হইয়া রম্ভা নামে এক স্বর্গবেশ্যাকে তাঁহার তপস্যা-ভঙ্গের নিমিত্তে পাঠাইলেন ॥ তদনন্তর সেই বেশ্যা অত্যন্ত কঠোর তপস্যা দেখিয়া ভীতা হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেক ॥ তৎপর দশ দিকপালেরা ব্রহ্মার নিকটে গিয়া নানাবিধ স্তবেতে পরিতোষ করিয়া পূর্ব বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ॥ দেবতারদিগের স্তবরূপ প্রাতঃকালীন অরুণকিরণ দ্বারা ব্রহ্মার কমল-তুল্য মুখ-সকল ঈষৎ প্রসন্ন হইল ; আর তাঁহারদিগকে কহিলেন, "তোমরা উদ্বিগ্ন হইও না ! তোমারদের কাহারও অধিকারে অধিকারী হইবার নিমিত্তে সে-ব্যক্তি তপস্যা করে না, কিন্তু ঈশ্বরের পাদপদ্মে লীন হইবার নিমিত্তে ॥" ব্রহ্মার এই বাক্য শুনিয়া সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তাহার পর সে-ব্যক্তিও আপনার তপস্যার দ্বারা ঈশ্বরেতে লীন হইলেন ইতি ॥

১০১. রাজার প্রতিজ্ঞাপালনে লক্ষ্মীর পলায়ন

নয়সিন্ধু নামে রাজা এক হাট বসাইয়া ঘোষণা দিলেন যে, "আমার এ হাটে যে-যে সামগ্রী বিক্রয় করিতে আনিবে, তাহা বিক্রয় না হইলে সন্ধ্যাকালে আমি উপযুক্ত মূল্য দিয়া লইব।" পরে যে-যে দ্রব্য হাটে কেহ ক্রয় না করিত, তাহা রাজা সায়ংকালে আপনি ক্রয় করিতেন ॥ অনন্তর এক ধূর্ত লোক এক দিবস এক অলক্ষ্মী প্রতিমা গঠাইয়া ঐ বাজারেতে বিক্রয় করিতে আনিল। লোকেরা তাহা দেখিয়া তাহার গুণ ও মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে প্রতিমা-বিক্রেতা কহিল, "এ-প্রতিমা যে-স্থানে থাকেন, সে-স্থানে লক্ষ্মী কদাচ থাকেন না—ইহার এই গুণ ; আর ইহার মূল্য : সহস্র মুদ্রা।" এই সকল কথা শুনিয়া সে-মূর্তির নিকটে কেহ গেল না ॥ পরে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে রাজাকে জ্ঞাপন করিল। রাজা এ-প্রতিমা ক্রয় করিতে উদ্যত হইলে অমাত্যবর্গেরা কহিল, "হে মহারাজ, এই প্রতিমা যে-গৃহে থাকে, সে-গৃহেতে লক্ষ্মী কদাচ থাকেন না, ও সম্পত্তি না থাকিলে সম্মান ও ধর্ম প্রভৃতিও থাকে না। অতএব এই মূর্তি একান্ত লইবেন না।" রাজা কহিলেন, "সম্পত্তি প্রভৃতি থাকুনকিম্বা না থাকুন, আমি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহার অন্যথা কদাচ করিব না।" ইহা বলিয়া সহস্র মুদ্রা দিয়া ঐ অলক্ষ্মী মূর্তি লইয়া আপন ধনাগারে রাখিলেন ॥ পরে ঐ দিন অবধি আত্ম-কলহাদি নিরন্তর হইতে লাগিল ॥ তখন লক্ষ্মী ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে উপস্থিত হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "তুমি কে ?" তখন লক্ষ্মী কহিলেন, "আমি সম্পত্তি। এখানে অলক্ষ্মীর বসতি হইল ; অতএব স্থানান্তরে যাইব।" রাজা কহিলেন, "ভাল।"

এইরূপে সম্মানও গেলেন ॥ পরে ধর্মও রাজাকে কহিলেন, "যে-স্থানে অলক্ষ্মীর প্রভুতা হয়, সে-স্থানে আমি থাকিতে পারি না ; অতএব তোমার স্থানে বিদায় হইয়া যাই।" নৃপতি ইহা শুনিয়া কহিলেন যে, "লক্ষ্মী এবং সম্মানের এ-স্থান হইতে যাওয়া উপযুক্ত বটে। আমি তোমার নিমিত্তে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ না করিয়া অলক্ষ্মীকে গৃহে আনিয়া লক্ষ্মীকে ত্যাগ করিলাম···এখন কি-প্রকারে যাইতে চাহ ?।" ধর্ম ইহা শুনিয়া পুরাবৃত্ত হইয়া রাজগৃহে থাকিলেন। ধর্মের থাকাতে পুনর্বার লক্ষ্মী প্রভৃতিও আসিয়া থাকিলেন। এবং তাঁহারদের থাকাতে অলক্ষ্মী ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া পলাইলেন। রাজা ধর্মানুষ্ঠানে স্বচ্ছন্দে থাকিলেন ইতি ॥

১০২. হংসীর সুবর্ণ ডিম্ব

তৈলঙ্গ দেশে চিত্রগুপ্ত নামে এক বণিক বাস করেন। তিনি অতি দরিদ্র। তাঁহার সন্তান-সন্ততি অনেকগুলিন। তিনি প্রত্যহ ভিক্ষা করিয়া স্ত্রীপুত্রেরদিগকে প্রতিপালন করেন॥ একদিন ঐ ভিক্ষুক ভ্রমণ করিতে করিতে সমস্ত দিবস গত হইল, তথাপি ভক্ষণীয় দ্রব্য কিঞ্চিৎও প্রাপ্ত হইল না। সেদিন সপরিবারে উপবাস করিয়া থাকিলেন ॥ পরদিন ভার্যার অনেক তিরস্কারেতে খিন্যমান হইয়া মহারণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অনেক দিন পর্যন্ত ঈশ্বরারাধন করিতেছেন—ইতোমধ্যে ভগবান পালনকর্তা তাঁহার আরাধনাতে তুষ্ট হইয়া ঐ দরিদ্রকে এক হংসী দিলেন, এবং হংসীর গুণ কহিলেন যে, "এই হংসী তোমাকে প্রত্যহ সুবর্ণের এক অণ্ড দিবেন।" ইহা কহিয়া ঈশ্বর অন্তর্হিত হইলেন ॥ চিত্রগুপ্ত অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া ঐ হংসী লইয়া আপন আলয়ে আসিয়া স্ত্রীকে সকল বৃত্তান্ত কহিলেন ॥ পরে সেই হংসী প্রতি দিবস স্বর্ণের এক অণ্ড প্রদান করিতে লাগিল। কিয়দ্দিবসানন্তর অনেক ঐশ্বর্য হইল, তথাপি দম্পতীর ক্ষোভ-নিবৃত্তি হয় না। তখন এই নিশ্চয় করিলেন, "এই হংসীর উদর বিদীর্ণ করিয়া যাবৎ স্বর্ণ আছে, তাহা এককালে নির্গত করিয়া লইব ॥" পরে ঐ হংসীর উদর বিদীর্ণ করিয়া দেখেন যে, উদরেতে কিঞ্চিৎ স্বর্ণও নাই। পরে ঐ হংসীর প্রাণ-বিয়োগ জন্য শোকেতে খিন্যমান হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন ॥

অতএব অত্যন্ত লোভ করা ভাল নয় ইতি ॥

১০৩. রাজসভায় বানরকে চাবুকাঘাত

উত্তর দিগে তাম্রলিপ্তিকা নামে এক নগর। তাহাতে চন্দ্রাবলোক নামে এক

রাজা থাকেন ॥ সে-রাজা পাত্র-মিত্র-পণ্ডিত-সৎকবি ইত্যাদি লইয়া সর্বদা আমোদ করেন ॥ সে-রাজা বড় বিদগ্ধ। যে-সময়ে রাজা সভাস্থ হইয়া থাকেন, সেই সময় এক বানর প্রত্যহ রাজাকে পাঁচ মাণিক্য দেয়। রাজা বানরকে পাঁচ চাবুক খুব কসিয়া মারেন। এই প্রকার কথক দিন যায়। এক দিবস পাত্র-আদি সকলে কহিতে লাগিল, "হে মহারাজ, এই বানর প্রত্যহ পাঁচ মাণিক্য আপনকাকে দেয়; আপনি তাহাকে প্রত্যহ মারেন—ইহার কারণ কি?" তাহাতে রাজা বলিলেন, "তোমরা বুঝ নাই। ছোট লোককে মুখ দিলে সে মাথার উপর চড়ে—ইহা তোমারদিগকে প্রত্যক্ষতো দেখাই।" তাহার পরদিন সে-বানর রাজাকে সেই সময় পাঁচ মাণিক্য দিল; রাজা সে-দিবস মারিলেন না। তাহাতে যেখানে বানর বসিত, সে-স্থানে সেদিন না বসিয়া রাজার কিছু নিকটস্থ হইয়া বসিল। এই প্রকার তিন দিবসে রাজার আসনে বানর বসিল ॥ রাজা পাত্রেরদিগকে বলিলেন, "বানরের আচরণ দেখিলা?" ইহা বলিয়া পূর্ববৎ চাবুক মারিলেন। বানর যে-স্থানে বসিত, সেই স্থানে বসিল ॥

অতএব ছোট লোককে মুখ দেওয়া ভাল নয় ইতি ॥

১০৪. নির্বোধ কৃষক ও স্বয়ংবরা রাজকন্যা

পূর্বদেশে এক রাজা এক দিবস আপন সভা মধ্যে বসিয়া প্রশ্ন করিলেন যে, "বুদ্ধি বড় কি লক্ষ্মী বড়?" তাহাতে সভাসদ উৎপন্নবুদ্ধি নামে এক পণ্ডিত কহিলেন, "বুদ্ধি বড়। বুদ্ধি ব্যতিরেকে কোন কর্ম হয় না।" ধনপতি নামে এক মন্ত্রী কহিলেন, "সকল হইতে লক্ষ্মী বড়—যাহা হইতে সকল সুখ এবং মান্যতা হয়।" এই প্রকার বাদানুবাদ হইলে উৎপন্নবুদ্ধি কহিলেন, হে মহারাজ, এই প্রশ্নের এক বৃত্তান্ত শুনুন। পূর্বে লক্ষ্মী আর বুদ্ধিতে এইরূপ আত্মবিরোধ হইয়া একত্র পথে যাইতে ধান্যক্ষেত্রে পরম সুন্দর যুবা একজন কৃষক হল-প্রবাহ করিতেছে, তাহাকে দেখিয়া লক্ষ্মী বুদ্ধিকে কহিলেন, "তুমি কেমন বড়? আমি এ-কৃষককে অনুগ্রহ করিলাম। তুমি না থাকিলে কি মন্দ হয়, দেখিব।" পরে লক্ষ্মীর অনুগ্রহেতে তৎক্ষণে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা-সকল স্বর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল ॥ কৃষক সেই স্বর্ণ দ্বারা অত্যন্ত ধনবান হইল, এবং ক্রমেতে সম্পন্ন হইয়া সুখ ভোগ করিতে লাগিল ॥ পরে নরপতি নামে রাজার এক কন্যা অপূর্ব সুন্দরী ও পণ্ডিতা, কিন্তু অবিবাহিতা। তাঁহার বিবাহের নিয়ম এই: প্রথম দিনে আলাপে ও ব্যবহারে যে-উত্তম হইবেক, তাহাকেই বিবাহ করিবেন; নতুবা, মূর্খ হইলে, সেখানে এক দেবী আছেন, তাঁহার নিকটে তাহাকে

বলিদান করিবেন। পরে নির্বোধ কৃষক ধন-গর্বেতে আপনাকে সুবুদ্ধি জানিয়া সসজ্জ হইয়া বিবাহার্থে তথায় উপস্থিত হইল॥ রাজকন্যার গৃহে গিয়া বিচিত্র আসনাদি ও শয্যা এবং উত্তম উত্তম খড়্গাদি অস্ত্র সকল দেখিয়া কৃষক ভীত হইয়া অন্য আলাপ করিতে না পারিয়া প্রথমতঃ লোহের চৈক্কণ্য দেখিয়া কহিতেছে, "আঃ কি উত্তম লোহ! ইহাতে ভাল ভাল লাঙ্গল হইতে পারে!" এমত এমত কৃষকতার বাক্য শুনিয়া এবং মূর্খের ব্যবহার দেখিয়া রাজকন্যা খড়্গ লইয়া সেই দেবীর নিকটে তাহাকে বলি দিতে উদ্যতা হইলে বুদ্ধি লক্ষ্মীকে কহিলেন, "তোমার কৃষক আমা ব্যতীত নষ্ট হয়..." তখন লক্ষ্মী বুদ্ধিকে কহিলেন, "বুঝিলাম, তুমিই আমার বড় এখন শীঘ্র গিয়া রক্ষা কর।" বুদ্ধি তৎক্ষণে গিয়া কৃষকের শরীরেতে প্রবিষ্ট হইবা-মাত্র অপূর্ব জ্ঞানোদয় হইয়া বাক্যের কৌশলেতে রাজকন্যা সন্তুষ্টা হইয়া খড়্গ ত্যাগ করিয়া কৃষককে বিবাহ করিয়া একত্র বাস করিতে লাগিলেন ইতি॥

১০৫. দুই রাজার কটাহ-পতন

উপকারসিন্ধু নামে রাজা এক ভাটের মুখে শুনিলেন যে, "দানসিন্ধু নামে রাজা দশ-যোজন-বিস্তার অথচ মণি-মাণিক্যাদি নানাবিধ রত্নেতে খচিত এক স্বর্ণপর্বত প্রত্যহ দান করেন।" ইহা আশ্চর্য জ্ঞান করিয়া ভাটকে বন্দিশালায় রাখিয়া কহিলেন, "যদ্যপি এ-কথা তথ্য হয়, তবে বিহিত পুরস্কার করিব; নতুবা ইহার প্রাণদণ্ড করিব..." এই প্রকার কহিয়া দানসিন্ধুর বাটীতে গমন করিয়া দেখিলেন, যেরূপ ভাট করিয়াছিল, তথ্য বটে। তদনন্তর ঐ পর্বতের কারণ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্তে ঐ স্থানে সেনাপতির কর্মে নিযুক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ কাল থাকিলেন॥ পরে এক দিবস অর্ধরাত্রের সময় দানসিন্ধু একাকী পুরী হইতে নির্গত হইলেন, ইহা দেখিয়া উপকারসিন্ধু তাঁহার পশ্চাৎ লুক্কায়িত হইয়া গমন করত দেখিলেন, দানসিন্ধু গ্রামের প্রান্তভাগে শ্মশান-সমীপস্থ নদীতে অবগাহন করিবামাত্র এক বেতাল কর্তৃক শ্মশান-স্থ কল কল শব্দায়মান সুতপ্ত তৈল কটাহ সমীপে আনীত হইলেন॥ পরে ঐ কটাহ মধ্যে লম্ফ প্রদান করিয়া পতিত হইলে পর জগন্মাতা শ্মশানকালী আবির্ভূতা হইয়া তাহার ভ্রষ্ট দেহ ভোজন করিয়া কিঞ্চিদবশিষ্ট থাকিতে জীবন্যাস দিয়া বর দিলেন যে, "তোমার মণি-মাণিক্যাদিতে খচিত স্বর্ণ-পর্বত কল্য প্রাতঃ-কাল হইবেক।" উপকারসিন্ধু রাজা দানসিন্ধুর দান করিবার নিমিত্তে আপনার প্রাণ-বিয়োগ জন্য দুঃখ-সহিষ্ণুতা দেখিয়া আশ্চর্য বোধ করিলেন॥ পর দিবস দানসিন্ধু ঐ নদীতে গমনের পূর্বে উপকারসিন্ধু সেই নদীতে যাত্রা করিয়া অবগাহন

করিবামাত্র বেতাল কর্তৃক সেই প্রকার তৈল-কটাহের নিকটে নীত হইলে পর কটাহ মধ্যে পতিত হইলেন ॥ অনন্তর কালী কর্তৃক ভক্ষিত হইয়া ন্যস্তজীবন হইলে বর-দানোদ্যতা কালীকে দেখিয়া পুনর্বার কটাহ মধ্যে পতিত হইলেন। এই প্রকার তিনবার পতিত হইলেন ॥ পরে কালী পরম সন্তুষ্টা হইয়া কহিলেন, "হে উপকার-সিন্ধো, তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহা বর লও।" তাহাতে রাজা কহিলেন, "মা গো, দানসিন্ধুর প্রত্যহ প্রাণবিয়োগ-দুঃখ দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ হইতেছে। অতএব তাহার কটাহে প্রাণত্যাগ ব্যতিরেকে প্রত্যহ সেই প্রকার পর্বত লাভ হইবেক—এ বর দাও।" কালী "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্ধান করিলে পর দানসিন্ধু ঐ নদীতে আসিয়া অবগাহন করিলেন, কিন্তু পূর্বের মত কিছু হইল না। তাহাতে অত্যন্ত খিন্ন হইয়া মৃতকল্পের ন্যায় রাত্রি প্রভাত করিলেন ॥ পরে প্রাতঃকালে সেই প্রকার পর্বত দেখিয়া পরম হৃষ্ট হইয়া দান করিয়া অনুসন্ধানের দ্বারা জানিলেন যে, "এ-কর্ম আর কাহারও শক্তি হইতে নিষ্পন্ন হয় নাই, কিন্তু মহারাজ উপকার-সিন্ধু হইতে হইয়াছে।" পরে উপকারসিন্ধু স্বরাজ্যে আসিয়া ভাটকে সুবিহিত পুরস্কার করিলেন ॥ অতএত পরের দুঃখ-নিবারণের নিমিত্তে সাধু ব্যক্তিরদের আপন প্রাণত্যাগও সহ্য হয়, কিন্তু পরের দুঃখ সহিষ্ণুতা করিতে পারেন না ইতি ॥

১০৬. মাতা কলহপ্রিয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভূত

এক দেশে কন্দলিয়া এক স্ত্রীলোক ছিল। সে দিবারাত্রি কন্দল ব্যতিরেকে থাকিত না। তাহার কন্দলের জ্বালাতে প্রতিবাসি লোকেরা আপন আপন বাটী ছাড়িয়া অন্যত্র পলায়ন করিল। তাহার দুই পুত্র ছিল। তাহার জ্যেষ্ঠ আপন মাতার কন্দলের জ্বালায় আপনি আত্মহত্যা করিয়া মরিয়া আপন বাটীর এক বৃক্ষে ভূত হইয়া রহিল। তথাপি সে অন্যের সহিত বিরোধ করিয়া ঐ বৃক্ষে ঝাঁটা প্রহার করে; তাহাতে সে-ভূত সেখানেও থাকিতে না পারিয়া অন্যত্র যাইতে উদ্যত হইল। এবং তাহার কনিষ্ঠ পুত্রও মাতার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া আপনি বিবেকী হইয়া দেশান্তরে চলিল। পথিমধ্যে দুই ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইলে ভূত কহিল যে, "কনিষ্ঠ ভ্রাতা, তুমি আমাকে চিন: আমি তোমার বড় ভাই। মাতার কন্দলের জ্বালায় আত্মহত্যা করিয়া ঐ বৃক্ষে ভূত হইয়া ছিলাম; সেখানেও মাতার ঝাঁটাপ্রহার-প্রযুক্ত থাকিতে না পারিয়া দেশান্তরে যাইতেছি ॥" কনিষ্ঠ কহিল, "হে দাদা, আমিও সেইরূপ মাতার জ্বালায় বিবেকী হইয়া যাইতেছি, কিন্তু কোথা যাইব ও কোথা বা আহারাদি পাইব, ইহা বুঝিতে পারি না ॥" ভূত কহিল, "শুন,

ভাই : ইহার এক পরামর্শ আছে। তুমি কলিঙ্গ নগরে যাও, আমিও সেখানে যাইতেছি। সেখানকার মহারাজ ময়ূরধ্বজের কন্যা চিত্রলেখাকে আমি পাইব। পরে সে-সহরের কোন ওঝা আমাকে ছাড়াইতে পারিবে না। তাহাতে মহারাজ অত্যন্ত কাতর হইয়া সহরে ঘোষণা দিবেন, 'যে আমার কন্যার ভূত ছাড়াইবে, তাহাকে এই কন্যা ও অর্ধেক রাজ্য দিব।' ইহাতে অন্য কাহারও সাহস হইবে না। তখন তুমি গিয়া আমাকে ছাড়াইবা; তাহাতে ঐ কন্যা ও অর্ধেক রাজ্য পাইয়া পরম সুখে কালক্ষেপ করিবা। কিন্তু আমি অন্য কাহাকেও পাইলে তুমি কদাচ যাইবা না। যদি যাও, তোমাকে নষ্ট করিব।" পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই-সেইরূপ করাতে ঐ কন্যা ও অর্ধেক রাজ্য পাইয়া সুখে কাল ক্ষেপণ করিতে লাগিল॥ কিছু দিন পরে রাজার দেওয়ানের কন্যাকে ঐ ভূতে পাইল। তাহাতে অনেক অনেক ওঝা আইল, তাহারা কিছুই করিতে পারিল না। পরে দেওয়ান অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আর উপায় না পাইয়া রাজাকে ও রাজকন্যাকে কহিল যে, "মহারাজ, রাজজামাতা যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার কন্যার ভূত ছাড়ান, তবে আমি রক্ষা পাই॥" পরে রাজা ও রাজকন্যার অনুরোধে রাজজামাতা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু পূর্ব কথা স্মরণ করিয়া ভীতও হইলেন॥ পরে এক সময় তিনি ভূত ছাড়াইতে গেলে ভূত তাঁহাকে দেখিয়া মহাকুপিত হইয়া কহিল যে, "তোরে আমি পূর্বে বারণ করিয়াছি; তুই কেন এখানে আইলি? দেখ, তোরে আমি নিতান্ত সুখী করিয়া রাখিয়াছি; তুই আমাকে কেন ছাড়াইস?" রাজজামাতা কহিল যে, "দাদা, তুমি আমাকে পরম সুখী করিয়াছ বটে, কিন্তু মাতার সে যন্ত্রণা গেল না।" ইহা শুনিয়া ভূত ভীত হইয়া কহিল, "ভাই রে, মা কোথায়?" সে কহিল, "দাদা, মাতা আমার নিকটে আসিয়াছেন; তোমার ওখানেও বুঝি আইসেন। আমি ইহাই জানাইতে তোমার নিকটে আইলাম।" পরে ভূত তৎক্ষণাৎ ভীত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিল। দেওয়ানের কন্যা সুস্থা হইল ইতি॥

১০৭. নাগলোকে চতুর ব্রাহ্মণ

এক ব্রাহ্মণ দৈবাধীন এক কূপ মধ্যে পতিত হইয়া নাগ-লোকের অমৃত কুণ্ডের নিকটে উপস্থিত হইলে, রাজাজ্ঞানুসারে ঐ ব্রাহ্মণকে ভস্মসাৎ করিবার নিমিত্তে কালান্তক-সমোপম ভয়ানক সহস্র সহস্র সর্পেরা আগমন করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া দংশন করিতে উদ্যত দেখিয়া ব্রাহ্মণ নিরুপায় হইল। কিন্তু ব্রাহ্মণের নীতিশাস্ত্রে জ্ঞান ছিল; তৎক্ষণাৎ অকুতোভয় হইয়া কহিলেন, "অরে মূর্খ সর্পেরা, কি আমাকে

দংশন করিতে আসিতেছ? আমি তোমারদিগের রাজার নিকটে আসিয়াছি। শীঘ্র আমাকে রাজার নিকটে লও; নতুবা রাজাকে কহিয়া তোমারদিগের প্রাণদণ্ড করিব॥" সর্পেরা ভীত হইয়া রাজার নিকটে ব্রাহ্মণকে লইবামাত্র ব্রাহ্মণ কহিলেন, "হে মহারাজ, আপনকার শৌর্য-বীর্য-গাম্ভীর্যৌদার্যাদি নানা প্রকার রাজগুণেতে পৃথিবীমণ্ডলে কীর্তিপতাকা উড্ডীয়মানা হইয়াছে। তাহাতে পদ্মা নামে সুদেব রাজার কন্যা অতি সুন্দরী; তাঁহার স্বয়ম্বর উপস্থিত। কন্যা তোমাকে বরমাল্য দিবেন—এই প্রকার মনস্থ করিয়াছেন। হে মহারাজ, শীঘ্র চলুন॥" বিবাহের সম্বাদ এমনি যে, অত্যন্ত খলেরও অন্তঃকরণের আহ্লাদ জন্মায়…। সর্পরাজ ঐ কথাতে মগ্ন হইয়া ব্রাহ্মণকে নানাজাতীয় রত্নহার দ্বারা পূজা করিয়া কহিলেন, "হে মহাশয়, আর কি প্রার্থনা করেন?" ব্রাহ্মণ কহিলেন, "পথশ্রান্ত আছি; নাগেরা আমাকে পৃথিবীতে রাখিয়া আসুন॥" তাহাতে রাজাজ্ঞানুসারে নাগেরা ব্রাহ্মণকে মস্তকে করিয়া পৃথিবীতে রাখিয়া আইলেন॥

অতএব পণ্ডিত কর্তৃক কথিত আছে যে, চাতুরী-পাণ্ডিত্যাবলম্বিরা বিপৎ-কালেতেও শত্রুর মস্তকারোহণ করিয়া বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হন ইতি॥

১০৮ কুম্ভীর-অধ্যুষিত সরোবরে জলপান

উত্তর দেশে ধনপতি নামে এক রাজা বহু ভূম্যধিকারী ছিলেন। এবং তাহার অনেক সৈন্য ও বিস্তর সম্পত্তি ছিল। কিন্তু সন্তানের মধ্যে এক পুত্র—তিনি অতি অবাধ্য ও কুপথগামী এবং গীতবাদ্যে ও মৃগয়াদি ক্রীড়াতে সর্বদা আসক্ত থাকেন॥ মহারাজ পুত্রের কুক্রিয়াতে অত্যন্তোদ্বিগ্ন হইয়া বিবেচনা করিলেন, "যদ্যপি পণ্ডিতের সহবাসেতে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া সুপথগামী হয়, তবে ভাল; নতুবা উপায়ান্তর দেখি না॥" ইহা চিন্তিয়া বুদ্ধিশেখর নামে এক পণ্ডিতকে পুত্রের নিকটে নিযুক্ত করিলেন॥ পণ্ডিত সদুপদেশ করাইবার জন্যে সর্বদা রাজপুত্রের সঙ্গেই থাকেন; তথাপি বিদ্যাভ্যাসে মনঃসংলগ্ন করেন না॥ কিছু দিন পরে মৃগয়া জন্যে বন ভ্রমণেতে গিয়া রাজকুমার তৃষার্ত হইয়া বড় কাতর হইলেন, জলের অন্বেষণ করিতে এক পথে মনুষ্য-পদচিহ্ন দেখিয়া তদনুসারে গমন করিয়া, বনের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া, এক অপূর্ব সরোবর দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন॥ পরে জল মধ্যে গমন করিতে পণ্ডিত রাজবালককে পুনঃপুনঃ নিষেধ করিয়া কহিলেন, "এ-জলে অবশ্য বৃহৎ জলজ আছে; ইহাতে গেলে আপদ উপস্থিত হইবেক॥" রাজপুত্র তাহা না মানিলে পণ্ডিত কহিলেন, "প্রথম কোন ভৃত্যকে জলে নামাইয়া পরীক্ষা করিয়া, আপনি

গিয়া জলপান করিবেন।" তাহার পর এক ভৃত্য জলে নামিবামাত্র জলের ধ্বনিতে আগত মনুষ্যাদি জানিয়া বৃহৎ বৃহৎ কুম্ভীর উপস্থিত হইয়া তাহাকে ভক্ষণ করিলেক॥ রাজপুত্র তাহা দেখিয়া আশ্চর্য মানিয়া কহিলেন, "এই ক্ষনে কি উপায়ে জল পান করিব?।" পণ্ডিত কৌশল করিয়া দূর হইতে নলের দ্বারা জল-পান করাইয়া তৃপ্ত করিলেন॥ পরে রাজপুত্র পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আপনি কি প্রকারে এ-বৃত্তান্ত জানিলেন?" বুদ্ধিশেখর কহিলেন, "পথে যে-সকল পদচিহ্ন দেখিলাম, তাহাতে কেবল গমনের চিহ্নই আছে; আগমনের চিহ্ন কিছুই নাই। ইহাতে অনুভব করিলাম, যে-লোক এ-সরোবরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, সে নিশ্চয় মৃত হইয়াছে।" পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া রাজপুত্র পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, "যাহার বিদ্যা ও বুদ্ধি নাই, তাহার জীবন বৃথা; সে অনায়াসে অচিরে নষ্ট হয়।" তদবধি রাজকুমার কুক্রিয়া পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইলেন॥

অতএব বিদ্যা ও বুদ্ধি না থাকিলে মনুষ্য অবশ্য বিপত্তিগ্রস্ত হয় ইতি॥

১০৯. সিদ্ধ রূপ, সাধক সনাতন

রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী দুই সহোদর ভ্রাতা পূর্বে ছিলেন। তাহার মধ্যে রূপ গোস্বামী সিদ্ধ পুরুষ, সনাতন গোস্বামী সাধক পুরুষ ছিলেন। ঐ দুই ভ্রাতা সর্বদা তীর্থ পর্যটন করিতেন। ইতোমধ্যে জগদীশ্বরী দুর্গা তাহার-দিগের যাথার্থ্য বুঝিবার নিমিত্তে পথিমধ্যে এক মায়া-নদী সৃষ্টি করিয়া আপনি নীচ-জাতীয় স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া অজস্র তাম্বূলাদি চর্বণ করিতেছেন এবং আপনার চতুর্দিকে চর্বিত তাম্বূলাদি ক্ষেপ করিতেছেন। ইতোমধ্যে রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী তীর্থ পর্যটন করিতে করিতে সেই-পথিমধ্যে উপস্থিত হইয়া ঐ মায়া-নদী দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। পশ্চাৎ তত্তীরে ঐ স্ত্রীলোক সন্দর্শন করিয়া তথাতে উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই নদী পার হইবার উপায় কি?।" ঐ স্ত্রীলোক কহিলেন, "যে-ব্যক্তি আমার উচ্ছিষ্ট ক্ষিপ্ত তাম্বূল ভোজন করিবে, সেই ব্যক্তি অনায়াসে পার হইবেক।" এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সিদ্ধ পুরুষ রূপ গোস্বামী তদুচ্ছিষ্ট তাম্বূল খাইবামাত্র মায়া-নদী বোধ করিয়া অনায়াসে পদব্রজে গমন করিয়া পুনরন্য প্রকৃত নদী-তীরে তপস্যা করিতে লাগিলেন। সনাতন গোস্বামী ঘৃণা করিয়া পরাবৃত্ত হইলেন। পশ্চাজ্জগন্মাতা তাহারদের যাথার্থ্য বোধ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন॥ অনন্তর সনাতন গোস্বামী এক বাদশাহের নিকটে উপস্থিত হইয়া

ভূতভবিষ্যদ্বর্তমান প্রশ্ন দ্বারা অতিশয় প্রতিপন্ন হইলেন এবং যথেষ্ট ধনোপার্জন করিলেন। পশ্চাৎ আপনার এক বাটী নির্মাণ করাইবার নিমিত্তে এক ব্রাহ্মণের বাটীর নিকটে উত্তম স্থান দেখিয়া নির্ণয় করিলেন; কিন্তু সেই ব্রাহ্মণের বাটী না উঠাইলে বাটী উত্তমা হয় না। এ-কারণ ঐ ব্রাহ্মণকে আনাইয়া কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, তুমি যদ্যপি তোমার বাটীর মূল্য লইয়া স্থানান্তরে বাটী নির্মাণ কর, তবে আমার বাটী উত্তমা হয়।" ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন, "আমার পৈত্রিক বাটী, অতিশয় মমত্বপ্রযুক্ত আমি কদাচ ত্যাগ করিতে পারিব না।" পশ্চাৎ সনাতন কহিলেন, "পরোপকারের নিমিত্তে অনেক ব্যক্তি পৈতৃক স্থান ত্যাগ করিয়া থাকেন। অতএব আমি লক্ষ টাকা তোমাকে দান করি, তুমি স্থানান্তরে বাটী কর।" এই বাক্যেতে ব্রাহ্মণ স্বীকৃত না হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন॥ অনন্তর সনাতন জোর করিয়া সেই ব্রাহ্মণের বাটী উঠাইয়া আপন বাটী নির্মাণ করিয়া স্বচ্ছন্দে বসতি করিতে লাগিলেন॥ পশ্চাৎ ঐ ব্রাহ্মণ রোদন করিয়া পথে পথে ভ্রমণ করিতে করিতে, কোন ব্যক্তি কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া, রূপ গোস্বামির নিকটে উপস্থিত হইয়া তথাতে আত্ম-বৃত্তান্ত কহিলেন। রূপ গোস্বামী শর্করা মধ্যে য রী র লা ই র ন ষ এই অষ্টাক্ষর লিখিয়া ব্রাহ্মণকে দিলেন ও কহিলেন, "এই লিপি সনাতন গোস্বামিকে দিবামাত্র তোমার স্থান তুমি পাইবা।" ব্রাহ্মণ সেই লিপি লইয়া সনাতন গোস্বামিকে দিলেন। সনাতন গোস্বামী দৃষ্টি করিয়া ঐ অষ্টাক্ষরানুসারে এক শ্লোক করিলেন, যথা—যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরা পুরী, রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃস্থিরং ন সদিদং জগদিত্যধারয়। ইহার অর্থ এই: "যদু পতি যে কৃষ্ণ, তাঁহার মথুরা পুরী কোথা গেল? ও রঘুপতি রামের উত্তরকোশলা অযোধ্যা কোথা গেল? ইহা বিবেচনা করিয়া মন স্থির কর: এ জগৎ অনিত্য—ইহা নিশ্চয় জান।" এই শ্লোকার্থ বুঝিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে আপন বাট্যাদি দিয়া সনাতন আপন ভ্রাতার অনুগত হইয়া তপস্যাতে নিযুক্ত হইলেন ইতি॥

১১০. মিথ্যাবাদীর জিম্মায় স্বর্ণের ইষ্টক

এক নগর মধ্যে অতিশয় ধনবান এক বণিক ছিল। তাহার অতিশিশু এক পুত্র ছিল। কিঞ্চিৎ কাল বিলম্বে সেই বণিকের মৃত্যু হইল। পশ্চাৎ ঈশ্বরেচ্ছাপ্রযুক্ত সমস্ত ধনাদি ক্ষয় হইতে লাগিল। তাহাতে সেই বণিকের স্ত্রী অতি দুঃখিতা হইয়া বিবেচনা করিয়া, অবশিষ্ট দুইখানি স্বর্ণের ইষ্টক ছিল, তাহা লইয়া সেই নগরে কোন ধনি বণিকের নিকটে অর্পণ করিল ও কহিল, "আমি অতি দুঃখিতা হইয়াছি

এ-কারণ পিত্রালয়ে গমন করিব। আমার পুত্র প্রাপ্তব্যবহার হইলে পর তোমার নিকট হইতে দুইখানি স্বর্ণের ইষ্টক লইব।" এইরূপ কহিয়া পিত্রালয়ে গমন করিল। বণিকও সেই ধন আত্মসাৎ করিল॥ কিছু দিন পরে সেই বণিকের পুত্র প্রাপ্ত-ব্যবহার হইয়া আপন মাতার সমভিব্যবহারে সেই ধনি বণিকের নিকটে উপস্থিত হইয়া দুইখানি স্বর্ণের ইষ্টক চাহিল। পশ্চাৎ ঐ বণিক হাস্য করিয়া কহিল, "হে বণিকের পুত্র, তুমি অতি নির্বোধ। আমার স্থানে স্বর্ণের ইষ্টক নাই। এবং তোমার মাতা স্ত্রীস্বভাবা, তাহার কথাতে বিশ্বাস করিও না॥ আর শুন: তোমার পিতার স্বর্ণের ইষ্টক ছিল, এই কথা শ্রবণ করিয়া নগরস্থ লোক তোমাকে উন্মত্তপ্রায় বোধ করিবেক।" এ-কথা কহিয়া তাহাকে বিমুখ করিল॥ পশ্চাৎ তাহার মাতা আপন পুত্রকে লইয়া রাজার নিকটে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিয়া অভিযোগ করিল॥ রাজা তৎকথা শ্রবণ করিয়া সেই বণিককে আনয়ন করিয়া কহিলেন, "হে বণিক, এই স্ত্রীলোক তোমার স্থানে স্বর্ণের ইষ্টক অর্পণ করিয়াছিল। তুমি কি-কারণ দেও না?" বণিক কহিল, "মহারাজ, আপনি দুষ্টদমক, শিষ্টপ্রতিপালক। মহারাজের বিচারে প্রতিপন্ন হইলে আমি অবশ্য দিব; কিন্তু আমার স্থানে স্বর্ণের ইষ্টক অর্পণ করে নাই।" এইরূপ বণিকের কথায় রাজা প্রমাণাদির দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে না পারিয়া, সেই নগরে এক প্রত্যক্ষ দেবতা আছেন, সেই স্থানে উভয় ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলেন। এবং ঐ স্ত্রীলোককে কহিলেন, "তুমি তথাতে গিয়া শপথ দ্বারা ধন অর্পণ করিয়া থাক। এমত প্রতিপন্ন হয়, তবে আমি অবশ্য দেওয়াইব।" রাজার এই বচনানুসারে তথা গিয়া দশজন উত্তম মনুষ্যকে প্রমাণ রাখিয়া কহিল, "আমি পুত্রের মস্তকোপরি হস্ত অর্পণ করিয়া কহিতেছি: যদ্যপি এই বণিকের নিকটে সুবর্ণের ইষ্টক অর্পণ না করিয়া মিথ্যা কহি, তবে এ-পুত্র মরিবেক; নতুবা জীবিত থাকিবেক।" পশ্চাৎ সেইরূপ শপথ করাতে বণিকপুত্রের মৃত্যু হইল॥ পরে তাহার মাতা বিস্ময়াপন্না হইয়া রোদন করিতে লাগিল। পশ্চাৎ ঐ বণিক রাজসন্নিধানে গিয়া কহিলেক, "হে মহারাজ, এ-স্ত্রীলোক শপথ করিলে পর তাহার পুত্রের মৃত্যু হইল; অতএব আমার নিকটে ইষ্টক অর্পণ করে নাই—তাহা প্রমাণ হইল।" এই কথা কহিয়া বণিক আপন স্থানে প্রস্থান করিল। ইতোমধ্যে এক সিদ্ধ পুরুষ আগমন করিয়া ঐ স্ত্রীলোককে কহিলেন, "হে স্ত্রীলোক, তুমি নির্বোধা। ঐ ব্যক্তির স্থানে যে-ধনার্পণ করিয়াছ, তাহার দ্বিগুণ করিয়া শপথ করিলে পর পাইতে পার।" এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজসন্নিধানে গিয়া পুনর্বার সেই বণিককে আনয়ন করিয়া পুনর্দেবতা-স্থানে প্রেরণ করিলেন। তথাতে সেইরূপ শপথ করিলে পর তাহার পুত্র

জীবিত হইল ॥ পশ্চাৎ ঐ স্ত্রীলোক ঐ বণিককে লইয়া রাজসন্নিধানে গিয়া কহিলেক, "হে মহারাজ, চারিখানি স্বর্ণের ইষ্টক অর্পণ করিয়াছিলাম, তাহা শপথ করিবামাত্র প্রতিপন্ন হইল।" এই কথা শ্রবণ করিয়া বণিক ভীত হইয়া কহিতেছে, "হে মহারাজ, এ-কথা মিথ্যা; কিন্তু দুখানি স্বর্ণের ইষ্টক আমার স্থানে অর্পণ করিয়াছিল। আজ্ঞা হয়, তবে সেই দুইখানি ইষ্টক আনয়ন করিয়া আপন সন্নিধানে উপস্থিত করি।" রাজা তাহার এ-বাক্য শ্রবণ করিয়া ইষ্টক আনিয়া ঐ স্ত্রীলোককে দিলেন ॥

অতএব পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, "সরল ব্যক্তির সহিত সারল্য করিবেক; শঠ ব্যক্তির সহিত শাঠ্য করিবেক…" ইতি ॥

১১১. ডাকাতের হাতে চোর

এক ব্রাহ্মণ বিস্তর বিস্তর পর্যটন করিয়া কিছু ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এক চোর সেই ধন চুরি করিবার অনুসন্ধান করিল, এবং কএক জন ডাকাইতও তাহার চেষ্টায় থাকিল। ব্রাহ্মণের পরিবার—কেবল আপনারা দুই স্ত্রীপুরুষ মাত্র—প্রতি-রাত্রিতে সে-টাকাগুলি পুঁটলি করিয়া দুইজনের মধ্যস্থলে রাখিয়া শয়ন করিতেন ॥ সেই চোর এক রাত্রে সেই টাকার সুসাঙ্গত্য পাইয়া সিন্দ কাটিয়া গৃহ-প্রবেশ করিলেই ডাকাইতেরাও পুরী-প্রবেশ করিল। সেই কলরবে ব্রাহ্মণ চেতনা পাইয়া আপন টাকার পুঁটলি লইয়া সেই সিন্দ-দ্বার দিয়া নির্গত হইয়া পলায়ন করিলে চোর বুঝিল যে, "ব্রাহ্মণ আমাকে আক্রমণ করিতে সিন্দ-দ্বারে থাকিল।" অতএব চোর ঘর হইতে বাহির হইতে পারিল না। এবং ডাকাইতেরাও গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণীকে ধরিল। সে বলিল, "আমাকে ধর কেন? ঘরের মধ্যে আমার স্বামী আছেন, ধন সকলি তাহার কাছে।" এই মতে তাহারা ব্রাহ্মণীকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ-জ্ঞানে সে-চোরকে ধরিতে গেলে ব্রাহ্মণী পলায়ন করিল। তখন সে-চোর ধন দিতে না পারিয়া ডাকাইত কর্তৃক তাড়িত হইয়া হত হইল ইতি ॥

১১২. লহনা ও খুল্লনার কলহ

ধনপতি নামে এক সওদাগর। লহনা নামে তাহার স্ত্রী। সে লহনাকে বিবাহ করিলে অনেক দিবস সন্তান জন্মিল না। অতএব তাহাকে বন্ধ্যা জ্ঞান করিয়া সওদাগর পুনরায় লক্ষপতি সওদাগরের কন্যা খুল্লনা নামে জগন্মোহিনী পরমসুন্দরীকে বিবাহ করিয়া আপন গৃহে আনিল ॥ ধনপতি কিছু দিনের পরে বাণিজ্যে গেলে

সে-সওদাগরের ঘরে দোবলা নামে এক দাসী থাকে। সে-দাসী লহনাকে কহিল, "তুমি এখন যৌবনহীনা ও বয়োধিকা, খুল্লনা পরমসুন্দরী। তাহার রূপ-লাবণ্যে সওদাগর বশ হইবে, তোমাকে চাহিবে না। অতএব খুল্লনাকে অন্নকষ্ট দেও, তাহার যৌবন নষ্ট কর।" লহনা দোবলার কথা শুনিয়া মনে বুঝিল যে, দোবলা ভাল বলিয়াছে॥ পরে লহনা ধনপতি সওদাগরের জবানী কপট পত্র রচনা করিল। সে-পত্রে এই লহনাকে লিখিল, "আমি যে-কন্যা বিবাহ করিয়াছি, সে রাক্ষসী। তাহাকে বিবাহ করিয়া বড় কষ্ট পাইলাম। অতএব দিবা তারে অন্নকষ্ট, করিবা যৌবন নষ্ট, রাখাইবা তাহারে ছাগল।" এই পত্র শুনিয়া খুল্লনা জলিয়া গেল। দুই সতীনে গালাগালি, মুখোমুখি, তারপর ধরাধরি, তারপর চুলাচুলি, তারপর কিলাকিলি হইলে বলেতে লহনা খুল্লনার সকল অলঙ্কার ও উত্তম বস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া তাহাকে চিরা কানী পরাইয়া ছাগল-রক্ষণে নিযুক্তা করিল ইতি॥

১১৩. শোভন বুদ্ধি থাকলে, মৃত্যু ঘটে না

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সভায় অতি প্রাচীন এক লোক আসিয়া প্রতিদিন এই কহিত, "হে মহারাজ, আমার এক নিবেদন শুনুন: যে-লোকের শোভন বুদ্ধি থাকে, তাহার মৃত্যু কোন প্রকারেও হয় না।" ইহা কহিয়া প্রত্যহ গমনাগমন করে॥ রাজা স্বীয় কর্মে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত বিস্তারিত জানিতে পারে না, কিন্তু তাহার রাজকীয় কর্মের পর ঐ কথা চিন্তা করেন যে, "প্রাচীন লোকের মিথ্যা কি প্রকারে হয়?" ও "অপেক্ষাকৃত শোভন বুদ্ধি সকলের আছে, এবং মরণও সকলের হয়; তবে শোভন বুদ্ধি থাকিলে মৃত্যু হয় না, ইহার অভিপ্রায় কি?" ইহা চিন্তা করিয়া ঐ প্রাচীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমায় কথা কি-প্রকারে সঙ্গতা হয়?" প্রাচীন কহিল, "হে মহারাজ, এ-কথা কখনও অন্যথা হয় না।" রাজা মনে স্থির করিলেন, "ইহার শাস্তি করিব।" ইহা স্থির করিয়া অন্য এক রাজাকে এই পত্র লিখিলেন যে, "আমার নিকটে এ-লোক নিত্য গমনাগমন করে, এ-লোক অতি মন্দ: ইহার বধ কর্তব্য। কিন্তু আমা হইতে হয় না, তোমার নিকটে পাঠাই: তুমি ইহাকে নষ্ট করিবা।" এই পত্র লিখিয়া প্রাচীনের হাতে দিয়া তাহাকে কহিলেন, "তুমি আমার বন্ধুর নিকটে যাও॥" প্রাচীন পত্রের বৃত্তান্ত জানে না; পত্র লইয়া রাজবন্ধুর নিকটে গিয়া তাঁহাকে দিল। পরে রাজবন্ধু পত্রার্থ-জ্ঞাতা হইয়া জল্লাদকে ডাকিতে আজ্ঞা দিলেন॥ তাহাতে প্রাচীন পত্রার্থ বুঝিয়া রাজবন্ধুকে কহিল, "হে মহারাজ, শীঘ্র আমার শিরশ্ছেদ কর।" ইহা শুনিয়া

রাজা বিস্মিত হইলেন, কেননা আপনার বধের জন্যে আপনি বিনয় করে না। ইহাতে সন্দিগ্ধ হইয়া প্রাচীনকে জিজ্ঞাসিলেন, "ইহার বৃত্তান্ত কহ।" পরে প্রাচীন কহিতে লাগিল, "আমার রাজার সভাতে এক গণক আসিয়া কহিয়াছে যে, আমার মৃত্যু যে-অধিকারে হইবেক, সে অধিকার ভস্ম হইবেক; এই কারণ এইরূপে আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন।" রাজা ইহা শুনিবামাত্র এ-রাজার উপরে ক্রোধান্বিত হইলেন ও যুদ্ধোদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ঐ প্রাচীনকে যথেষ্ট ধনাদি দ্বারা পুরস্কার করিয়া বিদায় করিলেন। ঐ প্রাচীন আপন রাজার নিকটে আসিয়া আপন কথার উদাহরণ প্রত্যক্ষতো দেখাইল ইতি ॥

১১৪. দেবী-রাক্ষসীর নরবলি

রাঢ় দেশে ভীমসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার অধিকারে ভাগবতী আসিয়া রাজাকে স্বপ্নে কহিলেন, "হে রাজা, আমি তোমার রাজ্যে আই ম ঃ তুমি প্রত্যহ এক-এক নরবলি প্রদান করিয়া আমার পূজা কর; নতুবা তোমাকে সবংশে নিপাত করিব।" রাজা এমত স্বপ্ন দেখিয়া প্রাতঃকালে ছাগ-মেষ-মহিষাদি ও এক মনুষ্য ও আর-আর উপকরণ প্রস্তুত করিয়া দেবীকে পূজা দিয়া, মনে বিবেচনা করিয়া, অধিকারস্থ যাবৎ প্রজারদিগকে আজ্ঞা দিলেন যে, "তোমরা এক-এক দিন এক-এক নরবলি আপন আপন বাটী হইতে দিয়া ভগবতীর পূজা দিবা।" এই রূপ নিয়ম করিয়া দিলে, কথক দিন পরে পূজক ব্রাহ্মণের পালা উপস্থিত হইবার পূর্ব দিবস, নিশাভাগে পূজক ব্রাহ্মণ আপন পত্নী ও পুত্রের সহিত পলাইতেছিল, ইতোমধ্যে সেই দেবী সুন্দরী স্ত্রীলোকের মূর্তি ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের সম্মুখে আসিয়া তাহাকে কহিলেন, "হে ব্রাহ্মণ, তুমি স্ত্রীপুত্র লইয়া রাত্রিযোগে কোথা যাও?" ব্রাহ্মণ স্ত্রীলোকের বাক্য শুনিয়া কহিতে লাগিল, "হে সুন্দরি, শুন ঃ আমার দেশে এক রাক্ষসী আসিয়াছেন। আমি তাঁহার পূজক ছিলাম, কিন্তু তাঁহার পূজাতে প্রতিদিন এক-এক নরবলি লাগে। কল্য আমার পালা হইবেক, এ-কারণ আমি পলাইতেছি। ব্রাহ্মণের এই সকল কথা শুনিয়া সে-স্ত্রী হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি যে-রাক্ষসীর ভয়েতে পলাইতেছ, সেই দেবী-রাক্ষসী আমি। কিন্তু তুমি দেশ ছাড়িয়া পলাইও না ঃ তোমারদিগের আর ভয় নাই। আমি অদ্য প্রভৃতি আর নরবলি লইব না।" দেবীর এই কথাতে ব্রাহ্মণ নির্ভয় হইয়া আপন গৃহে গেলেন ইতি ॥

১১৫. মন্ত্রীর গৃহে রাজার নিমন্ত্রণ

মধ্য দেশে প্রতাপসিংহ নামে রাজা ও সুধীর নামে মন্ত্রী থাকেন। একদিন রাজা সভাতে বসিয়া মন্ত্রিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "হে মন্ত্রি, পৃথিবীর মধ্যে মিষ্ট কি?" মন্ত্রী উত্তর করিল, "হে মহারাজ, সকল হইতে বাক্য অতি মিষ্ট।" রাজা মন্ত্রির কথাতে আস্থা করিলেন না। কিছু দিন পর মন্ত্রী রাজাকে নিমন্ত্রণ করিয়া কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিল। রাজা মধ্যাহ্নকালে মন্ত্রির বাটীতে উপস্থিত হইলে মন্ত্রিপুত্র আপনি গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজার নিকটে আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া বিনয়-বাক্যেতে বিস্তর স্তব করিয়া যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য ভোজন করাইল॥ পরে রাজা মন্ত্রিপুত্রের বিনয়-বাক্যেতে—অল্প ভোজনেও—অধিক সন্তুষ্ট হইয়া আপন বাটীতে গেলেন॥ পরে মন্ত্রী রাজার নিকটে আইলে রাজা বিস্তর প্রশংসা করিলেন। পরে মন্ত্রী রাজাকে কহিলেন যে, "হে মহারাজ, কল্য খাদ্যদ্রব্য কিছু প্রস্তুত ছিল না। পুনর্বার আমার বাটীতে ভোজন করিতে হইবে।" এইরূপে আরবার নিমন্ত্রণ করিয়া চিনি, মিছিরি, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, অন্নব্যঞ্জন, পায়স, পিষ্টক, খেচরান্ন, পরমান্ন প্রভৃতি নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিলে দুই প্রহরের সময় রাজা মন্ত্রির বাটীতে আইলেন। তৎক্ষণে মন্ত্রিপুত্র ভোজনের স্থান মার্জনা করিয়া অপূর্বাসনে রাজাকে বসাইয়া স্বর্ণপাত্রে সেই সকল খাদ্যদ্রব্য রাজসম্মুখে প্রদান করিয়া সেদিন কোন বিনয়-স্তবাদি না করিয়া গর্বোক্তিতে ব্যঙ্গ করিলেন॥ রাজা ইহাতে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভোজন না করিয়া আপন বাটীতে গেলেন। পরে মন্ত্রী রাজার নিকটে গিয়া রাজাকে ক্রুদ্ধ জানিয়া কহিল, "হে রাজাধিরাজ, আমি পূর্বে কহিয়াছি যে, সকল হইতে বাক্য অতি মিষ্ট।" রাজা মন্ত্রির এই কথাতে অতি আহ্লাদিত হইয়া মন্ত্রিকে যথেষ্ট ধনাদি দ্বারা পুরস্কার করিলেন ইতি॥

১১৬. সিংহের প্রতিবিম্ব, শৃগালের প্রতিশোধ

এক সিংহ কোন আশ্চর্য কাননে গিয়া অনেক প্রকার জন্তু মৃগয়া করিয়া বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিতেছেন॥ কিন্তু ঐ স্থানে সবৎসা এক শৃগালী গর্তের মধ্যে থাকে। সে, বৎস লইয়া, আহারার্থ উঠিবামাত্র সিংহ কঠোর শব্দ করিল। তাহাতে শৃগালী প্রাণ ত্যাগ করিল, কিন্তু দৈবাৎ বৎসটি রক্ষা পাইল॥ তৎপরে শৃগাল এই ব্যাপার দূর হইতে দেখিয়া ও কুপিত হইয়া মনে বিবেচনা করিল যে, "ইহাকে অবশ্য বঞ্চনা করা উচিত হয়; নতুবা বঞ্চক নামের মহিমা আমা হইতে যায়, আর আমি স্বজাতির মধ্যে বড় অপমানগ্রস্থ হইব।" এই পরামর্শ স্থির করিয়া জম্বুক তাহার

নিকটে বিস্তর স্তব করিয়া কহিল, "হে পশুরাজ, তুমি এ-স্থানে আমাকে রাখিয়াছ, তোমার চরণপ্রতাপে সুখেতে আছি, কিন্তু অদ্য অনুগ্রহপূর্বক আমার আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবেক।" সিংহ শৃগালের স্তবেতে মুগ্ধ হইয়া স্বীকৃত হইলেন ও কহিলেন, "তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।" বঞ্চকও মনে মনে বিবেচনা করিল যে "এই হ্রদস্থ কুম্ভীরেরদের ভক্ষ্য সিংহকে অবশ্য করিব॥" পরে এক দিবস বঞ্চক-শিরোমণি সিংহকে লইয়া ঐ সরোবরের তীরে গেল ও পশুরাজ জল সমীপে যাইবামাত্র আপন মূর্তি নির্মল জলে দেখিয়া ক্রোধেতে উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিলেন ও তাহার প্রতিধ্বনি হওয়াতে সিংহ শৃগালকে কহিলেন, "কি! বুঝি, আমার শত্রু জলে আছে, দেখিলাম, শব্দও শুনিলাম…" তখন শৃগাল কহিল, "হে মহাশয়, শত্রু থাকিলে সর্বদা ভীত থাকিতে হয়, অতএব ইহাকে নষ্ট করা উচিত।" তৎক্ষণাৎ দুইজনে জলের নিকটে গেলে সিংহ আপন মূর্তি দেখিয়া ঝম্প দিয়া পড়িবামাত্র কুম্ভীর তাহাকে নষ্ট করিল॥ তদন্তর শৃগাল ঐ সকল মাংস লইয়া আপন সন্তানেরদের নিকটে গেল ও তাহারদিগকে দিল ইতি॥

১১৭. অত্যাচারী সিংহ ও চতুর শশক

মহাবল পরাক্রান্ত এক সিংহ কোন বনে নিজ বাহুবীর্যেতে রাজত্ব লইয়া ঐ কাননের পশুরদিগকে স্বাধীন করিয়া নিয়মিতপূর্বক প্রতিদিন তাহারদের স্থানে নানা প্রকার খাদ্যরূপ কর গ্রহণ করেন। ইহাতে যদি নিয়মিতের বৈলক্ষণ্য হয়, তবে তাহারদের প্রাণদণ্ডের সমান শাস্তি করেন। এই মতে সকল পশুরা পশুরাজ কর্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ভিন্নাধিকারস্থ এক বৃদ্ধ শশকের নিকটে গিয়া রাজকীয় তাবৎ বৃত্তান্ত গোচর করিল, আর কহিল, "যদ্যপি অন্য হইতে ভয় হয়, তবে রাজা শঙ্কা দূর করেন; কিন্তু নৃপতি ভয়ানক হইলে স্থান ত্যাগ না করিলে রক্ষা নাই।" তখন শশক তাহারদিগকে আশ্বাস করিয়া কহিলেন, "যদ্যপি তোমরা একবাক্য-তাতে থাক, তবে অবশ্য তাহাকে দমন করিয়া সুস্থিরেতে থাকিতে পারিবা।" তখন সকল পশুরা সেই পরামর্শ স্থির করিয়া আপন আপন স্থানে গেল॥ তদনন্তর শশক উপঢৌকন সামগ্রী লইয়া ঐ সিংহের নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "হে মহারাজ, শুন। আমি ভিন্নাধিকারস্থ ক্ষুদ্র শশক। মহাশয়ের সুখ্যাতি শ্রবণেতে কর্ণ তৃপ্ত হইয়াছে, কিন্তু নয়ন-সফলবাঞ্ছাতে আসিয়াছি।" এই প্রকার কথোপ-কথনেতে সিংহ মহাপ্রীত হইয়া তাহাকে নিকটে রাখিলেন॥ তদনন্তর এক দিবস কথা-প্রসঙ্গেতে শশক আপন শৃগাল-রাজার বল, বুদ্ধি, মহিমা প্রকাশ করিয়া কহিল,

"যদ্যপি একবার মহারাজের তথাতে গমন হয়, তবে সে ভয়ে স্থান ত্যাগ করিলে, সে-অধিকারও মহারাজের বশীভূত হইতে পারিবেক ॥" তদনন্তর শশক বিদায় হইয়া আপন আলয়ে আসিয়া ঐ সকল পশুকে লইয়া বড় এক গর্ত কাটিল, আর তাহার উপরে তৃণাদি আচ্ছাদন করিয়া পত্রেতে রচিত সিংহাসন সেখানে স্থাপিত করিল ॥ পরে সকল জন্তুকে আনাইয়া গুপ্তভাবে তাহারদিগকে স্থানে স্থানে রাখিয়া পশুরাজকে আহ্বান করিল ॥ তদনন্তর সিংহ আসিবামাত্র সকলে গত্রোত্থানপূর্বক সম্বর্ধনা করিয়া কহিল, "হে মহারাজ, সিংহাসনে বৈশ।" সিংহ পশুস্বভাবপ্রযুক্ত সিংহাসনে লাফ দিয়া আরোহণ করিবামাত্র সিংহাসন সমেত গর্ত মধ্যে পতিত হইলেন ও চতুর্দিগ হইতে সকল পশুরা আসিয়া উপহাসপূর্বক কহিল, "হে মহারাজ, এখন পৃথিবীর মধ্যে কিছুদিন রাজত্ব কর…" ইতি ॥

১১৮. দস্যু-সাধুর প্রতিপালনে মৃগবৎসেরা

এক ব্যক্তি দস্যু কোন পথিককে নষ্ট করার বাঞ্ছাতে তাহার পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল ॥ এক দিবস কোন স্থানে তাহাকে নষ্ট করিবামাত্র সেখানে অন্য পথিক কথকগুলি উপস্থিত হইলে, সে-দস্যু নিরুপায় হইয়া এক শবের উপরে কপট তপস্বির বেশ ধরিয়া শব সাধন করিতে বসিল ॥ কিন্তু পথিকেরা পরস্পর কহিতে লাগিল যে, "কোন সন্ন্যাসী তপস্যা করিতেছেন।" দস্যু এই কথা শ্রবণ করিয়া বিবেচনা করিল যে, "আমি মহাপাতকী, তথাপি সৎকর্মের কপটতাতে রক্ষা পাইলাম ; অতএব এ-সকল পাপকর্মে নিরস্ত হইয়া বনে গিয়া তপস্যা করা উচিত হয়।" তদনন্তর কষায় বস্ত্রধারী মহারণ্যে গিয়া তপস্যা করিতে লাগিল ॥ কিছু কাল পরে গর্ভবতী হরিণী ঐ স্থানে সর্বদা আসিতে লাগিল। পরে ঐ মৃগী দুই সন্তান প্রসবিয়া সেখানে প্রাণ ত্যাগ করিল ॥ সন্ন্যাসী মৃগবৎসেরদিগকে তৃণাদি দ্বারা বর্ধিত করাতে তাহারা নিতান্ত প্রত্যয়াপন্ন হইয়া থাকিল ॥ একদিন দুর্দিন-প্রযুক্ত ভক্ষণীয় দ্রব্যাভাবে তপস্বী আজ্ঞা করিলেন যে, "অদ্য মৃগবৎসেরদিগকে নষ্ট করিয়া তাহারদের মাংসেতে কাল যাপন কর ॥" তৎপরে সেবকেরা তাহাই তাহাকে প্রদান করিল, কিন্তু তাহারা মনে মনে বিচার করিল : ইহার অসাধ্য কিছুই নাই, যেহেতুক সম্বর্ধিত বিষবৃক্ষের ছেদনও করিবে না—যেমন নদীত্যক্ত ভূমিতে নগর করিলে তাহার বিনাশ অবশ্য হয়, এমনি পূর্বপাপকর্মকৃত মনুষ্যের প্রতি বিশ্বাস বিনাশ-কারণ অবশ্য হয় ইতি ॥

১১৯. কৃষক সম্রাট আকাশে ওড়ে

দক্ষিণারণ্যে অতিশয় সাহসিক ও বলবান ও উদ্যোগী সুমেধা নামে এক কৃষক ছিল। পরে সে কৃষি-বাণিজ্যাদি কায়িক শ্রম দ্বারা ধনোপার্জন করিয়া গ্রামাধিপ হইয়া নানা সাহস ও উদ্যমাদিতে দেশাধিপত্য করিল॥ অনন্তর যুদ্ধবিক্রমাদি দ্বারা বহু দেশাধিপতিরদিগকে স্বাধীন করিয়া তাহারদের স্থানে কর গ্রহণ করিয়া আপনি হস্তিনা নগরেতে সম্রাট হইল॥ আর সমুদ্র পর্যন্ত তাবৎ দেশীয় রাজারা ঐ সম্রাটের আজ্ঞাবহ হইয়া স্বস্বদেশস্থ প্রজা-লোকেরদিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিল॥ পরে সে এক দিবস সিংহাসনস্থিত হইয়া সভাসদ লোকেরদিগকে কহিতেছে যে, "পুরুষের উদ্যোগেতে উত্তম উত্তম পদপ্রাপ্তি হয়, ইহার প্রমাণ: আমি কৃষক হইয়া নিজ উদ্যোগেতে রাজাধিরাজ হইয়াছি। অতএব বুঝি পুরুষ নিজ সাহসেতে ইন্দ্রাদি দেবতা ও ঈশ্বর হইতে পারে। সম্প্রতি স্বর্গলোকে গমন করিয়া ঈশ্বরত্ব করিব। তোমরা চারি গৃধ্র পক্ষি দেও।" পরে তাহারা তাহা আনাইয়া দিলে, ঐ সম্রাট কাষ্ঠনির্মিত যন্ত্র মধ্যে আপনি বসিয়া, তাহার উপরে চারি ক্ষুধিত গৃধ্র পক্ষি বাঁধিয়া, তাহার উপরে মাংসখণ্ড রাখিল। তখন গৃধ্রেরা উড়িয়া মাংসখণ্ড লইয়া খাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু লইতে পারিল না। পক্ষিরা যত উড়িতে লাগিল, তত উচ্চেতে উঠিতে লাগিল। এইরূপে দুই চারি দিনেতে অতিশয় উচ্চেতে উঠিল॥ পরে সম্রাট আপন নিকটস্থ খাদ্যদ্রব্য খাইত, কিন্তু পক্ষিরা ক্ষুধাতে কাতর হইয়া ক্রমে ক্রমে নীচেতে পড়িয়া এক মরুভূমিতে পতিত হইল। সে-স্থানে কাঠরিয়া লোকেরা থাকে; তাহারা আশ্চর্য দেখিয়া তাহাকে একদিন খাওয়াইল। অন্যদিন তাহারা তাহাকে লইয়া কাষ্ঠ কাটিয়া মস্তকের উপর ভার লইয়া কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন সম্রাট নানা দুঃখ পাইয়া ঈশ্বরারাধন করিতে লাগিল॥ পরে ঐ রাজাধিরাজের পুত্র নানা দেশেতে অন্বেষণ করিয়া, ঐ দেশে আসিয়া, অনুসন্ধান করিয়া আপন পিতাকে জানিয়া পুনর্বার রাজধানীতে আনিল। তখন ঐ সম্রাট ঈশ্বরনিষ্ঠ হইয়া কাল ক্ষেপণ করিতে লাগিল ইতি॥

১২০. সম্রাট ও আতরাধার

অবন্তী পুরীতে মদনসুন্দর নামে এক সম্রাট থাকেন। একদিন ঐ ব্যক্তি সভামণ্ডলীস্থ বিচিত্র রাজসিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া রাজকার্য করিতেছেন, ইতোমধ্যে এক বণিক আতর বিক্রয় করিবার নিমিত্ত আইল। তখন ঐ মদনসুন্দর নামে

চক্রবর্তী আতর পরীক্ষার কারণ আপনি অঙ্গুলি দ্বারা আতরাধার হইতে কিঞ্চিৎ লইয়া ঘ্রাণ লইলেন। ঐ কালে অঙ্গুলি হইতে অত্যল্প আতর ভূমিতে পড়িল; তদনন্তর ঐ ভূমি-পতিত আতর তুলিয়া আতরাধারে রাখিলেন॥ তাহার পর চক্রবর্তী সভা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মনোমধ্যে বিবেচনা করিলেন যে, "আমি এ-কর্ম ভাল করি নাই, ইহাতে আমার ক্ষুদ্রতা-প্রকাশ হয়…" ইত্যাদি চিন্তা করিয়া তৎপর দিবস পুনশ্চ সেরূপ সভা করিয়া আপন ধনাগার হইতে লক্ষ টাকার আতর আনাইয়া সভার সম্মুখে ফেলাইয়া স্থান পরিষ্কার করাইলেন। ইহা দেখিয়া অন্য-অন্যদেশীয় সম্রাটেরদের দূতেরা কহিল, "হে মহারাজাধিরাজ, যে-বড়লোকের একবার ক্ষুদ্রতা প্রকাশ হয়, তাহার প্রচুর ধন-ব্যয়েতেও সে-ক্ষুদ্রতা বারণ হয় না। আপনি যে ক্ষুদ্র কর্ম করিয়াছেন, তাহা লিপি দ্বারা আর-আর সম্রাটেরা জ্ঞাত হইয়াছেন। এইক্ষণে অপরিমিত ব্যয় করা নিরর্থক…" ইতি॥

১২১. রাজার সরোবরে কয়েদীর কৌশল

বিক্রমসিংহ নামে রাজা নিজ আরাম মধ্যে এক পুষ্করিণী কাটাইয়া বিচার করিলেন যে, "জলপূর্ণ জলাশয় সামান্য লোকেও করে, তাহা করাতে আমার কি মহত্ত্ব? আমি দেশাধিপতি রাজা; অতএব আমি এই সরোবর দুগ্ধেতে পরিপূর্ণ করিব।" ইহা পরামর্শ করিয়া কারাগারস্থ লোকেরদিগকে ডাকাইয়া আজ্ঞা দিলেন, অরে অপরাধি লোকেরা, শুন: তোরা অদ্য রাত্রি মধ্যে আপন আপন ধন ব্যয় করিয়া এক-এক কলসী ক্ষীর আনিয়া আমার এই সরোবরে ফেলিয়া দে; তবে তোরদিগকে মুক্ত করিয়া দিব।" ইহা শুনিয়া ঐ সাপরাধ লোকেরা আহ্লাদিত হইয়া দুগ্ধান্বেষণে গিয়া সকলেই আপন আপন মনোমধ্যে বিবেচনা করিল যে, "সহস্র সহস্র লোকেতে এক-এক কলসী দুগ্ধ দিয়া জলাশয় পূর্ণ করিবেক। আমি ইহাতে যদ্যপি দুগ্ধ না দিয়া জল এক কুম্ভ দেই, তবে কে বুঝিতে পারিবে? অতএব এক কলসী জল দিয়া কারা হইতে খালাস হইয়া যাইব।" সকলে এই পরামর্শ করিয়া এক-এক কলসী জল পুষ্করিণীতে আনিয়া ফেলিল॥ অনন্তর প্রভাতে রাজা জলপূর্ণ পুষ্করিণী দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ঐ সকল লোকেরদিগকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা আপন আপন পরামর্শ যেরূপ করিয়াছিল, তাহা কহিল। রাজা ইহা শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যে, "সকল সুবুদ্ধির পরামর্শ একই হয়; আর অভিমান-প্রযুক্ত যে-এতাদৃশ অভিলাষ, তাহাও কখনও ঈশ্বর পূর্ণ করেন না।" ইহা বুঝিয়া রাজা নিরস্ত থাকিলেন ইতি॥

১২২. পত্নীহত্যায় উদ্যত বণিক

মধ্যদেশে মদয়ন্তী নামে নগরী—তাহাতে মহাধনী গন্ধদত্ত নামে এক বণিক থাকে। তাহার পুত্র ধনদত্ত—সে পিতার সর্বস্ব দ্যূতে নষ্ট করিয়া দেশান্তরে গিয়া চন্দনপুরবাসি হিরণ্যগুপ্ত নামে বণিকের বাটীতে থাকিল॥ হিরণ্যগুপ্ত তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, "তুমি কি-নিমিত্তে এখানে আইলা?" ধনদত্ত আপন বৃত্তান্ত কহিল। তাহা শুনিয়া হিরণ্যগুপ্ত ধনদত্তকে আশ্বাস করিয়া আপন কন্যা রত্নাবতীকে তাহার সহিত বিবাহ দিল॥ কিছুদিন পরে ধনদত্ত রত্নাবতীকে লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিল। পথিমধ্যে এক নিবিড় বনে এক কূপেতে রত্নাবতীকে মারিয়া ফেলিয়া তাহার পিতৃদত্ত তাবৎ অলঙ্কার লইয়া স্বদেশে গেল। কিন্তু রত্নাবতী প্রাণে না মরিয়া সে-কূপের মধ্যেই থাকিল। দৈবাৎ পথিকেরা তৃষার্ত হইয়া তথা গেলে কূপ মধ্যে রত্নাবতীকে দেখিয়া তাহারা তাহাকে উঠাইয়া জিজ্ঞাসা করিলে, রত্নাবতী কহিল যে, "কোন চোর আমার তাবৎ অলঙ্কারাদি লইয়া আমাকে কূপে ফেলিয়া গিয়াছে। অতএব তোমরা আমাকে চন্দনপুরে পঁহুছাও॥" পথিকেরা দয়া করিয়া চন্দনপুরে তাহার পিতার নিকটে আনিল। তাহার পিতা হিরণ্যগুপ্ত তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে পর, রত্নাবতী পতিব্রতা, এ-কারণ আপন স্বামির দোষ না কহিয়া চোরের দোষ বলিল। কিন্তু রত্নাবতী আপন স্বামির কারণ উৎকণ্ঠিতা সদা থাকিল॥ কিছু দিন পরে দ্যূতপ্রিয় ধনদত্ত অপর ধনেচ্ছাতে পুনর্বার আপন শ্বশুরালয়ে আসিয়া রত্নাবতীকে দেখিয়া লজ্জিত হইল। কিন্তু রত্নাবতী তাহাকে দেখিয়া অতি আনন্দিতা হইয়া কহিল, "হে প্রাণনাথ, ভয় করিও না। আমি বাঁচিয়াছি; তোমার দোষ পিতার সাক্ষাৎ কহি নাই। আমার পূর্বপুণ্যে তোমার দর্শন পুনর্বার পাইলাম।" ইহা শুনিয়া ধনদত্ত হর্ষ ও লজ্জাতে মগ্ন হইল। পরে শপথ করিয়া দ্যূত-ক্রীড়া ত্যাগ করিয়া রত্নাবতীকে লইয়া পরম সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিল ইতি॥

১২৩. কৃষক ও চোরের রাজবিচার

এক রাজা সুবিচার করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস এই:

এক চোর কোন গৃহস্থের কতগুলি দ্রব্য চুরি করিয়া গ্রামোপান্তে যাইতেছিল, সেই সময় এক কৃষক তাহাকে দেখিয়া কহিল, "তুই যে-লোকের দ্রব্যাদি লইয়া যাইতেছিস, তাহাকে ফিরিয়া দে; নতুবা রাজ-নিকটে দণ্ড্য হইবি॥" চোর উত্তর করিল, "তুই আপনার কর্ম কর। অতিরিক্ত কহিলে রাজার অগ্রে তোর প্রাণদণ্ড

হইবে।" কৃষক ইহা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রব্যের সহিত চোরকে ধরিয়া রাজার সমীপে গিয়া সমস্ত নিবেদন করিল॥ অনন্তর নৃপতি চোরকে জিজ্ঞাসা করিলে সে উত্তর করিল, "হে মহারাজ, আমি দেখিলাম যে, এই লোক ঐ সকল দ্রব্য লইয়া বন মধ্যে বসিয়া রহিয়াছে। তাহাকে আমি কহিলাম যে, 'তুমি চোর হইবা! যাহার দ্রব্য আনিয়াছ তাহাকে দিয়া আইস নতুবা তোমাকে মহারাজের নিকটে লইয়া যাইব।' তাহাতে ইনি আমাকে কটু বাক্য কহিলে আমি ইহাকে ধরিয়া এখানে আনিলাম। ইহার বিচার করিতে আজ্ঞা হউক।" তদনন্তর রাজা কহিলেন, "ইহার কেহ সাক্ষী আছে?" তাহাতে উভয়ে কহিল, "সাক্ষী কেহ নাই।" অনন্তর ভূপতি ভৃত্যেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে, "এই দুইজনকে লইয়া নদীতীরে দুই শবের সহিত পৃথক পৃথক দাহ কর—ইহাতে বিলম্ব না হয়!" পশ্চাৎ নির্জনে ঐ দাসেরদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, "এই দুইজনকে দুই শবের সহিত পৃথক পৃথক বন্ধন করিয়া গুপ্তরূপে নিকটে থাকিয়া উভয়ের কথোপকথন শুনিয়া আমাকে কহিবা।" পরে দাসেরা সেই দুই লোককে নদীতীরে শবের সহিত বন্ধন করিয়া, "কাষ্ঠাদি আনিতে যাই" ইহা কহিয়া অস্পষ্টরূপে নিকটে থাকিল। তাহার পর ঐ দুই ব্যক্তি আপন আপন মরণের নিশ্চয় বুঝিয়া কৃষাণ চোরকে কহিল যে, "হে চোর, তুই বড় বুদ্ধিমান: বিনাপরাধে আমার প্রাণদণ্ড করিলি।" ইহাতে সে প্রত্যুত্তর করিল: "আমি তোমাকে পূর্বে বারণ করিয়াছিলাম যে, আমার সহিত বিবাদ করিলে তোমার প্রাণ যাইবে।' আমি চোর: আমার মৃত্যু অবধারিত আছে। তুমি না বুঝিয়া প্রাণ হারাইলা॥" রাজভৃত্যেরা এই কথোপকথন শুনিয়া রাজ-সমীপে সমুদায় কহিল। রাজা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চোরকে উপযুক্ত দণ্ড করিয়া কৃষককে তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন ইতি॥

১২৪. উপকারী ভৃত্য, কৃতঘ্ন ভৃত্য

এক বণিক আপন ভৃত্যেরদিগকে আজ্ঞা করিল, "বাণিজ্যের লাভ কিম্বা ব্যয়ের অল্পতা যে দেখাইবে, আমি তাহাকে সর্বাধিকারী করিব ও যে ব্যয়ের বাহুল্য অথবা চুরি করিবে, তাহাকে দূর করিয়া দিব।" কিছু দিনের পর ঐ বণিক সদানন্দ নামে আপনার কর্মকর্তাকে কহিল যে, "আমার অনেক পুরাতন ধান্য আছে। তাহা কেহ ক্রয় করে না। যদি তুমি অর্ধ মূল্যেতেও তাহা বিক্রয় করিতে পার, তবে বড় সন্তুষ্ট হইব॥" দৈবাৎ এক ব্যক্তি দায়গ্রস্ত হইয়া সদানন্দের নিকটে কহিল, "তোমারদিগের যে-পুরাতন ধান্য আছে, তাহা আমাকে বিক্রয়

কর ; আমি এক মাসের মধ্যে ধান্যের যে-যথার্থ মূল্য, তাহার দ্বিগুণ দিব। অধিক সমুদায়ে যে-মূল্য হইবে, তাহার শতাংশের একাংশ তোমাকে পারিতোষিক দিব।" কর্মকর্তা বিবেচনা করিল যে, "স্বামী আজ্ঞা করিয়ায়েন, 'অর্ধ মূল্যে বিক্রয় করিবা...' ইহাকে ধান্য দিলে প্রভু দ্বিগুণ মূল্য পাইবেন ; আর আমারও কিঞ্চিৎ লাভ হয়..." ইহা কর্তব্য ভাবিয়া তাহাই করিল॥ অনন্তর ঐ সদানন্দের পালিত এক ব্যক্তি মহাজনকে কহিল, "হে প্রভো, আমি আপনকার ক্ষতি সহ্য করিতে পারি না ; অতএব নিবেদন করিতে হয় : সদানন্দ ধান্য বিক্রয় করিয়া আপনি কিছু লভ্য করিয়াছেন।" সাধু ইহা শুনিয়া আপনার দ্বিগুণ লাভে সন্তুষ্ট না হইয়া, সদানন্দের কিঞ্চিৎ লাভ হইয়াছে, ইহা জানিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাকে অপদস্থ করিয়া, সদানন্দের পালিত সেই লোকের প্রতি তুষ্ট হইয়া তাহাকে সর্বাধিকারী করিলেন, এবং তাহার পরামর্শ-মতে সকল কর্ম করেন॥ একদিন নূতন কর্মকর্তা কহিল যে, "মহাশয়ের পুত্র অতিরিক্ত ব্যয় করেন। যদি আজ্ঞা হয়, তবে অল্পতা করিতে পারি।" ইহাতে বণিক উত্তর করিল, "এইক্ষণে কর।" পরে সেইরূপ করাতে বণিকপুত্র—স্বাভাবিক অত্যন্ত সুখী—আহারাদির ক্লেশেতে অল্প দিনে প্রাণত্যাগ করিল॥ তাহাতে মহাজন শোকাকুল হইয়া আপন কার্যের সকল ভার কর্মকর্তাকে দিল॥ কর্মকর্তা অতি পাপিষ্ঠ এবং বিষয়-মূর্খ। সে যে-যে কর্ম করে, তাহাতেই ক্ষতি হয়। এইরূপে কিছু দিনে সমস্ত ধন নষ্ট হইল॥ অনন্তর বণিক নির্ধন হইয়া আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকটে গিয়া আপন অবস্থার সমস্ত বিবরণ কহিল॥ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাহা শুনিয়া কহিল, "হে ভ্রাত, উপকারি ভৃত্যকে ত্যাগ করিয়া কৃতঘ্ন দাসকে বিশ্বাস করিলা। সেই অনীতিতে এই ক্ষতি হইয়াছে। সে-লোকের যদি ধর্মজ্ঞান ও কৃতজ্ঞতা থাকিত, তবে আপনার চিরকালের প্রতিপালনকর্তাকে অপদস্থ করিত না। যে প্রথম প্রভুকে নষ্ট করিল, সে তোমার উপকার করিবে, এমত প্রত্যয় কেন হইল? এ-দোষও তোমার নহে : কেবল দুঃসময়ে এমত বিবেচনা উপস্থিত করে। সে যে হউক, সম্প্রতি আমার নিকটে থাকিয়া নীতিসিদ্ধ কর্ম কর ; ইহা সকল মঙ্গল হইবে॥" অনন্তর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃকর্তৃক শিক্ষিত নীতি দ্বারা কর্ম করিয়া পুনর্বার অনেক ধন ও বহু পুত্র পাইয়া পরম সুখী হইয়া কাল যাপন করিলেন॥

ইহার তাৎপর্য এই : প্রভুঘাতী কিম্বা কৃতঘ্ন লোক যদি বহূপকারী হয়, তথাপি তাহাকে নিকটে রাখিলে কিম্বা বিশ্বাস করিলে সর্বপ্রকার মন্দই হয়। অতএব নীতিজ্ঞ লোকেরা এমত লোককে স্বসমীপে স্থান দেন না ইতি॥

১২৫. বণিকবধূর সতীত্ব-পরীক্ষা

কাবেরী-নদীতীরে হিঙ্গুলা নামে নগরীতে চিত্রপতি নামে এক বণিক বাস করিত॥ তাহার বিবিধ বিদ্যাপারদর্শী—ধনপতি নামে—এক পুত্র বাল্যাবধি বিদেশে যায় নাই॥ একদিন চিত্রপতি ধনপতিকে কহিল, "হে পুত্র, তুমি কখনও দূরদেশে গেলা না; আমার অসত্বে কিরূপে বাণিজ্য করিবা? অতএব আমার স্থানে লক্ষ টাকা লইয়া বাণিজ্যার্থে দেশান্তরে যাও॥" ধনপতি তাহা শুনিয়া লক্ষ টাকা লইয়া যাত্রা করিল। ইতোমধ্যে রত্নপ্রভা নামে তাহার পত্নী সৌধোপরি হইতে আপন করভূষণ ফেলিয়া দিল। সে তাহাও সঙ্গে লইল॥ পরে পথিমধ্যে এক সিদ্ধপুরুষকে দেখিয়া তাঁহার অনেক সেবা করিল। তাহাতে তিনি তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "হে বণিকপুত্র, চারি লক্ষ টাকাতেও অপ্রাপ্য এক কথা তোমাকে দি, যদি তুমি এক লক্ষ টাকা দেও।" ইহা শুনিয়া পিতৃদত্ত লক্ষ টাকা দিয়া সে-বাক্য লইলেন। সে-বাক্য এই: ধন নাই যাহার, জাতি নাই তাহার॥ পরে ধনপতি ধন-ক্ষয়েতে ভাবিত হইয়া ধনার্থে ঈশ্বরারাধন করিতে করিতে ঈশ্বর এক স্পর্শমণি তাহাকে দিলেন। তাহা লইয়া এক সহরে বাণিজ্য দ্বারা অল্প দিনেই প্রচুর সম্পত্তিশালী হইয়া দেশে আসিবার সময় পথে শুনিলেন যে, দরিদ্র হইয়া তাহার পিতা মরিয়াছেন। অতএব সে আপন বাটীতে না গিয়া ঐ হিঙ্গুলা পুরীর প্রান্তে উত্তম বাটী নির্মাণ করিয়া আপন পত্নীর সতীত্ব জানিবার নিমিত্তে সেখানে থাকিল॥ একদিন ধনপতি এক কুট্টনীকে কহিল যে, "এই সহরের চিত্রপতি নামে বণিকের পুত্রবধূকে আমার নিকটে আন; আমি তাহাকে দুই লক্ষ টাকা দিব।" কুট্টনী তথাতে গিয়া এ-কথা কহিবামাত্র রত্নপ্রভা স্বীকৃতা হইয়া ধনপতির কাছে আইল॥ ধনপতি আপন স্ত্রীকে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া লক্ষ-টাকাতে-ক্রীত যোগির কথা স্মরণ করিল, ও সে-করভূষণ তাহাকে দিল॥ রত্নপ্রভা আপন করভূষণ দেখিয়া আপন পতি জানিয়া লজ্জিতা হইল; ধনপতিও স্ত্রীলোককে অবিশ্বাসের পাত্র জানিল ইতি॥

১২৬. রাজা-ই পিতৃমাতৃহীনের পিতা

হৈমী নামে নগরীতে এক রাজা থাকেন। তিনি আসাগর-করগ্রাহী ও বহু ধনাধিপতি ও সর্বদা ঈশ্বরপরায়ণ—কিন্তু অপত্যহীন। একদিন মন্ত্রিকে কহিলেন, "হে মন্ত্রি, আমার দেশস্থিত সকল ব্রাহ্মণেরদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাও। আমি নিঃসন্তান, আমার এত সম্পত্তিতে কি প্রয়োজন? সমস্ত ধন ব্রাহ্মণেরদিগকে প্রদান

করি।" ইহা শুনিয়া মন্ত্রিরা নিমন্ত্রণ-পত্র লিখিয়া সর্বত্র পাঠাইলে ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত আহ্লাদে আসিতেছে—ইতোমধ্যে পঞ্চমবর্ষীয় এক দ্বিজবালক রাজার সাক্ষাৎ আসিয়া কহিল, "হে মহারাজ, তুমি অপুত্রক নও, যেহেতুক রাজা পিতৃমাতৃহীন ব্যক্তির পিতা। অতএব—আমি পিতৃমাতৃহীন—আমি তোমার পুত্র।" রাজা এই মধুর কথা শুনিয়া অতি প্রীত হইয়া সে-বালককে পুত্রত্বে গ্রহণ করিলেন ও নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরদিগকে সঞ্চিত সকল ধন দিলেন, কিন্তু সে-দ্বিজবালককে আপন রাজ্য দিয়া তাহাকে নিকটে রাখিয়া আপনাকে সপুত্রক জ্ঞান করিয়া পরম সুখে ঈশ্বরারাধন করিতে লাগিলেন ইতি ॥

১২৭. সিংহ মূষিকের প্রতি ধাবমান হয় না

একজন বণিকপুত্র অতিশয় ধনির সন্তান ছিল। কিছু দিন বিলম্বে তাহার পিতৃবিয়োগ হইল। বণিকপুত্র আপনার সম্ভ্রম রক্ষার্থে ব্যয় অধিক করিতে লাগিল। কিন্তু আয় হয় না। পরে সঞ্চিতার্থ প্রতিদিন ব্যয়েতে ক্ষয় হইয়া বণিকপুত্র অতি দরিদ্র হইল ॥ পরে সকলেই তাহাকে যোগ্যতাহীন জানিয়া নিন্দা করিতে লাগিল। বণিকপুত্র আপন কুৎসা শুনিয়াও অল্পাশয় হইয়া ব্যয়কুণ্ঠ হয় না। এই মতে কিছু দিন গৌণে প্রস্তাবক্রমে রাজসভাতে অনেক পণ্ডিত বসিয়া আছেন; এক ব্যক্তি ঐ বণিককে নিন্দা করিল। রাজা তাহা শ্রবণানন্তর একজন প্রধান পণ্ডিতকে কহিলেন যে, "বণিকপুত্র অনুরাগের লোক না বিরাগের লোক?" পণ্ডিত কহিলেন, "শুন, মহারাজ, যদ্যপি সদ্বংশজাত পৌরুষান্বিত ব্যক্তিও সময়-দোষে দুস্থ হয়, তথাচ তাহার অল্প বিষয়ের নিমিত্তে লঘু কর্মেতে প্রবৃত্তি হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত এই: হস্তিসমূহকে নষ্ট করিয়া আপন উদর পূরণ করে যে-সিংহ, সে দৈবাৎ ক্ষুধাপীড়িত হইলেও আহারার্থ মূষিকের প্রতি ধাবমান হয় না।" রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বণিকপুত্রের ও সভ্য পণ্ডিতের বিস্তর অনুরাগ করিলেন, নিন্দক ব্যক্তিকে সভা মধ্যে আসিতে বারণ করিয়া দিলেন ইতি ॥

১২৮. দেবতাদের অনুরোধে বিন্ধ্য-পর্বত প্রবঞ্চিত

বিন্ধ্য নামে এক পর্বত ছিলেন। তিনি অগস্ত্য মুনির প্রসাদাৎ অতি বর্ধিষ্ণু হইয়াছিলেন। তাহার বৃদ্ধির কথা বিশেষ কি কহি? ঊর্ধ্বে এক শত যোজন, প্রস্থে পঞ্চাশৎ যোজন—এতাদৃশ শরীর। চন্দ্রসূর্য যে-পথেতে সর্বদা গমনাগমন করেন, সেই পথে নিজ শৃঙ্গের দ্বারা রুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং অন্য অন্য দেবতার-

দিগের পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার সহিত দেবতারা যুদ্ধাদি করিয়াও তাহার কিছুই করিতে পারিলেন না॥ পরে সকল দেবতারা একত্র হইয়া পরামর্শ করিয় ঐ বিন্ধ্য পর্বতের গুরু অগস্ত্য যিনি গণ্ডূষ দ্বারা সমুদ্রকে পান করিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া অনেক স্তুতি দ্বারা তুষ্ট করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন যে, "আপনকার শিষ্য ঐ বিন্ধ্য পর্বত আমারদিগকে অনেক প্রকার পীড়া দিতেছেন, আমরা তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পারিলাম না। তাহার কারণ এই : আপনি তাহার সহায়। কিন্তু আমরাও আপনকার শরণাগত হইলাম। অতএব যাহা কর্তব্য হয়, তাহা করুন॥" মুনি দেবতা-সকলের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "তোমারদের যাহাতে ভদ্র হয়, তাহা আমার অবশ্য কর্তব্য।" পরে এক দিবস সে-মুনি ঐ বিন্ধ্য পর্বতকে আহ্বান করিলেন। বিন্ধ্যও গুরুর আজ্ঞা প্রাপ্তমাত্র গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া পাদাবনত হইলেন। এই কালে মুনি কহিলেন, "হে বিন্ধ্য, আমি যাবৎ পর্যন্ত না আসিব, তাবৎ কাল পর্যন্ত তুমি এই স্থানে এইরূপে থাক॥" মুনি পরোপকারের নিমিত্তে আপন শিষ্যকে বঞ্চনা করিয়া কাশী ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ দেশে গমন করিলেন॥

১২৯. পণ্ডিতপুত্র শ্বশুরালয়ে প্রেরিত

মগধ দেশে বিক্রমকেশরী নামে এক রাজার সভাপণ্ডিত—তাঁহার সর্বগুণান্বিত এক পুত্র ছিল। তথাপি সেই পুত্রকে পণ্ডিত সর্বদা তাড়ন করিতেন। সেইপ্রযুক্ত এক দিবস দ্বিজবালক অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া তীক্ষ্ণ খড়্গ হস্তে করিয়া রাত্রিকালে আপন পিতাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইল। ইতোমধ্যে ঐ পণ্ডিত ভার্যার সহিত শয়ন করিয়াছেন। পণ্ডিতের ভার্যা পণ্ডিতকে কহিলেন, "হে নাথ, দেখ, চন্দ্রের অত্যাশ্চর্য শোভা হইয়াছে।" পণ্ডিত কহিলেন যে, "এ কোন চন্দ্র ?...ইহাতে কলঙ্ক আছে। আমার গৃহেতে যে-চন্দ্রোৎপত্তি হইয়াছে, তাহাতে কলঙ্ক নাই।" দ্বিজকুমার পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া খিন্যমান হইয়া হস্ত হইতে খড়্গ ত্যাগ করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পিতাকে স্তব করিতে লাগিল॥ পণ্ডিত কহিলেন, "ইহার বৃত্তান্ত কহ।" পুত্র কহিল, "আমি তোমাকে নষ্ট করিতে আসিয়াছিলাম।" পণ্ডিত পুত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "তুমি পিতৃহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলা, তাহার প্রায়শ্চিত্য মরণান্ত। কিন্তু তুমি আমার একটি সন্তান ; এই কারণ নষ্ট করা উপযুক্ত নয়। তুমি আপন ভার্যাকে লইয়া শ্বশুরালয়ে সম্বৎসর বাস কর। কিন্তু আমার গৃহ হইতে কিঞ্চিৎ ধনাদি লইতে পারিবা না।" ঐ ব্রাহ্মণ-

বালক পিত্রাজ্ঞা-পালনের নিমিত্তে সস্ত্রীক হইয়া শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিল। কিছু দিন সমাদরেতে কাল যাপন করিল। পরে সর্বদা পরান্নভোজনেতে অপমান হইতে লাগিল॥ পরে দ্বিজকুমার বিবেচনা করিল যে, "আমার মরণান্ত প্রায়শ্চিত্য ভাল; তথাপি শ্বশুরালয়ে বাস করা কদাচ উপযুক্ত নয়॥" এক দিবস সেই দ্বিজকুমার ভার্যাকে কহিল যে, "আমি এক লিখন লিখি। তুমি এই লিপি এই নগরস্থ সওদাগরকে দিয়া কিঞ্চিৎ ধন আন।" সে লিপি এই ঃ "সহসা কোন কর্ম করা উপযুক্ত নয়। সহসা কর্ম করিলে দায়গ্রস্ত হইতে হয় ও পরামর্শ করিয়া যে কার্য করে, তাহা ত্বরায় সিদ্ধ হয়।" এই লিখন পাইয়া সওদাগর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে দশ সহস্র টাকা দিয়া বিদায় করিয়া, সেই লিখন অতি যত্ন করিয়া আপনার শয়নাগারে রাখিলেন॥

অতএব বিবেচনা না করিয়া কর্ম করিলে এতাদৃশ হয় ইতি॥

১৩০. আহত হরিণের বিলাপ

কাম্যক বনে এক হরিণ ভ্রমণ করত এক ব্যাধ কর্তৃক বাণেতে বিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত নিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করিলেক। পরে ঐ ব্যাধ ইতস্ততো অন্বেষণ করত হরিণের গাত্র-গলিত রক্ত-শ্রেণী দর্শন করিয়া পথ নিরূপণ করত যে-স্থানে হরিণ ছিল, সেই স্থানের চারিদিগে জাল পাতিয়া যখন হরিণকে গ্রহণ করিলেক, তখন হরিণ বিলাপ করিয়া কহিতেছে, "হে বিধাত, তুমি বিমুখ হইলে কি না হয়?… অত্যন্ত মিত্র লোকও শত্রুর ন্যায় আচরণ করে—যেমন আমার এই রক্ত ঃ ইনি আমার সহিত জন্মিয়াছেন এবং পরম মিত্র, কেননা রক্ত না থাকিলে শরীর-রক্ষা হয় না; অতএব সুহৃৎ হইয়াও এইক্ষণে মৃত্যুর কারণ হইলেন…" ইতি॥

১৩১. "ধন পদরেণুতুল্য, ভূমিও তুচ্ছ"

এক রাজা ধনাঢ্য ও বহু ভূম্যাধিকারী ছিলেন। পরে সময়-ক্রমে তাহার সমুদয় ধন ক্ষয় হইল, এবং ভূমিও বলেতে অন্য রাজা আক্রমণ করিয়া লইল। এজন্যে তিনি অতি দুঃখী হইলেন। কোন আত্মীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসিলেক, "শুন, হে বন্ধু, ধনাদি অনিত্য; ইহার বিচ্ছেদে এত দুঃখী হওয়া অকর্তব্য।" ইহা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "আপনি যে আজ্ঞা করিলেন, সে প্রমাণ; কিন্তু সেজন্যে আমি বিমনা নহি। শুন ঃ ধন যে গিয়াছে, সে আমার পদরেণুতুল্য; এবং ভূমি যে গিয়াছে, সেও অতি তুচ্ছ—এজন্যে দুঃখী নহি। তবে বিমর্ষের এই কারণ যে, আধুনিক নব্য

ধনিগণেরা দরিদ্র-গণনাসময়ে আমার নাম লইয়া ভূমিতে অঙ্কপাত করিবেক—এই মর্মপীড়া অতি অসহ্য ইতি ॥

১৩২. সমুদ্রে বিষ, পঙ্কে পদ্ম

পুরুষ আপন যোগ্যতাপ্রযুক্ত উচ্চপদ ও অনুরাগ পায়; নতুবা কেবল সদ্বংশজাত —ইহাতে বড় হয় না। যদি কেবল বংশমর্যাদাতে সকলে বড় হইতে পারিত, তবে সমুদ্র-রত্নাকর হইতে কালকূট বিষ উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু সে-বিষ পাইয়া কেহ তৃপ্ত হয় না ; আর অধমবংশ পঙ্ক—তাহাতে জাত যে-পদ্ম, তৎপ্রাপ্তিতে কাহার আহ্লাদ না হয় ?। অতএব পুরুষ আপন গুণযোগ্যতাপ্রযুক্ত সকলের আহ্লাদজনক হয়। এজন্যে বিবেচক লোকেরদিগর এই কর্তব্য যে, পুরুষের স্বরূপের নিরূপণ করিবেন ; তাহার জন্মভূমির গুণদোষ বিবেচনা বরিবেন না ইতি ॥

১৩৩. নাগলোকে অপহৃত ব্রাহ্মণপুত্র

কলিঙ্গ দেশে এক নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ ছিলেন। অনেক প্রকার দেবারাধনা করিয়া কালেতে এক পুত্র-সন্তান পাইলেন। ঐ পুত্র দিনে দিনে চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতেছেন এবং সর্বগুণালঙ্কৃত হইয়া মাতাপিতার পরম হর্ষ জন্মাইতেছেন। ইতিমধ্যে একদিন কার্যবশত ঐ নগরোপান্তে এক বন মধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র নাগলোকেতে ঐ পুত্রকে হরণ করিয়া লইলে, ঐ পিতামাতা হাহাকার শব্দ করিয়া বনের তাবৎ প্রদেশ অন্বেষণ করিয়া পুত্রকে না দেখিয়া মস্তকে করাঘাত করিয়া আর্ত স্বরেতে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ পরে ঐ পিতামাতাকে শোকার্ত দেখিয়া নাগের অত্যন্ত দয়া উপস্থিতা হওয়াতে ঐ পুত্রকে মায়াক্রমে ব্রাহ্মণের গৃহে নিদ্রিত করিয়া রাখিয়া আইলেন। পরে ঐ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী নানা প্রকার বিলাপ করত গৃহে আসিবামাত্র দেখিলেন যে, পুত্র নিদ্রিত আছে। তখন ঐ পুত্রকে দেখিয়া পিতা-মাতার এই প্রকার আহ্লাদ হইল যে, একমুষ্টি তণ্ডুলের নিমিত্তে ভ্রমণ করিতেছে যে-দরিদ্র, তাহার সম্মুখে সুবর্ণ বৃষ্টি যেমন ॥ তাহারদের ঐ পুত্রকে গাত্রোত্থান করাইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন ইতি ॥

১৩৪. দাতার নরকপ্রাপ্তি, গ্রহীতার মৃত্যু

সাধুস্বভাব এক ব্যক্তি পথে যাইতেছিলেন, তথাতে এক সরোবরে কথগুলি লোক বড়িশীতে মাংসাদি অর্পণ করিয়া মৎস্য ধরিতেছে। মৎস্য সকল, আহারার্থ

আসিয়া, আপন আপন প্রাণ দিতেছে। ঐ সাধু এইরূপ দেখিয়া নিকটস্থিত এক রাজসভাতে গিয়া কহিলেন, "অদ্য পুষ্করিণীর তটে আশ্চর্য দেখিলাম।" সভাস্থিত ব্যক্তিরা কহিল, "কি?" তিনি কহিলেন, "দাতা ব্যক্তি নরকে যাইতেছে এবং গ্রহীতাও প্রাণত্যাগ করিতেছে।" তখন কোন সভ্য ব্যক্তি কহিল, "এমত হয় না, কেননা দান করিলে উত্তম গতি হয়, এবং গ্রহণ করিলে নিরপরাধে প্রাণনাশ হয় না।" এই কথা শুনিয়া সাধু কহিলেন যে, "আহারের আশা দিয়া নিকটে বড়িশ মাংসাদি দান করিলে বিশ্বাসঘাতকের পাপ ভোগ করিতে হয়; অতএব এমন দাতার অবশ্য নরকপ্রাপ্তি হইতে পারে। এবং এ-মাংস-আহারলোভি যে-মৎস্যাদি, তাহারও অবশ্য প্রাণনাশ হইতে পারে।" এই কথা শুনিয়া সকলে জানিলেন যে, দাতারও নরকপ্রাপ্তি সম্ভব বটে এবং গ্রহীতারও এ-মৃত্যু সত্য বটে ইতি॥

১৩৫. রাজনাপিতের সঙ্গে রাজপুত্রের ষড়যন্ত্র

কাঞ্চী নগরে প্রতাপচন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার এক পুত্র—বসন্তকুমার নামে—অতি মূর্খ, সর্বদা কুপথগামী। ইহাতে রাজা অত্যন্ত খেদিত। তাহার লিখন-পঠনের নিমিত্তে সর্বদা তিরস্কার ও তাড়না করেন। তাহা হিত না বুঝিয়া তাহার বিপরীত করে ও অর্থ ব্যতিরিক্ত স্বেচ্ছামত ব্যাপার করিতে পারে না; এ-কারণ, রাজা যাহাতে মরেন এমত চেষ্টায় উদ্যত হইয়া, রাজনাপিতকে ডাকাইয়া কহিল যে, "রাজাকে ক্ষৌরী করিবার সময় গলদেশে ক্ষুর বসাইয়া দিয়া মারিতে পারিলেই তোমাকে রাজ্যের চতুর্থাংশের একাংশ দিব।" নাপিত ক্ষুদ্র; অধিক আশা পাইয়া স্বীকৃত হইল॥ পর দিবস রাজার ক্ষৌরকালে ক্ষৌর করিতে করিতে ঐ নাপিত রাজার গলদেশে ক্ষুর বসাইবার মনস্থ করিয়া রাজার মুখ নিরীক্ষণ করিবামাত্র অতিভীত হইয়া, তাহার হস্তদ্বয় কাঁপিয়া ক্ষুর ভূমিতে পড়িল। নাপিতও মূর্ছিত হইল। ইহা দেখিয়া রাজা বিস্ময়াপন্ন হইলেন। রাজার নিকটস্থ লোক নানা প্রকার চিকিৎসা দ্বারা নাপিতকে সচেতন করাইয়া বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, সে কহিল, "কেবল রাজার নিকটে কহিব।" পরে রাজা তাহাকে নিভৃত স্থানে লইয়া বিস্তারিত জিজ্ঞাসিলে, নাপিত রাজপুত্রের সমুদায় কথা কহিলেক। রাজা এই সকল কথা শুনিয়া মনে বিবেচনা করিলেন যে, অর্থ জন্য এমত এমত মতি উপস্থিত হয়—অতএব অর্থ অতি মন্দ।" এই বিবেক হইয়া রাজ্য আপন গুরুকে দিয়া সমুদায় ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরচিন্তার্থে বনে গমন করিলেন ইতি॥

১৩৬. নবনীতের চেয়ে কোমল, অমৃতের থেকে গরল

অবন্তীনগরাধিপ ধর্মপালক নামে এক মহারাজাধিরাজ সর্বগুণালঙ্কৃত। একদা সিংহাসনে বসিয়া আছেন, ইতিমধ্যে কেরলভূমিবাসি এক রাক্ষস সভা মধ্যে আগত হইবামাত্র সভাস্থ ব্যক্তিরা অত্যন্ত ভীত হইয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় সকলেই নিস্পন্দ হইল। কাহারও মুখ হইতে বাক্য নির্গত হয় না। রাজা অত্যন্ত বিপদ্ জ্ঞান করিয়া রাক্ষসকে সম্মানপূর্বক যথাযোগ্য পূজা করিয়া আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে রাক্ষস কহিলেক যে, "আমার দুই প্রশ্ন আছে : ইহার উত্তর সপ্তাহের মধ্যে না দিতে পারিলে তোমার রাজ্য সমেত ভক্ষণ করিব॥" রাজা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিলেক যে, "নবনীত অপেক্ষায় কোমল কোন বস্তু? আর, অমৃত হইতে বিষ উৎপন্ন কোথা হয়?" এইমাত্র কহিয়া রাক্ষস অন্তর্হিত হইল॥ পরে রাজা সভাপণ্ডিতেরদিগের সহিত প্রশ্নোত্তর স্থির করিতে ভাল মতে কিছুই পারেন না, কেননা ভয় হইলে বুদ্ধি-লোপ হয়। পরে এক-একজন এক-একপ্রকার স্থির করিলেন—তাহা ভাল হইল না। সেখানে দীর্ঘদর্শী নামে এক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিত্য রাজা জ্ঞাত নহেন। তিনি সদুত্তর স্থির করিয়া অতি স্বচ্ছন্দচিত্তে আছেন॥ পরে সপ্তাহের দিবস রাক্ষস আইলে পর অন্য অন্য পণ্ডিতেরা যে-যেপ্রকার উত্তর করিলেন, তাহাতে রাক্ষসের মনস্তুতি না হওয়াতে ঐ দীর্ঘদর্শী পণ্ডিত কহিলেন, "শুন, নবনীত অপেক্ষায় অতি কোমল সাধুরদিগের মন ; আর অমৃতস্বরূপ যে বাক্য, তাহাতে বিষও উৎপন্ন হয়॥" রাক্ষস জিজ্ঞাসা করিল, "কি-প্রকারে ইহা স্থির করিলা?" তাহাতে পণ্ডিত কহিলেন, "অনুমানাধীন স্থির করিলাম, যেহেতুক নবনীত আপনাতে উত্তাপ লাগিলে দ্রবতা পায়, সাধুরদিগের মন পরের উত্তাপে গলে ; আর সদ্বাক্য যে-অমৃত, তাহা অসৎ হইলে বিষতুল্য হয়।" পরে রাক্ষস অতি সন্তুষ্ট হইয়া গমন করিলে রাজা ঐ পণ্ডিতের সর্বাপেক্ষায় পুরস্কার করিয়া প্রধান অমাত্যত্বে বরণ করিলেন ইতি॥

১৩৭. ধূর্তের চাল, চোরের উপরিচাল

দুই চোর চুরি করিতে এক মহারাজের ঘরে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল যে, রাণী শয়ন করিয়াছেন, দুই দাসী তাঁহার দুই পদ সেবা করিতেছে। তাহা দেখিয়া গুপ্ত-ভাবে ক্ষণেক কাল রহিল ; পরে এক দাসী উঠিয়া বাহিরে যাইবামাত্র চোরেরা তাহাকে নষ্ট করিয়া তাহার বস্ত্র অলঙ্কারাদি পরিধান করিয়া রাণীর পদমর্দন করিতে লাগিল। এবং আর-একজন ঐরূপে অপর দাসীকে বধ করিয়া তাহার বসনাদি

পরিধান করিয়া রাণীর পদ সেবা করিতে লাগিল ॥ পরে রাণী সুনিদ্রিতা হইলে ঘরের সমস্ত দ্রব্য চুরি করিয়া লইয়া যায়। ইতিমধ্যে এক ধূর্ত তাহার সন্ধান পাইয়া অনুমান করিল যে, "ইহারা চুরি করিয়া যাইতেছে ; কিন্তু রাত্রি শেষ হইল, নদী পার হইয়া যাইতে পারিবে না : নদীতীরের চোরা দ্রব্য রাখিবে, সময়ান্তরে লইয়া যাইবে ॥ অতএব আমি তথাতে গিয়া আগে থাকিলে অনায়াসে সকল দ্রব্য পাইব।" সে ইহা বিবেচনা করিয়া নদীতীরে গিয়া কথকগুলি মরার মধ্যে মৃতাকার হইয়া রহিল। পরে চোরেরা তথা আসিয়া একজন অন্যকে কহিল, "রে ভাই, দেখ যেন কেহ না জানে ! মিথ্যা মরা হইয়া কোন ধূর্ত থাকিলে শেষে মন্দ করিবে !" অপর চোর ইহা শুনিয়া চতুর্দিক দেখিল ও সন্দেহপ্রযুক্ত প্রতি মরাতে অস্ত্রাঘাত করিয়া দেখিল যে—সকলি মরা বটে। তাহাতে সে-ধূর্তের শরীরও অস্ত্রাঘাতে ক্ষত হইল ॥ পরে চোরেরা নিশ্চিন্ত হইয়া তথা গর্ত করিয়া সকল দ্রব্য পুঁতিয়া রাখিয়া আপন আপন ঘরে গেলে, সে-ধূর্ত সে-সকল দ্রব্য আপন ঘরে লইয়া গেল। কিন্তু ক্ষতপ্রযুক্ত ক্লিষ্ট হইয়া ঘরেই রহিল ॥ পরে চোরেরা পরদিন রাত্রিতে দ্রব্য না পাইয়া চমৎকৃত হইয়া পরস্পর বিবেচনা করিল যে, "কোন ধূর্ত মিথ্যা মরা হইয়া এই কর্ম করিয়াছে। ইহাকে ধরিতে না পারিলে আমারদের চাতুরী কি ?..." ইহা স্থির করিয়া দুই চোর অস্ত্রবৈদ্য হইয়া সেই নগরে ফিরিতে ফিরিতে একদিন সে-ধূর্তের চাকর ময়দার কারণ দোকানে আসিয়াছিল, তাহার দ্বারা সন্ধান পাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিল ও উভয়ে প্রীতি করিয়া পরস্পর প্রশংসা করিল এবং ভাই ভাই সম্পর্ক করিয়া স্ব স্ব স্থানে গেল ইতি ॥

১৩৮. নির্বোধ তাঁতীদম্পতির বারোজন প্রতিবেশী

তাঁতী জাতি বড় নির্বোধ হয়—তাহার ইতিহাস এই :।

শান্তিপুরে এক নির্বোধ তাঁতী—স্ত্রীপুরুষ—থাকে। একদিন তাঁতী হাটে গিয়া তিনটি কবতী মৎস্য কিনিয়া আনিয়া আপন স্ত্রীকে দিল। তাঁতিনী জিজ্ঞাসিল, "হে স্বামি, আমরা দুইজন, মৎস্য দুইটি কে কয়টি খাইবে ?" তাঁতী কহিল, "আমি হাটে গিয়া শ্রম করিয়া আনিয়াছি : আমি দুইটি খাইব, তুই একটি খাইবি।" তাঁতিনী কহিল, "আমি রন্ধনাদি করিব, আমারও শ্রম আছে : আমিই দুইটি খাইব !" এইরূপ দুইজনে বিবাদ হইলে দুইজনে পরস্পর সত্য করিল যে, ইহার পর যে আগে কথা কহিবে সেই একটি খাইবে। ইহা স্থির করিয়া তাঁতী কাপড় বুনিতে লাগিল, তাঁতিনী পাক করিতে লাগিল। আগে কথা কহিলে একটি খাইতে হইবে, এই

ভয়ে কেহই কোন কথা কহে না। এইরূপ তিন চারি দিন গেল, তথাপি কেহ কথা কহে না। পরে অনাহারে দুইজনে মৃতপ্রায় হইয়া আপন আপন স্থানে রহিল। জন-বারো প্রতিবাসি জ্ঞাতিরা তাহারদিগকে মৃত জ্ঞান করিয়া মাদুরিতে বান্ধিয়া দাহ করিতে শ্মশানে লইয়া যায়—তখনও কথা কহে না॥ পরে দুইজনকে পৃথক পৃথক চিতারোহণ করাইয়া অগ্নি দেওনের সময়ে তাঁতী ভয়ে বিকট শব্দ করিয়া কহিল, "আমি একটি খাইব!" ইহা শুনিয়া জ্ঞাতি তাতিঁরা ভূত জ্ঞান করিয়া পলাইয়া লোকালয়ে গিয়া কথক নির্ভয় হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল যে, "ভূত কহিল, 'একটি খাইব'; অতএব আমারদের মধ্যে একজনকে নিতান্ত খাইয়াছে!" ইহা কহিয়া সকলে আপনারদিগকে গণিতে লাগিল। যে যখন গণে, তখন আপনাকে ছাড়িয়া অন্যেরদিগকে গণে, সুতরাং একজন কম হয়। তাহাতে তাহারা রোদন করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে এক সিপাই সে-পথ দিয়া যায়; পরে সে বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা সকল কহিল। তাহাতে সিপাই মনে মনে হাসিয়া কহিল যে, "তোরদের একজনকে আমি দিতেছি।" ইহা কহিয়া তাহারদিগকে বারোজন মিলাইয়া দিল ইতি।

১৩৯. মেজো বৌয়ের এক কলসী সুঁই

এক গৃহস্থের চার ভাই একত্র আছে। তাহার মধ্যে বড় যে-ব্যক্তি সে বলদের ব্যবসায় করে। একদিন সে বলদ লইয়া বাণিজ্যে যায়, এই সময় তত্ত্ব করিয়া দেখিল যে, গুণসূচি নাই। পরে অনেক অন্বেষণ করিল, এবং বাটীর প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিল, কোন প্রকার পাইল না। অতএব সে বড় বিরক্ত হইয়া বলিল, "হায় হায়, আমার যদি পঞ্চাশ টাকা ক্ষতি হইত, তাহাতেও এমন দুঃখী হইতাম না। আজি আমার গুণসূচি হারাইয়া যে-দুঃখ হইয়াছে, তাহা কাহারে কহিব?" এইরূপ বিস্তর খেদ করিতে লাগিল। এই কথা ঐ ব্যক্তির মধ্যম ভ্রাতার স্ত্রী শুনিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল যে, "গুণসূচির এত মূল্য যে পঞ্চাশ টাকা ক্ষতি হইলেও এমত দুঃখ হয় না—এ-কথা বড় ঠাকুর কহিয়াছেন: এ কখনও মিথ্যা নয়। হায়, হায়, আমি কতজনের বাটীতে কত গুণসূচি দেখিয়াছি! ইহা যদি আগে জানিতাম, তবে সে-সকল গুণসূচি চুরি করিয়া কত টাকা সংগ্রহ করিতে পারিতাম! তাহা যাহা হউক, এইক্ষণে আমার এই কর্ম।" ইহাই স্থির করিয়া, যেখানে যত গুণসূচি পায়, সে-সকল চুরি করিয়া আনে। এইরূপে এক বৎসর চুরি করিয়া প্রায় এক কলসী গুণসূচি হইল। পরে বিবেচনা করিল যে, "আমার প্রায় পঞ্চাশ হাজার

টাকা সংগ্রহ হইল···তবে ইহারদের সংসারে কেন একত্র আর থাকিব?" এই বিবেচনা করিয়া আপন স্বামিকে কহিল যে, "আজি আমি ভিন্ন হইব ; তুমি কি বল?" তাহা শুনিয়া তাহার স্বামী কহিল যে, "ভিন্ন হইয়া খাইবা কি? এমন সংস্থান নাই। আমি কি-মতে ইহা কহিতে পারি?" ইহা শুনিয়া ঐ স্ত্রী কহিল যে, "আমি প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছি ; অতএব পৃথক হইবার ভাবনা কি? তুমি এতদিন পর্যন্ত এক কড়াও সংস্থান করিতে পারিলা না! আমি স্ত্রী হইয়া না করিয়াছি কি?" ইহা শুনিয়া সে কহিল, "কৈ, দেখি কেমন টাকা সংগ্রহ করিয়াছিস!" পরে গুণসূচির কলসী দেখাইলে ঐ পুরুষ হাসিয়া তাহাকে তিরস্কার করিয়া কহিল, "হা, হারামজাদি, এই গ্রামের এবং আমারদের সকল গুণ-সূচি তুমি চুরি করিয়াছ! এই তোমার টাকা দূর হউক!" বলিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল ইতি॥

১৪০. রাজপুত্রের কুকুর আর কৃতজ্ঞ বণিকপুত্র

এক সওদাগরের পুত্রের সহিত এক রাজপুত্রের বন্ধুতা ছিল॥ একদিন রাজপুত্র আপন এক কুকুর বন্ধক দিয়া সওদাগরের পুত্রের কাছে এক হাজার টাকা কর্জ করিলেন। সে-কুকুর বল-বিক্রম-বুদ্ধিতে মনুষ্যের মত। রাজপুত্র টাকা লইয়া আপন স্থানে গেলেন। সওদাগরের পুত্র কুকুর রাখিল॥ দৈবাৎ একদিন সওদাগরের বাটীতে ডাকাতি পড়িয়া যথাসর্বস্ব লইয়া যায়। এই সময় ঐ কুকুর দন্ত দিয়া আপন গলার দড়ি কাটিয়া ডাকাতির পশ্চাৎ গেল ; এবং যেখানে যে-যে দ্রব্য রাখিল, তাহা সমুদয় দেখিয়া পুনর্বার আপন স্থানে আইল। পরে প্রভাত হইলে কুকুর একবার সওদাগরের পুত্রের পায় পড়ে, আবার বাহিরে যায়। এইরূপ বার বার করে। ইহা দেখিয়া বিবেচনা করিয়া সওদাগরের পুত্র কুকুরের পশ্চাৎ গিয়া উপস্থিত হইল; ও ডাকাতিরা যে-যে দ্রব্য যেখানে রাখিয়াছিল, কুকুর তাহা সমস্ত দেখাইয়া দিল। সে সেই সমস্ত দ্রব্য ও কুকুরকে সঙ্গে করিয়া আপন ঘরে আইল। পরে সওদাগরের পুত্র আপন বন্ধু রাজপুত্রকে এই পত্র লিখিল যে, "তোমার কুকুর হইতে আমার সর্বস্ব রক্ষা হইয়াছে ; অতএব তোমার স্থানে আমার যে-টাকা পাওনা আছে, তাহা আমি চাহি না। তুমি আপন কুকুর নিকটে রাখিবা।" এই পত্র লিখিয়া কুকুরের গলায় বান্ধিয়া দিয়া পাঠাইল। কুকুর তথা গিয়া উপস্থিত হইবামাত্র রাজপুত্র কুপিত হইয়া এক লাঠী মারিবামাত্র কুকুর মরিল। পরে রাজপুত্র চিঠী পাঠ করিয়া বুঝিলেন যে, "নিরপরাধে আমি এমন

কুকুরকে মারিলাম!" ইহা কহিয়া পাগল হইয়া কুকুর গলায় বান্ধিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ইতি ॥

১৪১. তপস্বী রাজকুমার, আহারনিদ্রাবিরহিতা রাজকন্যা

কাঞ্চনখণ্ড নগরের রাজা—বীরধ্বজ নামে—থাকেন; তাঁহার পুত্র বীরবাহু। পিতাপুত্র নিরন্তর কল্পবৃক্ষের আরাধনা করিয়া এ-বর পাইলেন যে, তাঁহার দেশে দরিদ্র কেহ থাকিবেক না। কিছু দিন পরে ঐ রাজার জ্ঞাতিবর্গের বৃদ্ধি হইয়া রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে, রাজা রাজপুত্রকে কহিলেন, "এ বড় মন্দ যে ধনাশাতে জ্ঞাতি নির্ধন করা! ধন ও সম্পদ অনিত্য—আইস, আমরা বনে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরের আরাধনা করি, যাহাতে মুক্তিপদ পাইব।" এই পরামর্শ স্থির করিয়া পিতাপুত্র চন্দ্রশেখর পর্বতে গমন করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। রাজা কঠোর তপস্যা করেন; রাজপুত্র ফলমূলাদি আয়োজন করেন। এই রূপে কথক দিন গত হইলে ঐ পর্বতের রাজা চন্দ্রচূড়—তাহার চন্দ্রা নামে এক কন্যা অতি বড় সুন্দরী, কিন্তু অবিবাহিতা; প্রত্যহ সখী সঙ্গে ঐ পর্বতে—যেখানে রাজা ও রাজপুত্র তপস্যা করেন, সেখানে—ভগবতীর পূজা করিয়া এই বর চাহেন যে, কাঞ্চনখণ্ডের রাজা বীরধ্বজের পুত্র বীরবাহুর সহিত আমার বিবাহ হয়!। এক দিবস, ঐ রাজপুত্রের সহিত চন্দ্রার সাক্ষাৎ হওয়াতে, সে আহারনিদ্রা-রহিতা হইয়া আপন শয়নাগারে শয়ন করিলে রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে চন্দ্রা, তুমি কি-কারণ খেদিতা আছ?" কন্যা কহিলেন, "আমি রাজকন্যা, আমার বিবাহ হয় না, এই নিমিত্তে আমি দুঃখিনী। সংপ্রতি যে-পর্বতে ভগবতীর আরাধনা করিতে প্রত্যহ যাই, সেই পর্বতে এক রাজপুত্র তপস্যা করিতে আসিয়াছে; আমি তাহাকে দেখিয়াছি। অতএব যদি তাহার সহিত আমার বিবাহ দেও, তবেই প্রাণ ধারণ করিব; নতুবা মরিব।" এই কথা শুনিয়া রাণী রাজাকে কহিয়া ঐ রাজপুত্রকে আনাইয়া কন্যার বিবাহ দিয়া কন্যা ও জামাতা স্বগৃহে রাখিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিলেন ॥

১৪২. মুচির পক্ষী, মুনির পক্ষী

এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ সর্বত্র ভিক্ষা করিয়া কালক্ষেপ করে। একদিন ভিক্ষার্থে যাইয়া এক মুচীর বাটীতে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, ঐ মুচীর দ্বারে এক পক্ষী মনুষ্যের মত কথা কহিতেছে। ভিক্ষুক তাহার নিকটে ভিক্ষা চাহিবামাত্র ঐ পক্ষী

কহিতে লাগিল : "অরে দুষ্ট ব্রাহ্মণ, তুমি ভিক্ষাচ্ছলে আমার মুনীবের ঘরে চুরি করিতে আসিয়াছ, এইক্ষণে দূর হও…" এই এই মত অনেক কটু বাক্য কহিল। ব্রাহ্মণ তথা হইতে গিয়া এক মুনির বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইয়া সেরূপ এক পক্ষিকে দেখিয়া কহিল যে, "আমি অতিথি"। ইহা শুনিয়া ঐ পক্ষী কহিল, "হে মহাশয়, আসিতে আজ্ঞা হউক ; আজি আমার প্রভুর বাটী পবিত্র হইল। আপনি পাদপ্রক্ষালন করুন এবং ভোজনাদি করুন।" এইরূপ স্তুতিবাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণ পক্ষিকে জিজ্ঞাসা করিল, "হে পক্ষি, শুন, তোমার মত এক পক্ষী মুচীর বাটীতে দেখিলাম, কিন্তু তাহার কটু বাক্যে আমি দুঃখী হইয়াছি। তোমরা একজাতি পক্ষী দেখি, কিন্তু স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন।" পক্ষী কহিল যে, "আমি ও ঐ পক্ষী এক মাতার উদরে জন্মিয়াছি, কিন্তু মুনির সংসর্গে ভাল কথা শিখিয়াছি ; সে মুচীর সংসর্গে সেইমত কথা শিখিয়াছে।" অতএব সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তীতি॥

১৪৩. কূপে পরোপাকারী, বৃক্ষে রাণীর ভূত

এক পর-মন্দকারী এক পরোপকারির সহিত কপট বন্ধুতা করিয়া তাহার বাটীতে কালক্ষেপ করে॥ একদিন পর-মন্দকারী পরোপকারির ভোজনপাত্র ও জলপাত্র চুরি করিল। তাহাতে পরোপকারী বিবেচনা করিল যে, "বন্ধুর অনেক পোষ্য, অতএব এরূপ করিয়াছেন ভাল।" পরে একদিন পর-মন্দকারী কহিল যে, "হে বন্ধু, আমার দুষ্ট স্বভাব গিয়াছে, আমি অনেক পাপ করিয়াছি, এখন পুণ্য করিতে ইচ্ছা হইয়াছে। অতএব চল, দুইজন তীর্থ গমন করি। কিন্তু আমার টাকার সঙ্গতি নাই।" পরোপকারী ইহা শুনিয়া, যথেষ্ট টাকা লইয়া, তাহাকে সঙ্গে করিয়া চলিল। পরে কথক দূরে গিয়া একদিন এক বটবৃক্ষের তলেতে দুইজন বিশ্রাম করিতে বসিলে পর পর-মন্দকারী পরোপকারির সকল টাকা লইয়া তাহাকে এক কূপেতে ফেলিয়া দেশান্তরে গেল। এই কালে ঐ বটবৃক্ষের উপরে এক ভূত অন্য ভূতকে জিজ্ঞাসা করিল যে, "তুমি এ-দেশের রাণীকে পাইয়াছ, তাহাকে কি-প্রকারে ছাড়িবা ?" সে-ভূত কহিল যে, "এ-কূপের জলে রাণীকে স্নান করাইলে আমি তাহাকে ছাড়িব।" পরোপকারী কূপের মধ্যে হইতে ইহা শুনিয়া কোন পথিক দ্বারা উত্থিত হইয়া সেই রাজার নিকটে গিয়া সেইরূপে রাণীর ভূত ছাড়াইলে, রাজা তুষ্ট হইয়া তাহাকে অর্ধ রাজ্য দিলেন। তাহা পাইয়া সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিল ইতি॥

১৪৪. বণিকপত্নীকে শুকের পরামর্শদান

এক নগরে এব সওদাগর এক শুক পক্ষি প্রতিপালন করিয়া অনেক প্রকার ভাষা শিখাইলে ঈশ্বরানুগ্রহেতে ঐ শুক ভূতভষ্যিদ্বেত্তা হইল। তাহাতে সওদাগর শুককে প্রাণতুল্য জ্ঞান করিতে লাগিল॥ কিছু দিন পরে সওদাগর বাণিজ্যে যাইবার ইচ্ছাতে আপন স্ত্রীকে কহিল, "হে প্রেয়সি, আমি বিদেশে যাই। তোমার কাছে সকল সম্পত্তি ও শুক পক্ষী -থাকিল; তুমি শুকের পরামর্শ-মতে কার্য করিও॥" ইহা কহিয়া সে বাণিজ্যে গেল। পরে সওদাগরের স্ত্রী শুকের পরামর্শ-মত সকল কর্ম করিতে লাগিল॥ একদিন শুক কহিল, "হে কর্ত্রি, ধন ঘরে থাকিলে কিছু লাভ নাই; অতএব কৃতকর্ম কর॥" পরে সওদাগরের স্ত্রী শুকের পরামর্শে অনেক চাকর রাখিয়া ইক্ষু রোপণ করিলে যথেষ্ট ইক্ষু জন্মিল এবং সুপক্ক হইল॥ তখন শুক কহিল, "অগ্নি দিয়া ইক্ষু পোড়াইয়া ভস্ম গোলা পূরিয়া রাখ॥" তদনন্তর ইক্ষুতে অগ্নি দিবামাত্র শুক আকাশে উঠিয়া মিষ্ট ধুম খাইতে অনেক সোনালি পক্ষিকে আনিলে সে-সকল পক্ষিরা একত্র হইয়া ধুম পান করিয়া তাহার উপরে স্বর্ণ বর্জিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া শুক কৃষাণেরদের দ্বারা স্বর্ণ সহিত সকল ভস্ম একত্র করিয়া গোলায় রাখিল। ইহাতে অনেক ব্যয় হইল। পরে সওদাগর বাটীতে আসিয়া সে-সকল কথা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া বিবেচনা না করিয়া শুককে নষ্ট করিল। পরে গোলা খুলিয়া দেখিল যে, সকল স্বর্ণ হইয়াছে; তখন সওদাগর শুকের শোকে যথেষ্ট রোদন করিতে লাগিল ইতি॥

১৪৫. মন্ত্রীর মাতা ও বলদের লেজ

চোরচক্রবর্তী নামে এক চোর কোন দেশে থাকে। তাহার ভয়ে সে-দেশের লোক সদা সশঙ্ক থাকে; কেহ তাহার নিবারণ করিতে পারে না॥ একদিন রাজমন্ত্রির মাতা রাজাকে কহিল, "আমি শিবারাধনা করিয়া চোর নিবারণ করিব। অতএব গ্রামের প্রান্তভাগে শিবালয়ে পুষ্প ও বিল্বপত্র ও নানাবিধ মিষ্টান্ন সামগ্রী প্রস্তুত করাও: আমি সন্ধ্যার পর তথা গিয়া শিবপূজা করিয়া চোর ধরিব।" ইহা শুনিয়া রাজা সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিলে মন্ত্রির মাতা সন্ধ্যার পরে পূজাতে বসিলেন। পরে চোরচক্রর্তী সে-সন্ধান পাইয়া সর্বাঙ্গে ভস্ম মাখিয়া ও ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান করিয়া ও মস্তকোপরি জটা ধারণ করিয়া ও শৃঙ্গ-তম্বুর হস্তে লইয়া এক কলুর ঘানি-গাছ হইতে এক আঁড়িয়া বলদ চুরি করিয়া তাহার উপর চড়িয়া গালবাদ্য করিতে করিতে সেই শিবালয়ে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রির মাতাকে কহিল, "হে পুণ্যবতি,

তুমি ধ্যান ভঙ্গ কর ; আমি শিব। তোমার তপস্যাতে তুষ্ট হইয়াছি, তোমার এ-সকল দ্রব্য আমি ভোজন করি।" ইহা কহিয়া সে সকল দ্রব্য খাইয়া কহিল, "তোমার চোর ধরাতে কি প্রয়োজন ? তুমি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এই বলদের লেজ ধর : আমি তোমাকে সশরীরে কৈলাসে লইয়া যাই। কিন্তু চক্ষু মেলিলে যাইতে পারিবা না।" ইহা শুনিয়া মন্ত্রির মাতা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া লেজ ধরিল। পরে চোরচক্রবর্তী বলদকে মারিবামাত্র কাঁটা-বন দিয়া বলদ দৌড়িল। তাহাতে মন্ত্রির মাতার শরীরে ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্তধারা পড়িতে লাগিল। পরে চোরচক্রবর্তী পূনর্বার ঘানি-গাছে বলদকে বান্ধিয়া রাখিয়া আপন ঘরে গেল। মন্ত্রির মাতা বলদের সহিত ঘানি-গাছে ঘুরিতে লাগিল ॥ পরে প্রভাত হইলে কলু তাহা দেখিয়া মন্ত্রিকে খবর দিল। মন্ত্রী আসিয়া আপন মাতাকে যথেষ্ট অনুযোগ করিয়া লইয়া গেল ইতি ॥

১৪৬. বন্ধুর বিক্রয়, নমাজ-পড়া ব্রাহ্মণ

এক গ্রামে দুই জুয়াচোর থাকে। তাহারা একদিন পরস্পর বিচার করিয়া এই স্থির করিল যে, "বসিয়া থাকিলে কিছু হইতে পারে না ; চল, কোন স্থানে যাইয়া ধনানয়ন করি।" ইহা কহিয়া দুইজন এক দেশে যাইয়া বড় তৃষার্ত হইয়া কহিল যে, "চল, এই গ্রামে বড় এক ধনী আছে ; তাহার নিকটে কিছু খাদ্য সামগ্রী চাহিয়া আনি।" তাহাতে একজন কহিল, "আমি আর চলিতে পারি না, তুমি যাও।" ইহা শুনিয়া সে বলিল, "ভাল, আমি যাই ; আমি যখন ডাকিয়া তোমাকে এই কথা কহিব যে, 'তুমি সম্মতিপূর্বক কহিলে ইনি টাকা দেন,' তখন তুমি কহিও যে, 'আমার কর্তা উনি ; উনি যাহা করেন, আমি তাহাতেই আছি'।" ইহাতে ঐ ব্যক্তি স্বীকৃত হইলে পর সে চলিল ও ধনির বাটিতে যাইয়া কহিল, "হে মহাশয়, আমার একজন ক্রীত চাকর ব্রাহ্মণ আছে ; তাহাকে আমি বিক্রয় করিব। সে সকল-কর্মোপযুক্ত। যদি মহাশয় লন, তবে অল্প মূল্যে পান। ইহার মূল্য অশীতি টাকা হইবে। এখন বিবেচনা করুন।" ইহা শুনিয়া ধনী কহিল, "সে-লোক কোথা আর সে ইহাতে সম্মত আছে কি না ?" ইহা শুনিয়া কহিল, "সে-লোক ঐ গাছের তলে বসিয়া আছে।" ধনী কহিল, "অগ্রে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাউক।" ইহা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি কহিল, "আমি এখানে থাকিয়া ডাকিয়া কহি ; তোমরা বরং তাহার সম্মতি বুঝিয়া আমাকে টাকা দেও, আমিও তোমাকে বিক্রয়-খত লিখিয়া দি।" ইহা শুনিয়া তাহাকে ডাকিয়া কহিল। যেরূপ পূর্বে কহিয়াছিল সেইরূপ

সঙ্কেত জ্ঞান করিয়া সে-ব্যক্তি স্বীকৃত হইয়া কহিল যে, "দেও, আমি সম্মত আছি।" এইরূপে তাহাকে বিক্রয় করিয়া টাকা লইয়া তাহার নিকটে যাইয়া কহিল যে, "তোমাকে আমি বিক্রয় করিয়াছি ; এই লোক তোমাকে কিনিল।" সে ইহা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল ॥ পরে তাহাকে ঐ ধনী গৃহে লইয়া কহিল যে, "তুমি আমার বাটীর মধ্যে সাবধান হইয়া থাকিবা আর ঠাকুর-পূজার পুষ্পাদি চয়ন করিবা এবং বাহির-বাটীর লোকেরদিগের রন্ধনাদি করিবা—এই কর্মে তুমি নিযুক্ত হইলা।" পরে সে ঐ কর্ম প্রত্যহ করে। এইরূপ কিছু দিন গেল। পরে সে মনে মনে বিবেচনা করিল যে, "পরবশ হইয়া আর কত দিন থাকিব ? এ কিছু নয়…" বলিয়া ঐ ধনীর পুষ্পোদ্যানে তিন সন্ধ্যা যাইয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ করে আর নমাজ করে। এইরূপে প্রত্যহ নমাজ করে। ইতোমধ্যে দৈবাৎ এক ব্যক্তি তাহা দেখিতে পাইয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া ধনিকে কহিল, "হে মহাশয়, তুমি যে-চাকর রাখিয়াছ, সে কি লোক ?" ধনী কহিল, "সে ব্রাহ্মণ।" এ কহিল, "কখনও সে ব্রাহ্মণ নয়। কোথা কে শুনিয়াছে যে ব্রাহ্মণ নমাজ করে ?" ধনী কহিল, "সে কি ?" এ কহিল, "আইস, দেখ : সে তোমার পুষ্পোদ্যানে নমাজ করিতেছে।" ধনী গিয়া সেরূপ দেখিয়া বড় ভীত হইয়া তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, "বাপু, তোমার ভয় নাই। তুমি পুষ্পোদ্যানে কি করিতেছিলা ?" ইহা শুনিয়া সে কহিল যে, "আমার জাতির কর্তব্য যে কর্ম, আমি তাহাই করিতেছি।" ইহা শুনিয়া ধনী কহিল, "তুমি এ-কথা কাহাকেও কহিও না। আমি তোমাকে হাজার টাকা দি ; তুমি টাকা লইয়া এখান হইতে যাও ॥" তাহাতে সে স্বীকার করিয়া টাকা লইয়া সেখান হইতে আপন বাটীতে যাইতে যাইতে ভাবিল যে, "আমাকে যে বেচিয়া আসিয়াছে, তাহার স্ত্রীকে আগে বিধবা করি—তবে ঘরে যাইব।" ইহা বলিয়া তাহার বাটী যাইয়া কহিল, "বাটী কেহ আছ কি না ?" ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তির স্ত্রী তাহার গলার স্বর শুনিয়া বুঝিল যে, "আমার স্বামী বিদেশে গিয়াছিলেন, তিনি আইলেন, কেননা তাঁহার সঙ্গী আইল।" ইহা ভাবিয়া বাহিরে আসিয়া তাহার সহিত দেখা করিয়া কহিল, "কৈ, তিনি কোথা ?" ইহা শুনিয়া সে আপন কপালে ঘা মারিয়া কহিল যে, "তোমার কপাল পুড়িয়াছে : আজি দশ দিন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।" সে-স্ত্রী ইহা শুনিয়া মূর্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িয়া কান্দিতে লাগিল। পরে সে সান্ত্বনা করিয়া তাহার অঙ্গের অলঙ্কার ত্যাগ করাইল এবং পরদিন তাহার যথাসর্বস্ব বিক্রয় করাইয়া শ্রাদ্ধ করাইল ॥ পরে ঐ ব্যক্তি বাটী আসিয়া এ-সকল শুনিয়া তাহার সহিত মিলন করিল এবং উভয়ে পরস্পর যথেষ্ট প্রশংসা করিল ইতি॥

১৪৭. "গাধা কি কখনও ঘোড়া হয় ?"

আকবর শাহ নামে দিল্লীর বাদশাহ ছিলেন। তাঁহার গুণ লোকাতীত। তাঁহার এক মন্ত্রী—ব্রাহ্মণ জাতি, বীরবর নামে—অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন ॥ একদিন বাদশাহ বীরবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বীরবর, মসলমানের মত বড় কি হিন্দুর মত বড় ?" ইহা শুনিয়া বীরবর কহিলেন, "হে খোদাবন্দ, আমি ইহার উত্তর কিছু করিতে পারি না। আপনি ইহার তজবীজ করিয়া বুঝুন : সকল জাতি হইতে নীচ কোন জাতিকে মসলমানের মতে আনিতে আজ্ঞা হউক।" বাদশাহ্ ইহা শুনিয়া সকল হাড়ীরদিগকে আপন দেশে মসলমান করিতে আজ্ঞা দিলেন। তাহাতে হাড়ীরা মসলমান হইবার ভয়েতে কেহ কেহ সে-দেশ ত্যাগ করিয়া দেশান্তরে পলাইল ; কেহ কেহ বাদশাহের নিকটে নালস করিল, "হে খোদাবন্দ, নিরাপরাধে আমারদের এ-দণ্ড কেন কর ?" ইহা শুনিয়া বাদশাহ কহিলেন, "হে বীরবর, ইহাতে বুঝি হিন্দু হইতে মসলমান নীচ, কেননা হাড়ীরাও মসলমান হইতে চাহে না ; অতএব আমি হিন্দু হইতে বাসনা করি, তুমি আমাকে হিন্দু কর।" বীরবর কহিলেন, "হে খোদাবন্দ, সপ্তাহের মধ্যে আমি তোমাকে হিন্দু করিব।" পর একদিন বাদশাহের সম্মুখবর্তি কোন এক পুষ্করিণীতে বীরবর এক গর্দভের গাত্র ঘর্ষণ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দূর হইতে বাদশাহ দেখিয়া চাকরকে কহিলেন, "দেখ, বীরবর কি-পাগল হইয়াছে ! গর্দভের গাত্র-মার্জন কেন করিতেছে ? উহাকে ডাক।" পরে ডাকিলে বীরবর আইল। বাদশাহ্ বীরবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে বীরবর, গর্দভের গাত্র-মার্জন কেন কর ?" বীরবর কহিল, "হে খোদাবন্দ, গাধাকে ঘোড়া করিব।" ইহা শুনিয়া বাদশাহ্ কহিলেন, "তুমি নির্বোধ ! গাধা কি কখনও ঘোড়া হয় ?।" বীরবর কহিলেন, "হে খোদাবন্দ, তবে মসলমান কি-রূপে হিন্দু হইতে পারে ?" ইহা শুনিয়া বাদশাহ্ বীরবরের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যথেষ্ট পারিতোষিক দিলেন ইতি ॥

১৪৮. "তুমি একবার ব্যাঘ্র হও…"

এক গ্রামে জটিল রামকৃষ্ণ নামে এক ক্ষত্রিয় —স্ত্রীপুরুষে— বাস করে। সে যুবাকালে কামরূপ-তীর্থে গিয়া কথকগুলি মন্ত্র শিক্ষা করিয়া স্বদেশে আইল ॥ একদিন, স্ত্রীপুরুষে প্রস্তাব-ক্রমে, কহিল, "হে প্রিয়ে, আমি মন্ত্র-প্রভাবে সকল জন্তু হইতে পারি।" তাহার স্ত্রী কহিল, "হে নাথ, আমি কখনও ব্যাঘ্র দেখি নাই, অতএব তুমি একবার ব্যাঘ্র হও।" সে কহিল, "ব্যাঘ্র হওয়া বড় বিষম। দেখিও, সাবধান ! মন্ত্রপূত করিয়া এই জল রাখি ; আমি ব্যাঘ্র হইলে আমার মস্তকে এই

জল দিও, পুনর্বার মানুষ হইব। এ-জল আমার মস্তকে না দিলে মনুষ্য হইতে পারিব না।" তাহার স্ত্রী তাহা স্বীকার করিলে সে এক পাত্রে মন্ত্র পড়িয়া জল রাখিয়া আপনি মন্ত্র-প্রভাবে এক ভয়ানক ব্যাঘ্র হইল। তাহা দেখিয়া তাহার স্ত্রী ভয়েতে অজ্ঞানাবৃতা হইয়া সে-জল মৃত্তিকাতে ফেলিয়া পলায়ণ করিল। তখন ব্যাঘ্র কাতর হইয়া দুই তিন দিন তথায় রহিল; পরে ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া গো-মনুষ্যাদি ভক্ষণ করিতে লাগিল ইতি॥ অতএব পরকে অতি প্রত্যয় করিবে না ইতি॥

১৪৯. মূষিকের গর্তে টাকা

এক পথিমধ্যে এক ইন্দূর গর্ত করিয়া বাস করে। সে কোন প্রকারে একটি টাকা পাইয়া সর্বদা গোপন করিয়া রাখে। সে টাকার বলে সে সকলের উপর পরাক্রম করিয়া যায়॥ একদিন সে-দেশীয় রাজা হস্তির উপর আরোহণ করিয়া ঐ পথ দিয়া যান—তাহা দেখিয়া ইন্দূর রাজহস্তিকে কামড়াইতে দীর্ঘ রব করিয়া দৌড়িল। তাহা দেখিয়া রাজা আশ্চর্য জ্ঞান করিয়া বিবেচনা করিলেন যে, "এতাদৃশ ব্যক্তির এত বল বিনা অর্থে হয় না; অতএব ইহার নিকট বুঝি ধন থাকিবে॥" ইহা চিন্তা করিয়া আপন দাসেরদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে, "দেখ, এ-ইন্দূরের গর্তে কি আছে?" ইহা শুনিয়া দাসেরা সে-গর্ত খনন করিয়া একটি টাকা পাইয়া রাজাকে দিল॥ ইন্দূর গর্তে প্রবেশ করিয়া টাকা দেখিতে না পাইয়া সেই শোকে কাতর হইয়া মৃতপ্রায় হইল—আর কাহাকেও কামড়াইতে যায় না অতএব ক্ষুদ্র লোকের ধন হইলে এইরূপ অহঙ্কার হয় ইতি॥

১৫০. কৃষকপত্নীর গণনায় মাছের হিসেব

এক কৃষক লাঙ্গল চসিতে গিয়া কোন খালে গোটা চর্বিশেক মৎস্য ধরিয়া গৃহে আসিয়া আপন গৃহিণীকে পাক করিতে দিয়া আপনি পুনর্বার লাঙ্গল চসিতে গেল॥ তাহার গৃহিণী সে-মৎস্য কয়টি পাক করিয়া মনে বিবেচনা করিল যে, "মৎস্য পাক করিলাম; কিন্তু কি-প্রকার হইয়াছে, চাখিয়া দেখি।" ইহা ভাবিয়া কিঞ্চিৎ ঝোল লইয়া খাইয়া দেখিল যে, ঝোল সরস হইয়াছে॥ পরে পুনর্বার মনে ভাবিল, "মৎস্য কি-রূপ হইয়াছে, তাহাও চাখিয়া দেখি।" ইহা ভাবিয়া একটি মৎস্য খাইল। পুনর্বার চিন্তা করিল যে, "ওটি কি-রূপ হইয়াছে, তাহাও চাখিতে হয়!" ইহা ভাবিয়া সেটিও খাইল। এইরূপে খাইতে খাইতে একটিমাত্র অবশিষ্ট রাখিল॥

পরে কৃষক ক্ষেত্র হইতে বাটী আইলে তাহার গৃহিণী সেই মৎস্যটি আর অন্ন তাহাকে দিলে কৃষক কহিল, "এ কি ? চর্বিশটা মৎস্য আনিয়াছি, আর কি হল ?।" তখন তাহার স্ত্রী মৎস্যের হিসাব দিল : "মাছ আনিলা ছয় গণ্ডা ; চিলে নিলে দু গণ্ডা বাঁকী রহিল ষোল। তাহা ধুতে আটটা জলে পলাইল, তবে থাকিল আট। দুইটায় কিনিলাম দুই আটি কাট, তবে থাকিল ছয়। প্রতিবাসিকে চারিটা দিতে হয়, তবে থাকিল দুই। আর একটা চাখিয়া দেখিলাম মুই। তবে থাকিল এক ; ঐ পাত-পানে চাহিয়া দেখ। এখন হইস যদি মানুষের পো, কাঁটাখান খাইয়া মাছখান থো। আমি যেঁই মেয়ে তেঁই হিসাব দিলাম কয়ে।" এইরূপ মৎস্যের হিসাবে কৃষকের প্রত্যয় জন্মাইল ইতি ॥